নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখে রাষ্ট্র-সমাজ সংগঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশঃ

একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

[এম.ফিল উপাধি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ]

গবেষিকা

সুস্মিতা সাহা

ক্রমিক সংখ্যা – MPSA194005

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭-১৯

রেজিস্ট্রেশন নং – 128623 of 2014-15

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা দেবার্চনা সরকার

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ (কলা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০১৯

Certified that the thesis entitled, নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখে রাষ্ট্র-সমাজ সংগঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in ....Sanskrit........of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Susmita Saha
Roll No. MPSA194005
Reg. No. 128625 of 2014-15

(Name/or signature of the M.Phil Student with
Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of ....Susmita Saha..................entitled নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখে রাষ্ট্র-সমাজ সংগঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in ....Sanskrit...... of Jadavpur University.

Ashok Kumar Mahata 14.05.19 Head Department of ...Sanskrit... Associate Professor & Head Department of Sanskrit Jadavpur University Kolkata - 700 032	Debarchana Sarkar Supervisor & Convener of RAC Professor, Department of Sanskrit Jadavpur University Kolkata- 700032	N. D. Member of RAC 15.5.19 Professor Department of History Jadavpur University kolkata-700 032

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমার গবেষণা কর্মটি সুপরিকল্পিতভাবে সমাপ্ত হওয়ার জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী, তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পারা যায় না। যাঁর কাছে আমি অকৃত্রিম ঋণী তিনি হলেন আমার গবেষণার দিকনির্দেশিকা তত্ত্বাবধায়িকা আমার শিক্ষা জীবনের আলোকবর্তিকা অধ্যাপিকা ড. দেবার্চনা সরকার। বিষয় স্থিরীকরণ কিংবা গবেষণার প্রতি পদে অগ্রসর হওয়ার পথে তিনি সর্বদাই প্রসন্ন থেকে আমাকে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন। তাই প্রথমেই তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা নূপুর দাসগুপ্ত-কে, যিনি সর্বদা আমার গবেষণা বিষয়ে নানান উপদেশ দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। যে সকল গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করেছি তা হল- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ -এই সকল গ্রন্থাগারের কর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছে সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করতেই হয়। কৃতজ্ঞতা জানাই সুলগ্না প্রধান দিদিকে যে সবসময় ঐকান্তিক সহায়তা ও অমূল্য মতামত দিয়ে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। অশোকতরু পাণ্ডা দাদা যে বিরক্তিহীনভাবে প্রযুক্তিগত সাহায্য করেছে তার প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। যারা প্রিন্ট ও বাঁধাই করতে সাহায্য করেছে তাদের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বন্ধুত্বের অধিকারে আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দীপাঞ্জন, রিঙ্কু, মোনালিসা দিদি, মৌলি, রাখী দিদি, সুতপা দিদি। নীল সাহা, আমার দাদা যে সবসময় আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা নয় বরং ভালোবাসা রইল। মা, দাদা ও ঠাকুরমা আমার জীবনে যাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাঁদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, আশীর্বাদ

আমার চলার পথে পাথেয়, তাই শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই না সম্পর্কের সৌজন্যতায় বরং জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সুস্মিতা সাহা

গবেষিকা

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

বিষয়সূচী	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	1-3
প্রথম অধ্যায়	
নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচনা	4-81
দ্বিতীয় অধ্যায়	
নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখের আলোকে তৎকালীন রাষ্ট্রসংগঠনের পর্যালোচনা	82-94
তৃতীয় অধ্যায়	
নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখের আলোকে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র	95-123
উপসংহার	124-126
গ্রন্থপঞ্জী	127-129

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চা কিংবা সাহিত্যচর্চা অনেকাংশে মসৃণ হয়ে ওঠে অভিলেখ ও প্রত্নলিপির অধ্যয়নের সাহায্যে। প্রাচীন প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তথ্যাদি লাভের নির্ভরযোগ্য উপাদান যে অভিলেখ, একথা সর্বজনস্বীকৃত। তবে সালংকার-সৃজনমূলক সাহিত্যধারার অনুসরণে রচিত অভিলেখগুলি নিঃসন্দেহে সমসাময়িক প্রচলিত কাব্যশৈলীধারার পরিচয়ও বহন করে। অভিলেখগুলির কাব্যতত্ত্বানুসারে বিশ্লেষণের দ্বারা বা অভিলেখের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা কেবল সামাজিক ইতিহাস নয়, সাহিত্যেশৈলীরও ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব। তাই নির্বাচিত কিছু অভিলেখের ভাষাতাত্ত্বিক ও কাব্যতত্ত্বানুসারে বিশ্লেষণের দ্বারা রাষ্ট্রকূট শাসনকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সমাজ সংগঠন ও সমসাময়িক সাংস্কৃতিক পরিবেশকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে এই শোধপত্রে।

রাষ্ট্রকূট শাসনকাল ও সমসাময়িক ভারতবর্ষকে নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক চর্চা করেছেন। এবিষয়ে যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হলেন অধ্যাপক এ.এস.আলটেকর। তিনি তার *Rashtrakutas and thier Times* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক পণ্ডিত বিশেশ্বর নাথ রেউ হিন্দি ভাষায় এই বংশের ইতিহাস চর্চা করেছেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম *ভারতকে প্রাচীনরাজবংশ*। বহুলচর্চিত রাষ্ট্রকূট রাজারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ব্যাপ্ত করে অধিষ্ঠিত। তাঁরা দক্ষিণ ভারতে তুলনামূলকভাবে বৃহৎ ও দীর্ঘ রাজত্ব ভোগ করেছেন। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরভারতের রাজনৈতিক শক্তিগুলি ভারতের দক্ষিণে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজাদের

উত্থানেরাজনীতির দোলক উত্তর থেকে দক্ষিণে আন্দোলিত হয়। রাষ্ট্রকূটগণ দীর্ঘ সময় ধরে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অন্যান্য সমসাময়িক রাজনৈতিক শক্তিকে অবদমিত করে রেখেছিলেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রকূটরাজারা সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা-ধর্ম – সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক স্থায়ী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকেরা রাষ্ট্রকূট রাজাদের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছেন। নির্বাচিত রাজপ্রশস্তিমূলক অভিলেখগুলির প্রশস্তিকার রূপে কবি ত্রিবিক্রমভট্ট, রাজশেখর, নাগবর্মন্ প্রমুখের নাম পাই। *নলচম্পূ* কাব্যের রচয়িতা কবি ত্রিবিক্রমভট্টকে এখানে প্রশস্তিকার রূপে পাওয়া গেলেও তাঁর কাব্যশৈলী প্রশস্তিগুলিতে কতখানি প্রভাব ফেলেছে সেই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার প্রয়াস এই গবেষণাকর্মে রয়েছে। অভিলেখগুলি ছন্দ-অলঙ্কারে-কাব্যগুণে কতখানি সমৃদ্ধ তার প্রতিও এই শোধপত্রে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই মহান রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অভিলেখের আলোকে সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক স্থিতি, রাষ্ট্রকূট রাজাদের উত্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, সর্বোপরি রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলির কাব্যসম্পদ নিয়ে সরল ও স্বচ্ছ আলোচনা করাই আমার অভিপ্রায়। তাই শোধপত্রের শীর্ষক দেওয়া হয়েছে – নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখে রাষ্ট্র-সমাজ সংগঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

এই শোধপত্রে অভিলেখসমূহের মূল পাঠ বাংলা হরফে দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ ও তার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃত মূল পাঠ ও উদ্ধৃতিতে কোথাও য়, ড়, ঢ় ব্যবহার করা হয়নি, সবজায়গায় য, ড, ঢ লেখা হয়েছে। কারণ সংস্কৃত উচ্চারণে প্রথমোক্ত বর্ণগুলির আলাদা করে কোনো স্থান নেই। মূল সংস্কৃত পাঠ এবং উদ্ধৃতিগুলিতেও ৎ-এর বদলে ত্

লেখা হয়েছে। অবগ্রহের জায়গায় উর্ধ্বকমা ব্যবহার করা হয়েছে। বেশীরভাগ অভিলেখগুলির মূল পাঠ গৃহীত হয়েছে ডি. সি. সরকার, জে. এফ. ফ্লীট, ভি. ভি. মিরাশি কর্তৃক সম্পাদিত *Epigraphia Indica*-র বিভিন্ন খণ্ড থেকে এবং *Uṭṭankita Sanskrit Vidyā Aranya Epigraph*- এর বিভিন্ন খণ্ড থেকে।

প্রথম অধ্যায়

নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের ৮৩২ শকাব্দীয় তাম্রশাসন

ওঁ।। স বোচ্যাদ্বেধসা ধাম যন্নাভিকমলং কৃতম্।

হরশ্চ যস্য কান্তেন্দুকলযা কমলংকৃতম্।।১।।

আসীন্মুরারিসংকাশঃ কৃষ্ণারাজঃ ক্ষিতেঃ পতিঃ।

অপ্রমেযবসোর্দ্দাতা সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ।।২।।

শুভতুংগতুংগতুরগপ্রবৃদ্ধরেণূদ্ধর্ববরুদ্ধরবিকিরণং।

গ্রীষ্মেপি নভো নিখিলং প্রাবৃট্কালাযতে স্পষ্টং।।৩।।

তস্যাত্মজঃ শ্রীধ্রুবরাজনামা মহানুভাবঃ প্রথিতপ্রতাপঃ।

প্রসাধিতাশেষনরেন্দ্রচক্রঃক্রমেণ বালার্ক্কবপুর্ব্বভূব।।৪।।

শশধরকরনিকরনিভং যস্য যশঃ সুরনগাগ্রসানুস্থৈঃ।

পরিগীযতে সমন্তাদ্বিদ্যাধরসুন্দরীনিবহৈঃ।।৫।।

তস্যাপ্যভূদ্ভুবনভারভৃতেঃ সমর্থঃ

পার্থোপমঃ পৃথুসমানগুণাগুণজ্ঞঃ।

দুর্ব্বারবৈরিবনিতাতুলতাপহেতুঃ

গোবিন্দরাজ ইতি সুপ্রথিতপ্রতাপঃ।।৬।।

যশ্চ প্রোভোশ্চতুরচারুরুদারকীর্ত্তেঃ

রামোপরো নিরুপমস্য পিতুঃ সকাশাত্।

সতস্বপ্যনেক তনযেষু গুণাতিরেকান্

মূর্দ্ধাভিষিক্তনৃপসম্মতমাপ রাজ্যম্।।৭।।

রক্ষিতং যেন নিঃশেষং চতুরংভোধিসংযুতং।

বিবস্বারাজ্যং ধর্ম্মেণ লোকাণাং কৃতা তুষ্টিঃ পরা হৃদি।।৮।।

সূনুস্তস্যাতিবীরঃ সকলগুণগণাকারভূতো বভূব

ভূপালাঙ্কণ্টকাভান্ সপদি বিঘটিতান্বেষ্টযিত্বা দদাহ।

রাজ্যং যশ্চাভিমানী নিজমপি চলিতং বাহুবীর্যাদবাপ

পৃথ্বীমেকাতপত্রামকুরুত বলবান্ শ্রীমহারাজষংডঃ।।৯।।

যস্য বিভোঃ কারাযাং রিপুরমণীচারুচরণলগ্নানাং।

পরুষরবো নিগডানাং অনবরতং শ্রুযতে লোকে।।১০।।

তস্মাদ্বভূব রাজা প্রথিতযশসঃ শুভতুংগনামাযাম্।

যোসাবকালবর্ষোপরনামা গীযতে লোকে।।১১।।

কৃষ্ণচরিতঃ স এব ই হিতকৃতযে যো বিভর্ত্তি বর্ণানাং।

রাজ্যং নিহতরাতিঃ স্বভুজেন ভুবং চ কৃষ্ণ ইব।।১২।।

অস্য চরণপ্রভাবাদব্রহ্মবকান্বমগাড়ৃশং লক্ষ্মীঃ।

পশ্চাদ্ভুতকবীন্দ্রৈরনবরতং পট্‌ঠ্যতে প্রকটং।।১৩।।

তস্মাদন্বযসাগরাত্সমভবত্শ্রীশুদ্ধত্কুম্বডিঃ

তস্মাঞ্চাপি বভুব দর্প্পদলনঃ শ্রীদেগডির্ব্বিদ্বিষাং।

যেনানেকনরেন্দ্রদন্তিদলনাত্প্রাপ্তং যশঃ শাশ্বতং

সিংহেনেব রণাটবীর্ব্বিরচিতং নির্ভীকমেকাকিনা।।১৪।।

তস্মাজ্জাতঃ প্রচণ্ডঃ প্রচরখরকরাক্রান্তনিঃশেষভূভৃ

ন্নাম্না শ্রীরাজহংসঃ প্রতিদিনমুদযো কশ্যপাদ্বান্।

যেনানীতা নিজং শ্রীঃ পুনরপি ভবনং চংচলা ক্বাপি যান্তী

পার্থেনেবারিচক্রপ্রমথনপটুনা শাংভবং ভব্যভাবং।।১৫।।

নির্জিতসকলারিজনঃ শ্রীধবলপ্পঃ প্রসিদ্ধতরনামা।

ধবলিতভূবনো যশসা সংজাতঃ পবনসূনুরিব।।১৬।।

সিংহীভূয বিপক্ষেণ গৃহ্যমাণং যশেন্সুনা।

দত্তং স্বস্বামিনে যেন তং নিহত্যাশু মণ্ডলং।।১৭।।

তস্মাত্প্রচণ্ডঃ সংজাতঃ সমরে যশলংপটঃ।

অক্কুবশ্চাপি খগেন বিখ্যাতো নির্ম্মলো ভুবি।।১৮।।

সেল্লবিদ্যাধরেণাপি শেলুললিতপাণিনা।

নিহত্য শত্রূন্ সমরে যশসা কুলমলংকৃতং।।১৯।।

শ্রীমদ্বল্লভরাজঃ শ্রীহর্ষপুরোপলক্ষিতান্গ্রামান্।

ভুনক্ত্যকালবর্ষঃ অর্দ্ধাষ্টশতোপসংখ্যাতান্।।২০।।

সর্ব্বানাগামিভদ্রনৃপতিমহাসামন্তমহামাত্যবলাধিকৃতবিষযিকমহত্তরান্ সমনুবোধযত্যস্তু বঃ সংবিদিতং যথা শ্রীখেটকহর্ষপুরকাসদ্রহএতত্ অর্ধাষ্টমশতমধ্যে সমধিগতপংচমহাশব্দমহাসামন্তপ্রচণ্ডদণ্ডনাযক শ্রীচন্দ্রগুপ্তে মযা শ্রীহর্ষপুরার্দ্ধাষ্টমশান্তঃপাতিকপ্পটবাণিজ্য চতুরশীতিকাপ্রতিবদ্ধরুরিদ্ধাদশকান্তঃপাতিব্যাঘ্রাসগ্রামঃ সবৃক্ষমালা কুলঃ সদণ্ডদশাপরাধঃ সসীমাপর্যন্তঃ সকাষ্ঠতৃণকূপতডাগোপেতঃ সভোগভাগঃ সহিরণ্যঃ চতুরঘাটনোপলক্ষিতঃ ধার্মকপলসমেতঃ। আঘাটনানি অভিলিখ্যন্তে। পূর্ব্বতঃ পংথোডাগ্রামো বিত্খাবল্লী চ। দক্ষিণতঃ কেরডবল্লীগ্রামো অরলুবকগ্রামশ্চ। পশ্চিমতঃ নাবালিকা অপূবল্লী চ। উত্তরতঃ অম্বাউষ্ণগ্রামঃ। এবং চতুরঘাটনোপক্ষিতঃ বল্লূরিকগ্রামঃ ভট্টবাস্তব্যভরদ্বাজসগোত্রবাজিমাধ্যন্দিনসব্রহ্মচারি ব্রাহ্মণব্রহ্মভট্টায

বব্বসুতায স্নাত্বোদকাতিসর্গেণ বলিচরুবৈশ্বদেবার্থং প্রতিগ্রহেন প্রতিপাদিতঃ। তদর্থমস্মত্প্রদত্তধর্ম্মদাযঃ সর্ব্বৈরেবা গামিভোক্তৃভিঃ অস্মদনুপরোধাত্পালনীযোনুমন্তব্যশ্চ। উক্তং চ ঋষিব্যাসেন।

ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।

আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেত্।।২১।।

বিন্ধ্যাটবীষ্বতোয়াসু শুষ্ককোটরবাসিনঃ।

মহাহযো হি জাযন্তে ভূমিদানং হরংতি যে।।২২।।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ নরাধিপ।

মহীং মহীভৃতাং শ্রেষ্ঠ দানাত্ শ্রেযনুপালনং।।২৩।।

যানীহ দত্তানি পুরা নরেন্দ্রৈঃ

দানানি ধর্ম্মার্থযশস্করাণি।

নির্ম্মাল্যবান্তঃ প্রতিমানি তানি

কো নাম সাধুঃ পুনরাদদীত।।২৪।।

সর্ব্বানেবং ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।

সামান্যোযং ধর্ম্মোসেতুর্নৃপাণাং কালে কালে পালনীযা ভবদ্ভিঃ।।২৫।।

বহুভির্ব্বসুধা ভুক্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।

যস্য যস্য যদা ভূমি তস্য তস্য তদা ফলম্।।২৬।।

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং

শ্রিযমবলোক্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।

সকলমিদমশাশ্বতং চ বুদ্ধ্বা

ন হি মনুজৈঃ পরকীর্ত্তযো বিলপ্যাঃ।।২৭।।

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।

স বিষ্ঠাযাং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।।২৮।।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।

উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিযতং স্বর্গগামিনৌ।।২৯।।

অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণ্ণং ভূর্ব্বৈষ্ণবীসূর্যসুতাশ্চ গাবঃ।

লোকত্রজংগ তেন ভবেত্তু দত্তং যঃ কাংচনং গাং চ মহীং চ দদ্যাত্।।৩০।।

বহ্নিং বহ্নিসুতং চাম্বু পঞ্চকৃত্বঃ প্রজাযতে।

দত্বা সর্ব্বরসাং চৈব ণো মর্ত্যো জাযতে পুনঃ।।৩১।।

সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং।

হাটক ক্ষিতিগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং।।৩২।।

স্বহস্তোয়ং শ্রীমদক্কুবস্য শ্রীধবলপ্পসূনোঃ। শকসংবত্ ৮৩২ বৈশাখ শুদ্ধপৌর্ণ্ণমাস্যাং মহাবৈশাখ্যাং পূর্ব্বদেবব্রহ্মদাযবর্জ্জো দত্তঃ। লিখিতমিদং শাসনং কুলপুত্রকেণাম্মৈযকেন নেমাদিত্যসুতেনেতি। যদত্রোনাক্ষরমধিকাক্ষরম্বা তত্সর্ব্বং প্রমাণমিতি ব্যাসতুল্যোপি মুহ্যতি। স্বহস্তোযং শ্রীচন্দ্রগুপ্তস্য।।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – গুজরাটের কৈরা জেলার অন্তর্গত কাপডভণজ নামক স্থানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে। এই অভিলেখটি উত্কীর্ণ হয়েছে তিনটি তাম্রফলকের উপর। এতে ৬৩টি লাইন রয়েছে। এই তাম্রফলকগুলিতে গরুড়ের মূর্তিবিশিষ্ট সীলমোহরটি খোদিত রয়েছে।

লিপি – সম্ভবত এই অভিলেখের লিপি আদি নাগরী।

ভাষা – সংস্কৃত। তবে এই অভিলেখের সংস্কৃত ভাষা বেশ জটিল। এই অভিলেখে মোট ৩২টি শ্লোক আছে। আর্যা, উপজাতি, বসন্ততিলক, স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত, শালিনী, পুষ্পিতাগ্রা, অনুষ্টুভ্ - এর মতো বিখ্যাত ছন্দে শ্লোকগুলি গ্রথিত। দানের অংশটি স্বভাবতঃ গদ্যে রচিত।

কাল – ৮৩২ শকাব্দে এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ হয়েছিল। ৮৩২শকাব্দ = ৯১০-৯১১ খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়বস্তু – রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে ৮৩২ শকাব্দে ভূমিপ্রদান। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রকূট রাজাদের উৎপত্তির কথা ও প্রশস্তিও এখানে লভ্য।

অভিলেখের প্রথম শ্লোকে হরি ও হরের স্তুতি করা হয়েছে। বেশীরভাগ রাষ্ট্রকূট অভিলেখে এই শ্লোকটি উল্লিখিত হয়েছে। শ্লোকটি অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। বলা হয়েছে, হর তথা শিব যার

চন্দ্রকান্তিতে এই পৃথিবী হয়েছে কমলের ন্যায় সুন্দর। আর হরিও একই ভাবে এই জগতকে সুন্দর করেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে আমরা রাষ্ট্রকূটরা প্রথম কৃষ্ণের কথা পাই। তাঁকে এখানে মুরারি তথা কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।রাজা প্রথম কৃষ্ণ প্রচুর ধনসম্পদের দাতা রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ন্যায়বিচার তথা নীতিপরায়ণতার ধর্ম সাধুতার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। তাকে সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ বলা হয়েছে।

রাজা প্রথম কৃষ্ণের উন্নতকায় অশ্বগুলির দ্বারা ধূলিসমূহ উত্থিত হত, যেগুলি সূর্যের রশ্মিকে প্রতিরুদ্ধ করত। আবার তার প্রভাবে গ্রীষ্মের আকাশও বর্ষার আকাশে রূপান্তরিত হত। তাই তিনি ‘শুভতুঙ্গ’ আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন।

রাজা প্রথম কৃষ্ণের পুত্র ছিলেন ধ্রুবরাজ। তিনি মহানুভব, প্রতাপশালী। তিনি সকল রাজাকে পরাস্ত করেন। উদিত প্রভাতের সূর্যস্বরূপ তিনি। তিনি মহান ঐশ্বর্য-মহত্ত্ব-মহিমা মর্যাদার জন্য এই বংশের তথা নৃপতিগণের মধ্যে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান। তার সুদূরপ্রসারী পরাক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তার পরাক্রমের সুখ্যাতি গীত হয়েছে কন মেরু পর্বতবাসী বিদ্যাধর সুন্দরী নারীদের দ্বারা। আর্যা ছন্দোবদ্ধ পঞ্চম শ্লোকে এভাবে ধ্রুবরাজের গুণকীর্তন করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে রাজা তৃতীয় গোবিন্দের কথা। তিনি রাজা ধ্রুবের পুত্র। তিনি অবধ্য দুর্গম শত্রুদের দুঃখের কারণ হয়েছিলেন। যার পরাক্রমের কথা দূর দূরান্তের মানুষের কাছে খুবই পরিচিত ছিল তিনিই হলেন রাজা তৃতীয় গোবিন্দ। তাই তাকে মহাভারতের উজ্জ্বল চরিত্র বীর যোদ্ধা অর্জুনের সঙ্গে এবং পৃথুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে -

"পার্থোপমঃ পৃথুসমানগুণাগুণজ্ঞঃ।"

রাজা ধ্রুবের পুত্র ছিলেন রাম। তিনি তাঁর পিতার থেকে উৎকৃষ্টতর গুণাবলীকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সৎকর্মের দ্বারা রাজত্ব করেছেন এবং সকল প্রজাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

রামের পুত্র ছিলেন শণ্ড বা শর্ব। যিনি ছিলেন খুবই সাহসী, পরাক্রমী এবং গুণসমূহের আকরস্বরূপ। তিনি অনেক শত্রুরাজাকে পরাস্ত করেছেন। তাঁদের রাজ্য অধিকার করেছেন। শত্রুরাজাদের পত্নীদেরকে কারারুদ্ধ করেছেন। মহারাজ শণ্ড প্রথম অমোঘবর্ষ নামেও পরিচিত ছিলেন।

রাজা প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ। তাঁকে আবার শুভতুঙ্গ ও বলা হয়েছে। তিনি তাঁর শত্রুদের হত্যা করেছিলেন। রাজ্যের হিতার্থে তিনি চার বর্ণের বিভাগ করেন – ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৃথিবীকে স্বহস্তে ধারণ করেছিলেন তেমনই সমগ্র ভূখণ্ড ছিল রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের হস্তে।

রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের বংশ পরিচয় দেবার পর এই অভিলেখে বলা হয়েছে তাঁর সামন্তের বংশপরিচয় –

রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের মহাসামন্ত ছিলেন প্রচণ্ড। তিনি ধবলপ্পের পুত্র ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবক বংশে জাত। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের সহায়তায় তথা আনুকূল্যে অনেক ধনসম্পত্তি লাভ করেছিলেন তিনি। মহাসামন্ত প্রচণ্ডর বংশতালিকা নিম্নরূপ –

এই ব্রহ্মবক বংশে জন্মগ্রহণ করেন কুম্বডি। তাঁর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেগডি। দেগডি তাঁর শত্রুদের গর্ব-অহংকার-ঔদ্ধত্য সবকিছুকেই ধূলিসাৎ করেন। এইকারণেই দেগডিকে বলা হয়েছে 'দর্পদলন'। দেগডির পুত্র হলেন রাজহংস। এই রাজহংস পার্থের মত যোদ্ধা ছিলেন। রাজহংসের পুত্র ছিলেন ধবলপ্প। যিনি পবনপুত্রের ন্যায় যশঃসম্পন্ন ছিলেন। এই ধবলপ্প অনেক শত্রুকে হত্যা করেন এবং সেই শত্রু তাঁর প্রভুর থেকে যেসব ভূমি অধিকার করেছিলেন সেগুলি ধবলপ্প তাঁর প্রভুকে ক্ষতিপূরণসহ পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধবলপ্পর পুত্র ছিলেন প্রচণ্ড। প্রচণ্ডের যুদ্ধে অনেক সুখ্যাতি ছিল। ধবলপ্পের পুত্র অক্কুবও ছিলেন বীর। তিনি ভূমিকে নিষ্কলঙ্ক করেছিলেন তাঁর বীরত্বের দ্বারা। সেল্লবিদ্যাধর (যিনি প্রচণ্ড ও অক্কুবের ভ্রাতা ছিলেন বলে মনে করা হয়) যিনি মাধুর্য্যমন্ডিত, ধার্মিক, তিনিও এই বংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এরপর বর্ণিত হয়েছে দানের অংশটি –

বল্লভরাজ অকালবর্ষ (দ্বিতীয় কৃষ্ণ) সাতশ' পঞ্চাশটি গ্রামের অধিকারী ছিলেন, যাঁর রাজধানী শ্রীহর্ষপুর নামে পরিচিত ছিল। এই সাতশ' পঞ্চাশটি গ্রামের মহাসামন্ত রূপে নিযুক্ত ছিলেন প্রচণ্ড। তাঁর দণ্ডনায়ক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। প্রচণ্ড পাঁচটি মহাশব্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ বলতে মহাসামন্ত, মহাপ্রতীহার, মহাদণ্ডনায়ক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক ইত্যাদি মহৎ এই শব্দপূর্বক যে সব উপাধি আছে তাদের মধ্যে পাঁচটি যিনি অর্জন করেছেন তাঁকে বোঝায়। অথবা শিঙা, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘন্টা এই পাঁচ বাদ্যযন্ত্র যেসব বড় বড় সামন্তরা সভায় ব্যবহার করার অনুমতি পেতেন তাঁদেরও বোঝান যেতে পারে। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে শব্দটি এই অর্থে গ্রাহ্য ছিল। মহাসামন্ত, মহামাত্য, বলাধিকৃত, বিষয়িক, মহত্তর সকলকে জানিয়ে এই ভূমিদান করা হয়েছিল। প্রচণ্ড রাজা অকালবর্ষের অধীনস্থ গ্রামগুলির দেখাশোনা করতেন। এই ৭৫০টি গ্রামের রাজধানী শ্রীহর্ষপুরের সঙ্গেই ছিল

খেটক কাসদ্রহ। এই ৭৫০টি গ্রামের সঙ্গে কর্পটবাণিজ্যের (মনে করা হয় এটি বর্তমান কাপডভণজ, যেটি গুজরাটের খেরা জেলার একটি শহর, মোহর নদীর তীরবর্তী অঞ্চল)। ৮৪টি গ্রাম এবং রুরিদ্ধের ১০টি গ্রাম সংযুক্ত ছিল। এই রুরিদ্ধের অন্তর্গত ছিল ব্যাঘ্রাস নামক গ্রাম। এই ব্যাঘ্রাসই সম্ভবত বল্লূরিক নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যাঘ্রাস গ্রামের পূর্বদিকে পংথোডাগ্রাম, বিৎখাবল্লী গ্রাম। দক্ষিণ দিকে আছে কেরডবল্লী গ্রাম, অরলুবকগ্রাম। পশ্চিম দিকে নাবালিকা, অপূবল্লী গ্রাম, উত্তরদিকে অম্বাউঞ্চ গ্রাম।

চতুঃসীমাবেষ্টিত এই ব্যাঘ্রাস বা বল্লূরিক গ্রামটি দেওয়া হয়েছিল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভট্ট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের আদেশে। এই ব্রহ্মভট্ট ছিলেন বব্বের পুত্র, যিনি ভট্ট নামক স্থানে বাস করতেন। ব্রহ্মভট্ট ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং তিনি বাজি-মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী ছিলেন। ব্রহ্মভট্ট ছিলেন ব্রহ্মচারী।

এই শাসনে অন্যান্য ভূমিদানসংক্রান্ত শাসনের মতই ধর্মানুশংসন শ্লোক রয়েছে যাদের সংখ্যা ১২। এখানে ভূমিদাতার প্রশংসা এবং ভূমি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে। এই শ্লোকগুলি শাসন রচয়িতার নিজস্ব রচনা নয়। এগুলি ধর্মশাস্ত্র এবং মহাভারত থেকে গৃহীত। আলোচ্য অভিলেখের বেশীরভাগ ধর্মানুশংসন শ্লোক *বৃহস্পতিস্মৃতি* থেকে গৃহীত। এখানে বলা হয়েছে – সগর প্রভৃতি বহু রাজা ভূমি দান করেছেন, কিন্তু ভূমি যখন যার অধিকারে থাকবে, সে ব্যক্তিই তখন তার ফলভাগী হবে। আবার বলা হয়েছে –যে ব্যক্তি স্বপ্রদত্ত কিংবা পরদত্ত ভূমি হরণ করে, সে বিষ্ঠাতে কৃমি হয়ে তার পিতৃগণের সঙ্গে পচে মরে। যে ভূমিদানের অবমাননা করে এবং যে ব্যক্তি ভূমিহরণ করতে অনুমতি দান করে –এই উভয় ব্যক্তি সেই বিষ্ঠাপূর্ণ নরকে গমন করে। এই অভিলেখে আরও বলা হয়েছে – অগ্নির প্রধান সন্তান সুবর্ণ, বিষ্ণুর কন্যা পৃথিবী, সূর্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিংবা পৃথিবী কিংবা গো দান করে, সে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবন

দানের ফলভাগী হয়। তাছাড়া সকল দানকর্মের ফল এক জন্মমাত্র ভোগ করা করা যায়, কিন্তু সুবর্ণ, পৃথিবী এবং অষ্টবর্ষীয়া কন্যাদানের ফল সপ্তজন্মপর্য্যন্ত ভোগ হয়। সর্বোপরি বলা হয়েছে – ভূমিদাতা এবং ভূমিহরণকারী উভয় ব্যক্তিই পুণ্য এবং পাপের প্রধান অধিকারী।

৮৩২ শকাব্দে বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মদায়বর্জনপূর্বক এই দান করা হয়েছে। এই শাসনটি লিখেছেন কুলপুত্রক অম্মৈয়ক নেমাদিত্যপুত্র ত্রিবিক্রমভট্ট। এই শাসনটি সমাপ্ত হয়েছে মহাসামন্ত প্রচণ্ডের দণ্ডনায়ক চন্দ্রগুপ্তের স্বাক্ষর দিয়ে।

২। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের মুলগুন্দ অভিলেখ

শ্রীমতে মহতে শান্ত্যৈ শ্রেযসে বিশ্ববেদিনে।

নমশ্চন্দ্রপ্রভাখ্যায জৈনশাসনবৃদ্ধযে ।।

শকনৃপকালেষ্টশতে চতুরুত্তরবিংশদুত্তরে সংপ্রগতে।

দুন্দুভিনামনি বর্ষে প্রবর্ত্তমানে জনানুরাগোৎকর্ষে।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভনৃপে পাতি মহীং বিততযশসি সকলাং তস্মাৎ

পালয়তি মহাশ্রীমতি বিনযাম্বুধিনাম্নি ধবলবিষযং সর্ব্বম্।।

তস্মিন্ মুল্গুন্দাখ্যে নগরে বরবৈশ্যজাতিজাতঃ খ্যাতঃ

চন্দ্রার্য্যস্তত্পুত্রশ্চীকার্য্যোচীকরজ্জিন্নতভবনম্।।

তত্তনয় নাগার্য্যো নাম্না তস্যানুজো নযাগমকুশলঃ।

অরসার্য্যো দানাদিপ্রদ্যুক্তস্সম্যক্ত্বসক্তচিত্তব্যক্তঃ।।

তেন দর্শনাভরণভূষিতেন পিতৃকারিতজিনালযায চন্দ্রিকাবাটে সেনান্বযানুগায নরনরপতিপূজ্যপাদকুমারসেনাচার্য্যমৌখবীরসেন মুনিপতিশিষ্যকনকসেনসূরিমুখ্যাযয কন্দবর্ম্মমালক্ষেত্রে এরেকমাণবক নকুলার্য্যকলিযম্মানাং হস্তাৎসহস্রবল্লিমাত্রক্ষেত্রং দ্রব্যসিন্ধুনা গৃহীত্বা নগরমহাজননিদেশে দত্তম্।। তজ্জিনালযায ত্রিশতষষ্টিনগরৈঃ চতুর্ভিঃ শ্রেষ্ঠিভিঃ বল্লগেরেক্ষেত্রে সহস্রবল্লীমাত্রক্ষেত্রং দত্তম্।। তজ্জিনভবনাযং বিংশতিশতমহাজনানুমতাদ্বেল্লাকুলব্রাহ্মণৈশ্চ

তত্তকন্দবর্ম্মমালক্ষেত্রে সহস্রবল্লীমাত্রক্ষেত্রং দত্তং ।। এবং ত্রীণ্যপি নাগবল্লীক্ষেত্রাণি সর্ব্ববাধা.। . . . . . .ই ।। যঃ কশ্চিত্..

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান - কর্ণাটকের ধারওয়াড় জেলার মুলগুন্দ নগরে একটি জৈন মন্দিরের গাত্রে এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ ।

লিপি - কন্নড়।

ভাষা - সংস্কৃত। এতে মোট পাঁচটি শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোক অনুষ্টুভ্ এবং বাকি শ্লোকগুলি আর্যাগীতি ছন্দে গ্রথিত। দানের অংশটি স্বভাবতঃ গদ্যে লেখা।

কাল – ৮২৪ শকাব্দে এই অভিলেখ উৎকীর্ণ হয়েছিল। ৮২৪ শকাব্দ = ৯০২-৯০৩ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়বস্তু – রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে যে জৈন মন্দির নির্মাণ এবং ভূমিদান করা হয়েছে তা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

অভিলেখের প্রারম্ভেই অনুষ্টুভ্ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে জৈন অর্হৎ চন্দ্রপ্রভকে-কে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানানো হয়েছে। চন্দ্রপ্রভ এখানে শান্তি শ্রেয়স্ বিশ্ববেদিন্ বা জ্ঞানের প্রতিমূর্তি। চন্দ্রপ্রভ ছিলেন অষ্টম জৈন তীর্থঙ্কর। তিনি রাজা মহাসেন ও রানী সুলক্ষণা দেবীর পুত্র ছিলেন। তিনি চন্দ্রপুরীতে ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন এবং তাঁর উত্তরপুরুষ ছিলেন পুষ্পদন্ত।

তাই এখানে শ্রীমান্ মহান চন্দ্রপ্রভকে প্রণাম জানানো হয়েছে। তাঁকে জৈনশাসনবৃদ্ধ বলা হয়েছে। জৈন উপদেশাবলী ও মতবাদের অগ্রগতির কারণও বলা হয়েছে চন্দ্রপ্রভকে।

রাষ্ট্রকূট রাজা শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রূপে কথিত রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ যশের সঙ্গে যে এই পৃথিবীকে শাসন করেছেন সেকথা বলা হয়েছে। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের কার্যনির্বাহক ছিলেন বিনয়াম্বুধি, তিনি ধবলবিষয়ের। ধবলবিষয় হল বেল্‌ভোলা নামে পরিচিত একটি জেলা, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনশ'টি গ্রাম।শাসক ছিলেন। তখন সেই জেলায় মুলগুন্দ বর্তমানে কর্ণাটকের ধারওয়াড় জেলার নগর মুল্ গুন্দ। এখানেই বর্তমান অভিলেখটি পাওয়া গেছে।

নগরে শ্রেষ্ঠ বৈশ্যজাতি জাত খ্যাতনামা শ্রীকার্য্য নামে এক ব্যবসায়ী ছিলেন। শ্রীকার্য্যের পিতা ছিলেন চন্দ্রার্য্য। শ্রীকার্য্য মুলগুন্দ নগরে একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করেন। শ্রীকার্য্যের পুত্র ছিলেন নাগার্য্য এবং তাঁর অনুজ ছিল অরসার্য্য। এই অরসার্য্য ছিলেন নয়াগমকুশল। তিনি দান-দয়া-দাক্ষিণ্য-উদারতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আর্যাগীতি ছন্দে এইসকল কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীকার্য্য নির্মিত এই জৈনমন্দিরকে তিনটি ক্ষেত্র দান করা হয়েছিল। এই তিনটি ক্ষেত্রই সহস্র পান-শাকপাতা বপনের উপযোগী ছিল। বলা হয়েছে সুযোগ্য রাজা-সাধারণ মানুষ (প্রজা)-তপস্বী-যোগীদের দ্বারা যাঁর পাদদ্বয় আরাধিত হত সেই আচার্য্য কুমারসেনের বরিষ্ঠ শিষ্য এবং বীরসেনের শিষ্য সেনবংশজাত শ্রীকার্য্য নির্মিত জৈন মন্দিরের অর্চক তথা পুরোহিত কনকসেনকে এইসকল অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম যে দানটির কথা বলা হয়েছে সেটি হল কন্দবর্মমাল নামক জায়গায় অবস্থিত ক্ষেত্র, যেটি চন্দ্রিকবাট নামক একটি জায়গার অধীনে ছিল। সেটিকে (কন্দবর্মমালকে) নকুলার্য্য-কলিয়ম্ম-এরেণবকের থেকে অনেক মুল্য দিয়ে ক্রয় করে নগর মহাজনদের নির্দেশে পিতার প্রতিস্থাপিত জৈন মন্দিরের জন্য সেই মন্দিরের পূজারী কনকসেনকে দান করেন অরসার্য্য। অরসার্য্য-র পিতা চীকার্য্য এই মন্দির নির্মাণ করেন।

দ্বিতীয় দানটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ঐ জৈন মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেন তিনশ' ষাটটি নগরের শাসনকারী চারজন নগরশ্রেষ্ঠী। তাঁদের বলা হয়েছে যে- "ত্রিশতষষ্টিনগরৈঃ চতুর্ভিঃ শ্রেষ্ঠিভিঃ"। ত্রিশতষষ্টিনগরৈঃ বলতে বেল্‌ভোল প্রদেশের অন্তর্গত তিনশ' নগর ও গ্রাম তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ত্রিশটি করে গ্রাম নিয়ে মোট দুটি মণ্ডলী –এগুলির একত্রিত রূপকেই বলা হয়েছে ত্রিশতষষ্টিনগরৈঃ। তাঁরা বল্‌লেগেরে নামক ক্ষেত্রটি দান করেন। এই ক্ষেত্রটিও "সহস্রবল্লীমাত্রক্ষেত্রম্"। সহস্রবল্লীমাত্রক্ষেত্রম্ – সহস্রবল্লীমাত্রক্ষেত্রম্ বলতে বোঝায় এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সহস্র শাকপাতা বপন করা সম্ভব। এখন এখানে শাকপাতা বলতে পান পাতাকেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়।গদ্যাংশের ত্রয়োদশ লাইনে বলা হয়েছে যে –" এবং ত্রীণ্যপি নাগবল্লীক্ষেত্রাণি সর্ব্ববাধা..."। নাগবল্লী বলতে সাধারণত পান পাতাকেই বোঝায়। কাজেই দান করা তিনটি ক্ষেত্রই সহস্র পান বপনের উপযোগী ছিল।

তৃতীয় দানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ঐ জৈন মন্দিরের জন্য একশ' কুড়ি মহাজনের এবং বেল্লালকুলের ব্রাহ্মণদের অনুমোদনে কন্দবর্মমাল নামক জায়গায় সহস্রবল্লীক্ষেত্র দেওয়া হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক লিপিও সমাপ্ত হয়েছে গতানুগতিক শর্তাবলীর দ্বারা যেগুলি এই ধরনের ভূমিদানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, পাশাপাশি অভিসম্পাত যে লিখিত হয়েছিল তা বোঝা যায় খণ্ডিত শেষের অংশটির পরে বর্তমান পাঠযোগ্য “যঃ কশ্চিত্..” শব্দগুলি থেকে।

৩। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের ৮৩৬ শকাব্দীয় বাগুমরা তাম্রপট্ট (প্রথম গুচ্ছ)

স্বস্তি।। স বোচ্যাদ্বেধসা ধাম যন্নাভিকমলং কৃতম্।

হরশ্চ যস্য কান্তেন্দুকলযা কমলংকৃতম্ ।।১।।

জয়তি বিবুধবন্ধুর্ব্বিধ্যবিস্তারিতবক্ষ

স্থল বিমলবিলোলত্কৌস্তুভঃ কংসকেতুঃ।

সুখসরসিজরঙ্গে যস্য নৃত্যন্তি লক্ষ্ম্যাঃ

স্মরভরপরিতাম্যত্তারকাস্তে কটাক্ষাঃ ।।২।।

স জযতি ভুজদণ্ডসংশ্রযশ্রীঃ

সমরসমুধৃতদুর্দ্ধরারিচক্রঃ।

অপহৃতবলিমণ্ডলো নৃসিংহঃ

সততমুপেন্দ্র ইবেন্দ্ররাজদেবঃ ।।৩।।

অস্তি শ্রীনাথনাভিস্ফুরদুরুসরসাম্ভোজজন্মা স্বয়ংভূ

স্তস্মাদত্রিঃ সুতোভূদমৃতকরপরিষ্যন্দ ইন্দুস্ততোপি।

তস্মাদ্বংশো যদূনাং জগতি স ববৃধে যস্য তৈস্তৈর্ব্বিলাসৈঃ

শার্ঙ্গী গোপাঙ্গনানান্নযনকুবলয়ৈরর্চ্যমানশ্চচার ।।৪।।

তত্রান্বয়ে বিততসাত্যকিবংশজন্মা

শ্রীদন্তিদুর্জ্জনৃপতিঃ পুরুষত্তমভূত্।

চালুক্যবংশজলধেঃ স্বযমেব লক্ষ্মী

র্যং শংখচক্রকরলাঞ্ছনমাজগাম ।।৫।।

কৃত্বাস্পদং হৃদয়হারিজধন্যভাগে

স্বৈরং পুনর্মৃদুং বিমর্দ্দ্য চ মধ্যদেশং।

যস্যাসমস্য সমরে বসুধাঙ্গনাযাঃ

কাংচীপদে পদমকারি করেণ ভূযঃ ।।৬।।

আ সেতোঃ সানুবপ্রপ্রবলকপিকুলোল্লূনফুল্লল্লবঙ্গা

দা কৈলাসাদ্ভবানীচলচরণরণন্নূপুরোন্নাদিতান্তাত্।

যস্যাজ্ঞাং ভূমিপালাঃ করমুকুলমিলন্মৌলিমালাযমানা

মানম্রৈরুত্তমাঙ্গৈরবনিতললুঠজ্জানবো মানযন্তি ।।৭।।

জিত্বা জগন্নিজভুজেন পুনর্জ্জিগীষোঃ

স্বর্জ্জং বিজেতুমিব তস্য গতস্য রাজ্ঞঃ।

তত্রাভবত্পরমধাম্নি পদে পিতৃব্যঃ

শ্রীকৃষ্ণরাজনৃপতিঃ প্রথিতপ্রতাপঃ ।।৮।।

দিক্সুন্দরীবদনচান্দনপত্রভংগ

লীলায়মানাঘনবিস্তৃতকান্তকীর্ত্তেঃ ।

শ্রীরাষ্ট্রকূটকুলশৈলমলংকরিষ্ণো

স্তস্মাদভূন্নিরুপমো নিরবদ্দ্যশৌর্য্যঃ ।।৯।।

কীর্ত্তেঃ কুন্দরুচঃ সমস্তভুবনপ্রস্থানকুম্ভঃ সিতো

লক্ষ্ম্যাঃ পাণিতলে বিলাসকমলং পূর্ণেন্দুবিম্বদ্যুতি।

এক কংপিতকোসলেস্বরকরাদাচ্ছিন্নমন্যত্পুন

র্যেনোদীচ্যনরাধিপাদ্দ্যশ ইব শ্বেতাতপত্রং রণে ।।১০।।

তস্মাল্লেভে জগত্তুংগো জন্ম সম্মানিতদ্বিজঃ ।

সোপি শ্রীবল্লভং সূনুং রাজরাজমজীজনত্ ।।১১।।

নিমগ্নাং যশ্চলুক্যান্ধৌ রট্টরাজ্যশ্রিযং পুনঃ ।

পৃথ্বীমিবোদ্ধরন্ধীরো বীরোনারাযণোভবত্ ।।১২।।

সমূলোন্মূলিতস্তম্বান্দণ্ডেনানীতকণ্টকঃ ।

যো দহদ্বেষিণশ্চণ্ডচলুক্যাংশ্চণকানিব ।।১৩।।

উচ্চৈশ্চলুক্যকুলকন্দলকালকেতো

স্তস্মাদকৃষ্ণচরিতোজনি কৃষ্ণরাজঃ ।

পীতাপি কর্ণ্ণপুটকৈরসকৃজ্জনেন

কীর্ত্তিঃ পরিভ্রমতি যস্য শশাঙ্ককান্তিঃ ।।১৪।।

উদ্দ্যদ্দীধিতিরত্নজালজটিলং ব্যাকৃষ্টমীদৃগ্ধনুঃ

ক্রুদ্ধেনোপরি বৈরিবীরশিরসামেবং বিমুক্তাঃ শরাঃ ।

ধারাসারিণি সেন্দ্রচাপবলযে যস্যেত্থমব্দাগমে

গর্জ্জদ্গুর্জ্জরসঙ্গরব্যতিকরং জীর্ণ্ণো জনঃ শংসতি ।।১৫।।

অজনি জনিতভঙ্গো বৈরিবৃন্দস্য তস্মা

দধরিতমদনশ্রীঃ শ্রীজগত্তুংগদেবঃ ।

ধ্বজসরসিজখপ্রোল্লসদ্ধক্রপাণি

র্ব্বিভববিজিতবিষ্ণুর্ব্বল্লভো বীরলক্ষ্ম্যাঃ ।।১৬।।

আসীত্কোপ্যথ হৈহযান্বযভবো ভূপঃ সহস্রার্জুনো

গর্জ্জদ্দুর্জ্জযরাবণোর্জিতলসদ্দোর্দণ্ডকণ্ডূহরঃ ।

বিশ্রান্তৈঃ শ্রবণেষু নাকসদসাং যত্কীর্তিনামাক্ষরৈঃ

সিদ্ধৈঃ সান্দ্রসুধারসেন লিখিতৈর্ব্ব্যাপ্তাঃ ককুব্‌ভিত্তযঃ ।।১৭।।

যস্যারাতিপুরংধ্রিমণ্ডনমুষঃ সর্ব্বোপি পৃথ্বীপতিঃ

সূর্যেস্যেন্দুরিব প্রযাতি বিকলঃ পক্ষক্ষযে মণ্ডলম্ ।।১৮।।

সকলগুণগণাব্ধের্বিস্ফুরদ্ধামধাম্নঃ

কলিতকমলপাণিস্তস্য লক্ষ্মীঃ সুতাভূত্ ।

যদুকুলকুমুদেন্দুঃ সুন্দরীচিত্তহারী

হরিরিব পরিণিন্যে তাং জগত্তুংগদেবঃ ।।১৯।।

চতুরুদধিতটান্তখ্যাতশৌর্যোথতাভ্যা

মভবদরিঘরট্টো রট্টকন্দর্প্পদেবঃ ।

মনসি কৃতনিবাসঃ কান্তসীমন্তিনীনাং

সকলজনশরণ্যঃ পুণ্যলাবণ্যরাশিঃ ।।২০।।

মদনমমৃতবিন্দুস্যন্দমিন্দোশ্চ বিম্বং

নবনলিনমৃণালং চন্দং চন্দ্রিকাম্ চ ।

অপরমপি যদীযৈর্জন্মনির্মাণশেষৈ

রণুভিরিব চকার স্পষ্টমানন্দি বেধাঃ ।।২১।।

দেবোযশ্চতুরংবুরশিরশনারোচিষ্ণুবিশ্বংভরা

মাক্রামন্নিজবিক্রমেণ সমুভূচ্ছ্রীকীর্ত্তিনারায়ণঃ ।

শ্রুত্বা জন্ম যদীযমাকুলধিযাং জগ্মুঃ সমং বিদ্বিষাং

দৈন্যং বক্রোরুচো মনাংসি চ ভযং সেবাংজলিং মৌলযঃ ।।২২।।

কৃতগোবর্দ্ধনোদ্ধারং হেলোন্মূলিতমেরুণা ।

উপেন্দ্রমিন্দ্ররাজেন জিত্বা যেন ন বিস্মিতম্ ।।২৩।।

সকলজননমস্যঃ সোথকৃত্বা নমস্যা

ন্ভূবনপতিরনেকান্দেবভোগাগ্রহারান্।

উপরি পরশুরামস্যৈককুগ্রামদান

স্ফুরিতগুণগরিম্ণস্ত্যাগকীর্ত্যা বভূব ।।২৪।।

স চ

পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমদকালবর্ষদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীপৃথিবীবল্লভশ্রীমন্নিত্যবর্ষনরেন্দ্রদেবঃ কুশলী সর্ব্বানেব যথাসংবধ্যমানান্নাষ্ট্রপতিবিষযপতিগ্রামকূটযুক্তকনিযুক্তকাধিকারিকমহত্তরাদীন্সমাদিশত্যস্তু বঃ সংবিদিতং যথা শ্রীমান্যখেটরাজধানীণীবেশিনা শ্রীপট্টবন্ধায কুরুন্দকমাগতেন মযা মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চৈহিকামুষ্মিকপুণ্যযশোবৃদ্ধযে লক্ষ্মণগোত্রায বাজিমাধ্যন্দিনসব্রহ্মচারিণে

রাণপভট্টসুতায প্রভাকরভট্টায লাটদেশান্তর্গত কম্মণিজ্জসমীপে উম্বরানামগ্রামঃ যস্য পূর্ব্বতঃ তোলেজকং দক্ষিণতঃ মোগলিকা পশ্চিমতঃ সংকীগ্রামঃ উত্তরতো জবলকূপমেবমাঘাট চতুষ্টয়োপলক্ষিতঃ সোদ্রংগঃ সপরিকরঃ সদণ্ডদশাপরাধঃ সোত্পদ্দ্যমানবিষ্টিকঃ সধান্যহিরণ্যাদেযোভ্যন্তরসিদ্ধ্যা পূর্ব্বদেবব্রহ্মদাযরহিতঃ শকনৃপকালাতীতসংবত্সরশতেষ্বষ্টাসু ষট্ ত্রিংশদুত্তরেষু যুবসংবত্সর ফাল্গুনশুদ্ধসপ্তম্যাং সংপন্নে শ্রীপট্টবন্ধোত্সবে তুলাপুরুষমারুহ্য তস্মাদনুত্তরতা চ কুরুন্দকাদীন্গ্রামানন্যান্যপি পূর্ব্বপৃথ্বীপালবিলুপ্তানি চত্বারি গ্রামশতানি বিংশতিদ্রম্মলক্ষৈস্সার্দ্ধৈঃ শোহো বিপ্রেভ্যোঃ বিমুচ্য বলিচরুবৈশ্বদেবাগ্নিহোত্রাতিথিসন্তর্প্পণাত্ র্থমদ্দ্যোদকাতিসর্জ্জেণ দত্তোস্যো চিতযা ব্রহ্মদাযস্থিত্যা ভুংজতো ভোজযতঃ কৃষতঃ কর্ষযতঃ প্রতিদিশতো বান্যস্মৈ ন কেনচিদল্পাপি পরিপন্থনা কার্যা। তথাগামিভিরস্মদ্বংশ্যৈরন্যৈর্ব্বা সামান্যং ভূমিদানফলমবেত্য স্বদায়নির্ব্বিশেষোযমস্মদ্ব্রহ্মদাযোনুমন্তব্যঃ। যশ্চাজ্ঞানাল্লোপযতি স পংচভিমহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদুক্তং চ ভগবতা ব্যাসেন।।

ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।

আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেত্।।২৪।।

সামান্যোযং ধর্ম্মোসেতুর্নৃপাণাং

কালে কালে পালনীযা ভবদ্ভিঃ।

সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্

ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।.২৬।।

শ্রীত্রিবিক্রমভট্টেন নেমাদিত্যস্য সূনুনা কৃতা প্রশস্তেযং শ্রী ।।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – গুজরাটের বরোদা রাজ্যের বাগুমরা নামক স্থানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে। এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ হয়েছে তিনটি তাম্রফলকের উপর। এতে ৬৩টি লাইন রয়েছে। এখানে গরুড়ের মূর্তিবিশিষ্ট সীলমোহর আছে।

লিপি – উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীর এই সময়ের (অষ্টম-নবমশতাব্দী) বিবর্তিত রূপ।

ভাষা – সংস্কৃত। এতে মোট ২৬টি শ্লোক রয়েছে। অনুষ্টুভ্, মালিনী, পুষ্পিতাগ্রা, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক, শার্দূলবিক্রীড়িত-র মতো বিখ্যাত ছন্দে শ্লোকগুলি গ্রথিত। দানের অংশটি স্বভাবতঃ গদ্যে রচিত।

কাল – ৮৩৬ শকাব্দে এই অভিলেখ উৎকীর্ণ হয়েছে। ৮৩৬ শকাব্দ= ৯১৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়বস্তু – রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের রাজত্বকালে ৮৩৬ শকাব্দে কৃত ভূমিদান এবং প্রাসঙ্গিকভাবে রাষ্ট্রকূট রাজাদের উৎপত্তি ও এই বংশের রাজাদের গুণ ও কীর্তির বর্ণনা।

অনুষ্টুভ্ ছন্দোবদ্ধ এই অভিলেখের প্রথম শ্লোকে রয়েছে শিব ও বিষ্ণুর স্তুতি। বলা হয়েছে- শিব যাঁর চন্দ্রকান্তির দ্বারা সব কিছু কমলের ন্যায় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হয়। এরপর বিষ্ণুর স্তুতি করা হয়েছে। বিষ্ণু যিনি নৃসিংহ ও বলি কে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, লক্ষ্মী যাঁর কাছে স্বেচ্ছায় গমন করেন, সেই বিষ্ণুর জয় হোক। এখানে শ্লেষের সাহায্যে উপেন্দ্র তথা বিষ্ণুর সঙ্গে রাজা তৃতীয় ইন্দ্রকে তুলনা করা হয়েছে। চতুর্থশ্লোকে বলা হয়েছে ভগপবান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ভগবান

স্বয়ম্ভূ আবির্ভূত হন। স্বয়ম্ভূ পুত্র হলেন অত্রি, অত্রির পুত্র হলেন চন্দ্র, চন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয় যদুবংশ, যেখানে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে যদুবংশের সাত্যকি শাখায় আবির্ভূত হন দন্তিদুর্গ। চালুক্যদের (সার্বভৌম ক্ষমতা) রাজলক্ষ্মী নিজেই শঙ্খ চক্রধারীর দিকে গমন করছিল অর্থ্যাৎ চালুক্যদের সার্বভৌম ক্ষমতা দন্তিদুর্গের হস্তগত হয়েছিল। দন্তিদুর্গ প্রথমে দক্ষিণের দেশগুলি হস্তগত করেন এবং পরে মধ্যদেশের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারিত করেন। তিনি অসম সমরে বসুধার অঙ্গনা কাঞ্চী নগরীকে নিজের হস্তগত করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করে ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকূট বংশের সূচনা করেন এখানে সে কথাই বলা হয়েছে কারণ চালুক্যদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। দন্তিদুর্গের দ্বারাই বাতাপির চালুক্য বংশের অবসান ঘটে। সেতুর বপ্র ক্রীড়ায় মত্ত হস্তী থেকে প্রবল কপিকুল এবং কৈলাসের পর্বতসমূহ পর্য্যন্ত যাঁর যুদ্ধের নাদ বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি এসকল প্রদেশের ভূমিপালেরা পর্য্যন্ত যাঁর কাছে নিজের মুকুটরাজিত মস্তক নত করেছেন তিনিই রাজা দন্তিদুর্গ। অর্থ্যাৎ তিনি শ্রীশৈলের (অন্ধ্রপ্রদেশের কার্নুল জেলা) রাজাকে পরাজিত করেন এবং কলিঙ্গ, কোশল, মালব, লাট, টঙ্ক এর রাজাদের জয় করেন সেকথা বলা হয়েছে। বিজিগীষু রাজা দন্তিদুর্গ নিজ বাহুবলে রাজ্য জয় করে অবশেষে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। তখন সিংহাসনে বসেন তাঁর পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ, যাঁর যশ ও কীর্তির লীলা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ছিল। তাঁর পুত্র ছিলেন অসামান্য শৌর্য্যসম্পন্ন রাজা নিরুপম বা ধ্রুব। তাঁর কীর্তির শুভ্রতা ছিল পূর্ণ চন্দ্রের মতো, সেই কীর্তির শুভ্রতায় শুভ্র হয়েছিল সমস্ত ভুবনমণ্ডল। তিনি যুদ্ধে শ্বেত আতপত্র লাভ করেন – একটি কোশল রাজের থেকে অন্যটি উত্তরের কোনো রাজার কাছ থেকে। নিরুপম তথা ধ্রুবের পুত্র ছিলেন জগত্তুঙ্গদেব তথা তৃতীয় গোবিন্দ। তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। নিরুপমের পুত্র ছিলেন প্রথম অমোঘবর্ষ। তিনি রট্টের অর্থ্যাত্ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি

করেছিলেন, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা চালুক্যদের সাম্রাজ্যরূপ সমুদ্রে অবগাহন করেছিল। অগ্নিসদৃশ চালুক্যদের তিনি নির্মূল করেন। স্তম্বনগরী[১]-কেও বিধ্বস্ত করেন তিনি। 'বীরনারাযণ' উপাধি লাভ করেন। তাঁর কীর্তি ছিল চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র।

প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ। দ্বিতীয় কৃষ্ণ গুর্জরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেন। গুর্জরদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা এখনও বৃদ্ধরা ভুলতে পারেন না। তাঁর পুত্র ছিলেন জগত্তুঙ্গদেব। এরপর বর্ণিত হয়েছে রাজা সহস্রার্জুনের রাজবংশের বিবরণ –

প্রখ্যাত হৈহয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন সুবিখ্যাত রাজা রণবিগ্রহ। রণবিগ্রহ চেদির রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা কোক্কলের পুত্র। সূর্যের রশ্মি যেমন সকল অন্ধকার বিনাশ করে তেমন সকল শত্রু রাজমণ্ডল বিকল হয়েছিল তাঁর পরাক্রমে। রাজা রণবিগ্রহের কন্যা ছিলেন লক্ষ্মী যাঁকে জগত্তুঙ্গদেব বিবাহ করেছিলেন। লক্ষ্মী ও জগত্তুঙ্গদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন রট্টকন্দর্পদেব তথা তৃতীয় ইন্দ্র, ঠিক যেমন যদুবংশের চন্দ্রস্বরূপ হরি ও সুন্দরী চিত্তহারী লক্ষ্মীর থেকে জন্মগ্রহণ করেন কন্দর্পদেব। রাজা তৃতীয় ইন্দ্র সকল ব্যক্তির শরণ ছিলেন। তিনি ছিলেন পুণ্যাত্মা।

রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে- সৃষ্টিকর্তা অনেক আনন্দের সঙ্গে কামদেব মদন- চন্দ্র-চন্দ্রালোক-নবনলিনী-মৃণাল এবং যা কিছু সুন্দর তার অংশ দিয়ে তৃতীয় ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। রাজা তৃতীয় ইন্দ্র তাঁর বীরত্বের দ্বারা পৃথিবীকে পদদলিত করেছেন এবং শ্রীকীর্তিনারায়ণ উপাধি লাভ করেন। তিনি মেরু মহোদয়কে উৎখাত তথা নির্মূল করেছিলেন। তবে এই রাজাকে পরাস্ত করে তৃতীয় ইন্দ্র গর্ববোধ করেননি। ঠিক যেমন উপেন্দ্র তথা কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে রক্ষা করে বা ভগবান ইন্দ্র মেরু পর্বতকে উৎপাটিত করে গর্ববোধ করেননি, তেমনি তৃতীয় ইন্দ্র

মেরু মহোদয়কে নির্মূল করে গর্ববোধ করেননি। ভগবান পরশুরাম যেমন ভূমিদানের জন্য কীর্তিত হয়েছেন তেমনি তৃতীয় ইন্দ্র বহু ভূমি দেবভোগ ও অগ্রহারের জন্য দান করে কীর্তিত হয়েছেন। দানের অংশে বলা হয়েছে-

পরমভট্টারক – মহারাজাধিরাজ – পরমেশ্বর – অকালবর্ষদেবের পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ – পরমেশ্বর – পৃথিবীবল্লভ – শ্রীবল্লভ - শ্রীনিত্যবর্ষদেব ইন্দ্রদেব ভূমি দান করেন। রাজা তৃতীয় ইন্দ্র যখন তাঁর রাজধানী মান্যখেট[২] থেকে কুরুন্দকে[৩] আসেন পট্টবন্ধ উৎসবের জন্য তখন তাঁর মাতা পিতা ও নিজের পুণ্য যশ বৃদ্ধির জন্য ভূমি দান করেন। যেসকল রাজপাদোপজীবী মানুষকে এই ভূমিদানের বিষয় অবহিত করা হচ্ছে তারা হল- রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রের শাসনভার যার উপর অর্পিত), বিষয়পতি (বিষয় বা জেলার শাসক), গ্রামকূট (গ্রামের শাসনভার যার উপর অর্পিত ছিল), মহত্তর (গ্রাম বা গোষ্ঠীর প্রধান বা পঞ্চায়েত সদস্য), যুক্তক, নিযুক্তক, আধিকারিক।

রাজা তৃতীয় ইন্দ্র যে গ্রামগুলি দান করেছেন তা সীমাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। লাটপ্রদেশের অন্তর্গত কম্মনিজ্জের[৪] কাছে অবস্থিত উম্বরা[৫] নামক গ্রামটি দান করা হয়েছে। উম্বরার পূর্বদিকে ছিল তোলেজক গ্রাম, দক্ষিণে মোগলিকা গ্রাম, পশ্চিমে সংকীগ্রাম, উত্তরে জবলকূপ গ্রাম।

কতগুলি বিশেষ অধিকারের সঙ্গে এই ভূমিদান করা হয়েছিল - উদ্রঙ্গসহিত, উপরিকরসহিত, উৎপদ্যমান বিষ্টি–ধান্য-হিরণ্যসহিত, দণ্ডদশাপরাধসহিত। শুধু উম্বরা নয় কুরুন্দক নামক গ্রাম এবং অন্যান্য প্রায় চারশ'টি গ্রাম যেগুলি পূর্বের রাজারা ব্রাহ্মণদের থেকে অধিকার করে নিয়েছিলেন সেগুলিকে পুনরায় স্বহস্তগত করে ব্রাহ্মণদের দান করেন কুড়ি লক্ষ দ্রম্মের সঙ্গে রাজা তৃতীয় ইন্দ্র। পট্টবন্ধ উৎসবে ধনসম্পদাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা তৃতীয় ইন্দ্র অনুত্তরতাসহিত ব্রাহ্মণদের ভূমিদান

করেন বলি-চরু-সত্র-বৈশ্বদেব-অগ্নিহোত্র অতিথিসৎকারের জন্য। আর যে রাজা এই দানের অবমাননা করবেন তিনি পঞ্চমহাপাতক দোষে দুষ্ট হবেন। পঞ্চমহাপাতক মনুর মতে –

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেযং গুর্বঙ্গনাগমঃ।

মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ।।

বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হয়েছে –

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং গুরুদারাগমনমিতি মহাপাতকানি।

এখানে এই ভূমিদান করা হয়েছে ব্রাহ্মণ প্রভাকরভট্টকে। যিনি ছিলেন রাণপ ভট্টের পুত্র। তিনি লক্ষণগোত্রীয় ছিলেন এবং বাজি-মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী ছিলেন। ফাল্গুন মাসের সপ্তমী তিথিতে ৮৩৬ শকাব্দে এই ভূমি দান করা হয়েছে।

এই প্রশস্তির রচয়িতা হলেন নেমাদিত্য পুত্র শ্রীত্রিবিক্রম ভট্ট। এখানে অন্তিম শ্লোকে ভূমিদাতার প্রশংসা এবং ভূমি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে।

৪। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের ৮৩৬ শকাব্দীয় বাগুমরা তাম্রপট্ট (দ্বিতীয় গুচ্ছ)

(এই প্রশস্তি অংশটি পূর্বের বাগুমরা অভিলেখের প্রথম অংশের মতো কেবল দানের অংশটি আলাদা)

লক্ষ্মণগোত্রায বাজিমাধ্যন্দিনসব্রহ্মচারিণে পাটালিপুত্র বিনির্গতশ্রীবেন্নপভট্টসুতায সিদ্ধপভট্টায লাটদেশান্তর্গত কম্মণিজ্জ সমীপে তেন্ননামগ্রামঃ। যস্য পূর্ব্বতো বারডপল্লিকা। দক্ষিণতো নাম্ভীতটাকং। পশ্চিমতো বল্লীশা। উত্তরতো বব্বিযণগ্রামঃ। এবমাঘাট চতুষ্টয়োপলক্ষিতসসোদ্রংগঃ সপরিকরঃ সোৎপদ্যমানবিষ্টিকঃ সধান্যহিরণ্যাদেযোভ্যন্তরাসিদ্ধ্যা শকনৃপকালাতীতসংবৎসর শতেষষ্টাসু ষট্ত্রিংশদুত্তরেষু যুবসংবৎসরফাল্গুনশুদ্ধসপ্তম্যাং সংপন্নে শ্রীপট্টবন্ধোৎসবে তুলাপুরুষমারুহ্য তস্মাদনুত্তরতা চ কুরুন্দকাদীন্ গ্রামানন্যানপি পূর্ব্বপৃথ্বীপালবিলুপ্তানি চত্বারি গ্রামশতানি বিংশতি দ্রম্মলক্ষৈসসার্দ্ধৈঃ সহ বিমুচ্য বলিচরুবৈশ্বদেবাগ্নিহোত্রাতিথিসংতর্প্পণার্থমদ্যোদকাতিসর্জ্জেণ দত্তোস্যোচিতযা ব্রহ্মদাযস্থিত্যা ভুংজতো ভোজযতঃ কৃষতঃ কর্ষযতঃ প্রতিদিশতো বান্যস্মৈ ন কেনচিদল্পাপি পরিপন্থনা কার্যা। তথাগামিভির্ভদ্রনৃপতিভিরস্মদ্দ্বংশ্যৈরন্যৈর্ব্বা সামান্যং ভূমিদানফলমেবত্য স্বদাযনির্ব্বিশেষোয়মস্মদব্রহ্মদাযোনুমন্তব্যঃ। যশ্চা জ্ঞানাল্লোপযতি স পংচভির্ম্মহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদুক্তং চ ভগবতা ব্যাসেন।

ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।

আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেত্।।২৪।।

অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণ্ণং ভূর্ব্বৈষ্ণবী সূর্যসুতাশ্চ গাবঃ।

লোকত্রযং তেন ভবেদ্ধি দত্তং যঃ কাংচনং গাং চ মহীং চ দদ্যাত্।।২৫।।

সামান্যাযোং ধর্ম্মসেতুর্নৃপাণাং কালে কালে পালনীযো ভবদ্ভিঃ।

সর্ব্বানেতানভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।।২৬।।

শ্রীত্রিবিক্রমভট্টেন নেমাদিত্যস্য সূনুনা।

কৃতা শাস্তা প্রশস্তেযমিন্দ্রারাজাংঘ্রিসেবিনা।।২৭ শ্রীঃ।।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – গুজরাটের বরোদা জেলার বাগুমরা নামক স্থানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে। এই অভিলেখটি ঠিক এর আগে আলোচিত অভিলেখের প্রায় আক্ষরিক প্রতিলিপি। এই অভিলেখটি তিনটি তাম্রফলকের উপর উৎকীর্ণ হয়েছে। এতে ৬৪টি লাইন রয়েছে। এর সীলমোহর গরুড়ের ছবি পাওয়া যায়।

লিপি – উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীর এই সময়ের (অষ্টম-নবম শতাব্দীর) বিবর্তিত রূপ।

ভাষা – সংস্কৃত। অনুষ্টুভ্, বসন্ততিলক, শালিনী ছন্দে গ্রথিত পদ্যাংশ রয়েছে। দানের অংশ গদ্যে রচিত।

কাল – ৮৩৬ শকাব্দে এই অভিলেখ উৎকীর্ণ হয়েছে। ৮৩৬ শকাব্দ = ৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। ফাল্গুন মাসের সপ্তমী তিথিতে এই ভূমি দান করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু – রাজা তৃতীয় ইন্দ্র রাজধানী মান্যখেট থেকে যখন কুরুন্দকে আসেন পট্টবন্ধ উৎসবের জন্য তখন এক ব্রাহ্মণকে এই ভূমিদান করেন। এখানে একটি পৃথক গ্রাম দান করা হচ্ছে এবং দান গ্রাহকও পূর্বের থেকে ভিন্ন। সেকারণেই পুনরায় আলাদাভাবে এই দানপত্র জারি করা হয়েছে।

বাজি-মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণগোত্রসম্ভূত সিদ্ধপট্টকে এই ভূমিদান করা হয়েছে। সিদ্ধপট্টের পিতা ছিলেন বেন্নপভট্ট। বেন্নপভট্ট পাটলিপুত্র[৬] থেকে এখানে আসেন। এখানে লাট প্রদেশের অন্তর্গত কম্মনিজের সমীপে অবস্থিত তেন্ন[৭] নামক গ্রাম সিদ্ধপট্টকে দান করেছেন। তেন্ন গ্রামের সীমানা হিসেবে বলা হয়েছে – তেন্নগ্রামের পূর্বে বারডপল্লিকা[৮] গ্রাম, দক্ষিণে নাম্ভীতটাক[৯] গ্রাম, উত্তরে বব্বিয়ণগ্রাম[১০], পশ্চিমে বল্লীশা[১১]।।

পট্টবন্ধ উৎসবে উদ্রঙ্গ-উপরিকর-দণ্ডদশাপরাধ-উৎপদ্যমানবিষ্টি-ধান্য-হিরণ্যাদি বিশেষাধিকারের সঙ্গে দানগ্রহীতাকে এই ভূমি দান করেছেন কুড়ি লক্ষ দ্রম্মের সঙ্গে, পাশাপাশি চারশ' গ্রাম যেগুলি পূর্ববর্তী রাজারা ব্রাহ্মণের থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেগুলিকে পুনরায় ফিরিয়ে দেন রাজা তৃতীয় ইন্দ্র। বলি-চরু-সত্র-বৈশ্বদেব-অগ্নিহোত্র-অতিথিসৎকারার্থে ব্রাহ্মণদের তিনি এই ভূমি দান করেন। একই ভাবে এখানেও ভূমিদাতার প্রশংসা ও ভূমি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে।

রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের পাদসেবী নেমাদিত্য পুত্র ত্রিবিক্রমভট্ট এই প্রশস্তি রচনা করেন।

৫-৬। বজিরখেড থেকে প্রাপ্ত দুটি রাষ্ট্রকূটলেখ্য

প্রথম লেখ্য

স্বস্তি। শ্রিযং পদন্নিত্যমশেষগোচর

ত্রযপ্রমাণপ্রতিষিদ্ধদুষ্পথম্।

জনস্য ভব্যত্বসমাহিতাত্মনো

জযত্যনুগ্রাহি জিনেন্দ্রশাসনম্।।১।।

শ্রীমত্পরমগম্ভীরস্যাদ্বাদামোঘলাঞ্ছনম্।

জীযাত্রৈলোক্যনাথস্য শাসনং জিনশাসনম্।।২।।

অস্ত্যদ্যাপি নিশামুখৈকতিলকো রাজেতি নামোজ্জ্বলম্

বিভ্রাণো মৃদুভিঃ করৈর্জগদিদং যো রাজতে রঞ্জযন্।

যস্যৈকাপি কলা কলঙ্করহিতা গঙ্গেব তুঙ্গে জটা

জূটে ধূর্জটিনা ধৃতামৃতমযী সোমঃ স কিং বর্ণ্যতে।।৩।।

বংশে তস্য পুরূরবঃ প্রভৃতিভিভূপৈঃ কৃতালংকৃতা

বন্তঃসারতযোন্নতিং গতবতি প্রাপ্তে চ বৃদ্ধিং ক্রমাত্।

তুঙ্গানামপি ভূভৃতামুপরিগো জাতো যদুর্ভূপতিঃ

যঃ কৃত্বা কুলমাত্মনামবিদিতং পূর্ব্বান্বিজিগ্যে নৃপান্।।৪।।

তস্মিন্বিস্ময়কারিচারুচরিতে তস্যান্বয়ে সংভবম্

মত্বা শ্লাঘ্যতমং পিতামহমুখৈরভ্যর্থিতো নাকিভিঃ।

কল্পান্তেপি নিজোদরান্তরদরীবিশ্রান্তসপ্তার্ণব

শ্চক্রে জন্ম হরির্জিতামররিপুঃ সাক্ষাত্স্বযং শ্রীপতিঃ।।৫।।

ইত্থং হরেঃ প্রসরতি প্রথিত পৃথিব্যা

মব্যাকুলং বরকুলে কলিতপ্রতাপঃ।

নির্ম্মূলিতাহিতমহীপতিভূরিদুর্গঃ

পৃথ্বীপতিঃ পৃথুসমোজনি দন্তিদুর্গঃ।।৬।।

জেতুং তস্মিন্প্রযাতে ত্রিদিবমিব ততঃ কৃষ্ণরাজো নরেন্দ্রঃ

তস্যৈবাসীত্পিতৃব্যঃ সমজনি তনযস্তস্য গোবিন্দরাজঃ।

রাজা তস্যানুজোভূন্নিরূপমনৃপতিঃ শ্রীজগত্তুঙ্গদেবঃ

সূনুস্তস্যাবনীশোভবদবনিপতিস্তত্সুতোমোঘবর্ষঃ।।৭।।

তস্মাদিন্দুকরাবদাতযশসশ্চালুক্যকালানলাত্

লেভে জন্ম হিমাংশুবংশতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণরাজো নৃপঃ।

রাজ্ঞী তস্য চ চেদিরাজতনযা চ্ছত্ত্রত্ত্রযাধীশ্বরা

জাতা ভূমিপতের্ব্বভূব চ জগত্তুঙ্গস্তস্যযোরাত্মজঃ।।৮।।

যস্যাদ্যাপি প্রচণ্ডাসিপাতবিশ্লিষ্টবিগ্রহাঃ।

হতদোষা বিমুংচন্তি গূর্জরা ন ভযজ্বরম্।।৯।।

আসীদ্বাহুসহস্রসেতুবিহতব্যাবৃত্তরেবাজলঃ

ক্ষোণীশো দশকণ্ঠদর্প্পদলনঃ খ্যাতঃ সহস্রার্জুনঃ।

বংশে তত্র চ হৈহযৈকতিলকশ্চেদীশ্বরঃ কোক্কলো

জাতস্তস্য সুতশ্চ শংকরগণঃ শংকাকরো বিদ্বিষাম্।।১০।।

চলুক্যান্বযমণ্ডনস্য নৃপতেঃ শ্রীসিংহুকস্যাত্মজো

রাজাসীদরযস্ম ইত্যনুপমস্তস্যাত্মজাযামভূত্।

লক্ষ্মীঃ ক্ষীরমহার্ণ্ণবাদিব সুতা লক্ষ্মীস্ততঃ শংকুকাত্

দেবী সা চ পরাক্রমোর্জিতজগত্তুঙ্গস্য কান্তাভবত্।।১১।।

তস্যাস্তস্মাত্তনূজো মদন ইব হরে স্কন্দবচ্চন্দ্রমৌলে

রিন্দুঃ ক্ষীরাম্বুরাশেরিব বিমলযশোরাশিশুক্লীকৃতাশঃ।

ধাতুঃ সৌন্দর্য্যসৃষ্টিব্যতিকরজনিতানূনবিজ্ঞানসেতুঃ

পৃথ্ব্যাঃ পুণ্যাতিরেকৈঃ সুকৃতনিধিরভূদিন্দ্ররাজো নরেন্দ্রঃ।।১২।।

বেধা বিজ্ঞানদর্প্পং বিবুধপতিরপি স্বাধিপত্যৈকদর্প্পং

ভূভারাধারদর্প্পং ফণিপতিরধিকং শত্রবঃ শৌর্য্যদর্প্পম্।

কন্দর্প্পো রূপদর্প্পং ভুবি সমমুচন্ যং বিলক্ষাঃ সমক্ষং

দৃষ্ট্বা দৃষ্টান্তকল্পং সকলগুণগণস্যৈকমেবাবনীশম্।।১৩।।

ন সর্ব্বগুণসংদোহমেকস্থং কুরুতে বিধিঃ।

যন্নির্ম্মাযেতি নির্মৃষ্টস্তেন দোষশ্চিরাযযম্।।১৪।।

সমর্প্পিতকরাম্ভোধিবেলামালাবলম্বিনী।

যন্নিরস্তান্যভূপালা স্বয়ং বৃতবতী মহী।।১৫।।

তেজো বীক্ষিতুক্ষমাঃ ক্ষণমপি স্বৈরেবদোষৈর্মুহু

র্ভ্রান্তাঃ সন্ততমক্রমেণ সহসা সংগম্য সর্ব্বেপ্যমী।

ব্যালোলাশ্চলপক্ষপাতবিকলা দীপ্রপ্রতাপানলে

দায়াদাঃ স্বযমেব যস্য পতিতা দীপে পতংগা ইব।।১৬।।

আক্রন্তং সমমেব শত্রুশিরসা যেন স্বসিংহাসনম্

ভ্রূভংগেন সহৈব ভংগমপরে নীতাঃ পরং বিদ্বিষঃ।

তেষাং রাজ্যমপি ক্ষণাচ্চলমনোরাজ্যাবশেষং কৃতং

রাজ্যে কল্পলতেব কামফলদা যস্যাভবন্মেদিনী।।১৭।।

ভূভারোদ্বহনে জিতঃ ফণিপতিঃ শক্রঃ শ্রিযা নির্জিতঃ

কীর্ত্তিঃ ক্রান্তাদিগন্তরা মলিনিতা যেনাখিলক্ষ্মাভৃতাম্।

ত্রৈলোক্যেপি ন বিদ্যতেস্য সদৃশো রাজেতি যস্যোঞ্চকৈ

রাভাতি প্রকটীকৃতং যশ ইব শ্বেতাতপত্রত্রযম্।।১৮।।

নির্ভিন্নং নরসিংহতা গতবতা বক্ষোমুনা বিদ্বিষাং

দেবোযং বিততস্বচক্রদলিতারাতিশ্রিযাপ্যাশ্রিতঃ।

তৎসেবেহমমুং ধ্বজাগ্রনিলযো রাজানমিত্যাশ্রিতো

রাগাদংচিতকাংচনোজ্জ্বলতনুর্য্যং বৈনতেযঃ স্বয়ম্।।১৯।।

দানং ভদ্রগজঃ সৃজন্নপি রুষা কৃষ্ণং করোত্যাননং

সদ্বৃক্ষোপি ফলপ্রদঃ স্বসময়ে বর্ষজ্ঘনো গর্জতি।

ন ক্রোধোদ্বহনং ন কালহরণং নোৎসেকতোগর্জিতং

দানং যস্য তথাপ্যনূনমভবদ্রাজ্যাভিষেকোৎসবে।।২০।।

দেবো দানিতযা স নির্জ্জিতবলিঃ শ্রীকীর্ত্তিনারাযণঃ

জিত্বা বারিধিমেখলাং বসুমতীমেকাংধিপঃ পালযন্।

দেবব্রাহ্মণভোগজাতমখিলং কৃত্বা নমস্যং ফলং

সর্ব্বেষামপি ভূভুজাং স্বয়মভূদ্দেবো নমস্যশ্চিরম্।।২১।।

যশ্চ বিনযবিনতানেকভূপালমৌলিমালালালিতচরণারবিন্দযুগলঃ সৌন্দর্য্যশৌর্য্যচাতুর্য্যৌদার্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যবীর্য্যাদিধিরখিলজনাশ্চর্য্যকারিভিরহিতবহুনৃপৈশ্বর্য্যহারিভির্ম্মহাগুণৈ রুপার্জিতানবদ্যবিদ্যোতমানবিবিধনামধেযঃ স্বরাজ্যলীলাবিনির্জিতশতমখঃ শ্রীগেযচতুর্মুখঃ গোদানভূমিদান কনকদানাদ্যনেকানূনদানপরাযাণঃ শ্রীকীর্ত্তিনারাযণঃ সংত্রাসিতোদ্বৃত্ত শত্রুবরপুরোল্লাসিতসিতাতপত্রঃ শ্রীমনুজত্রিনেত্রঃ। স্বকীযোদযবিকাসিতা শেষবিনতজনবদনপুণ্ডরীকষণ্ডঃ শ্রীরাজমার্ত্তণ্ডঃ সমুত্খাতসুভগনামানি নীমহাভিমানসৌভাগ্যদর্প্পঃ শ্রীরট্টকন্দর্প্পঃ পরাক্রমাক্রান্তসমস্তপার্থিবোত্তুঙ্গঃ শ্রীবিক্রমতুঙ্গঃ সমভবত্। স চ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমদকালবর্ষদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্ব রশ্রীমন্নিত্যবর্ষদেবপৃথ্বীবল্লভঃ শ্রীবল্লভনরেন্দ্রদেবঃ কুশলী সর্ব্বানেব যথাসংবধ্যমানান্নাষ্ট্রপতিবিষযপতিগ্রামকূটযুক্তকনিযুক্তকাধিকারিকমহত্তরাদীন্সমাদিশত্যস্তু বঃ সংবিদিতং যথা শ্রীমান্যখেটরাজধানীস্থিরতরাবস্থানেন পট্টবন্ধোত্সবসংপাদনায সমানন্দিতকুরুন্দকমুপাগতেন মযা রাজ্যাভিষেকসমযে মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চৈহি কামুত্রিক পুণ্যযশোবৃদ্ধযে পূর্ব্বলুপ্তানপি দেবভোগাগ্রহারান্পালযতা তথাপরাণ্যপ্যেকবিংশতিলক্ষদ্রব্যোৎপত্তিসহিতানি দেবভোগগ্রামাণাং ষট্ছতানি পংচাশদ্গ্রামাধিকানি নমস্যানি প্রযচ্ছতা শকনৃপকালাতীত সংবত্সরশতেষ্টাসু ষট্ত্রিংশদুত্তরেষু

যুবসংবত্সরান্তর্গতফাল্গুনশুদ্ধসপ্তম্যাং শুক্রবারে মৃগশিরসি নক্ষত্রে প্রভূতোজ্জ্বলকনকরাশিপরিপূরিতং তুলাপুরুষমারুহ্য তস্মাদনুত্তরতা প্রথমোদকাতিসর্জ্জেণ বলিচরুসত্রতপোধনসংতর্প্পনার্থমং ভগবতাদেবগুরুপূজার্থং খণ্ডস্ফুটিতসংপাদনার্থং চ চন্দনপুরিপত্তনাভ্যন্তরে আমোঘবসতযে সোদ্রঙ্গৌ সপরিকরৌ সভূতোপাত্তপ্রত্যযৌ সধান্যহিরণ্যাদেযৌ দশদোষদণ্ডাপরাধসহিতৌ অচাটভটপ্রবেশৌ সর্ব্বরাজকীযানামহস্তপ্রক্ষেপণীযৌ সমস্তোত্পত্তিসহিতাবাচন্দ্রার্কার্ণ্ণবসরিত্পর্ব্বতসমকালীনৌ দ্বৌ গ্রামৌ নমস্যৌ দত্তৌ।। তর তাবত্প্রথমঃ পাডলাবদ্ধচতুরশীত্যন্তর্গতমালদহগ্রামঃ তস্মাত্পূর্ব্বঃ চিংচবল্লীগ্রামঃ দক্ষিণা গিরিপর্ণ্ণা নদী। পশ্চিমা সা এব গিরিপর্ণ্ণা নদী। উত্তরঃ মাহুলিগ্রামঃ। তথা দ্বিতীয়ঃ সীহপুরসমীপে পারিয়ালগ্রামঃ।। তস্মাত্পূর্ব্বঃ নিম্বগ্রামঃ দক্ষিণঃ জন্নপিপ্পলগ্রামঃ পশ্চিমা মণিয়াডা নাম নদী। উত্তরঃ ভদ্দাবল্লিনামগ্রামঃ।। এবং যথাবস্থিতচতুরাঘাটনোপলক্ষিতগ্রামদ্বয়সহিতা পূর্ব্বমর্যাদযা ভুক্তভুজ্যমানা যথাবস্থিতচতুরাঘাটোপলক্ষিতা সা বসতির্দ্রবিড়সংঘবিশেষবীরগণবীর্ণ্ণায়ান্বযলোকভদ্রশিষ্যায় বর্দ্ধমানগুরবে সমর্পিতা। অযং চাস্মদ্ধর্ম্মদাযঃ সমাগামিভির্ভূপতিভিরস্মদ্বংশ্যৈরন্যৈশ্চানুমন্তব্যঃ।। যশ্চাজ্ঞানতিমিরপটলাবৃতমতিরাচ্ছিন্দ্যাদাচ্ছিদ্যমানং বা কদাচিদনুমোদতে স পংভির্ম্মহাপাতকৈরুপপাতকৈশ্চ লিপ্যতে।। উক্তং চ বেদব্যাসেন।।

ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।

আচ্ছেস্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ নরাধিপ।.২২।।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ নরাধিপ।

মহীম্মহীভৃতাং শ্রেষ্ঠ দানাচ্ছ্রেযোনুপালনম্।।২৩।।

সামান্যোযং ধর্ম্মোসেতুর্নৃপাণাং

কালে কালে পালনীযা ভবদ্ভিঃ।

সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্

ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।.২৪।।

রাজশেখরকৃতা প্রশস্তিযম্।। শ্রী।।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান - মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার বজিরখেড় নামক স্থানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে। এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ হয়েছে তিনটি তাম্রফলকের উপর। এর সীলমোহরে গরুড়ের ছবি রয়েছে।

লিপি – উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীর এই সময়ের (অষ্টম-নবম শতাব্দীর) বিবর্তিত রূপ।

ভাষা - সংস্কৃত। এতে ২৪টি শ্লোক রয়েছে। অনুষ্টুভ্, শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, স্রগ্ধরা, শালিনী ছন্দে গ্রথিত এই শ্লোকগুলি। দানের অংশটি স্বভাবতঃ গদ্যে রচিত।

কাল - ৮৩৬ শকাব্দে অন্তর্গত ফাল্গুনের শুদ্ধসপ্তমী তিথিতে শুক্রবারে মৃগশিরা নক্ষত্রে এই ভূমিদান হয়। ৮৩৬ শকাব্দ = ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে।

বিষয়বস্তু - রাষ্ট্রকূট রাজবংশের উৎপত্তি ও এই রাজবংশের রাজাদের গুণ ও কীর্তি বর্ণনা করার পর এখানে ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রকূট অভিলেখের মতোই এখানে প্রথম দুটি শ্লোকে জিন বা জিনেন্দ্রশাসনের মতবাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তার কারণ এখানে কোনো জৈন মঠের জন্য দুটি গ্রাম দান করা হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে – এখানে অভিলেখের প্রারম্ভে

মঙ্গলবাচক স্বস্তি শব্দের উল্লেখ রয়েছে। জিনেন্দ্রশাসন তথা জৈন মতানুসারে যেখানে তিনটি প্রমাণের সাহায্যে দুষ্পথ বা ভ্রান্ত মার্গ প্রতিষিদ্ধ হয়েছে, মানুষের আত্মায় যা সমাহিত সেই পরমগম্ভীর অমোঘলাঞ্ছন ত্রৈলোক্যনাথের শাসনের জয় হোক একথা বলা হয়েছে। এখানে জিনেন্দ্রশাসন বলতে জৈন মতবাদের কথা বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রকূটদের কাল্পনিক তথা পৌরাণিক বংশপঞ্জী এখানে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যিনি নিশামুখতিলক, যাঁর উজ্জ্বল মৃদু রশ্মিতে এই জগৎ রঞ্জিত হয়, যাঁর রশ্মি কলঙ্করহিত, যিনি ভগবান শিবের মস্তকের জটায় শোভাবর্ধনকারী সেই চন্দ্রের থেকে উদ্ভূত হয়েছে রাষ্ট্রকূট বংশ। এই বংশ পুরূরবা প্রভৃতি ভূপতিগণের জন্মগ্রহণে অলংকৃত। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন যদু, আবার এই বংশেই জন্ম নিয়েছেন হরি। রাজা দন্তিদুর্গ হলেন এই প্রসিদ্ধ বংশে জাত ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতাপকে তিনি প্রসারিত করেন। শত্রুদের দূর্গগুলিকে তিনি নির্মূল করেছিলেন।এই পৃথিবীতে তিনি যেন পৃথুর ন্যায় পরাক্রমশালী। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম কৃষ্ণ রাজা হন। তাঁর পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ। তাঁর (দ্বিতীয় গোবিন্দ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব বা নিরুপম (তৃতীয় গোবিন্দ) অতঃপর রাজা হন। এরপর তাঁর পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ রাজা হন। তিনি চালুক্যকালানল রূপে কথিত, কেননা তিনি চালুক্য রাজবংশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিলেন। রাজা অমোঘবর্ষের পুত্র হলেন দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ। তিনি চেদির রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র জগত্তুঙ্গদেব গুর্জরদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করেন।

এরপর বলা হয়েছে রাজা সহস্রার্জ্জুনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজা কোক্কল। তিনি চেদির রাজা ছিলেন এবং হৈহয় রাজবংশের অলংকারস্বরূপ ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন শঙ্করগণ[১২],

তিনি শঙ্কুক নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শত্রুদের শঙ্কার কারণ ছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন চালুক্যরাজবংশোদ্ভূত সিংহুকের পুত্র রাজা অর্য্যম্মের কন্যা। এদের কন্যা হলেন লক্ষ্মী। যেমনভাবে ক্ষীরসাগর থেকে লক্ষ্মী উদ্ভূত হয়েছিলেন তেমনই চালুক্য বংশে জন্মেছিলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন পরাক্রমী রাজা জগত্তুঙ্গদেব। যেমনভাবে হরি ও লক্ষ্মীর থেকে মদন আবির্ভূত হন তেমনই লক্ষ্মী ও জগত্তুঙ্গদেবের পুত্র রূপে চন্দ্রের আলোর ন্যায় শুক্ল-স্নিগ্ধ, নির্মল যশোরাশিসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, পুণ্যবান্, সমুদ্রের ন্যায় রত্নাঢ্যময় রাজা তৃতীয় ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৌর্য্যসম্পন্ন ফণিপতির ন্যায় শত্রুদের নির্মূল করে এই ভূভারতের অধিপতি হয়েছিলেন, এই পৃথিবীতে তিনি ছিলেন কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ এবং সকলগুণের আধার। পতঙ্গ যেমন স্বেচ্ছায় প্রদীপে পতিত হয় এবং তা তার মৃত্যুর কারণ হয় তেমনই ইন্দ্রদেবকে হত্যা করতে ইচ্ছুক শত্রুগণ নিজেদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন নিজেরাই। তৃতীয় ইন্দ্র তাঁর রাজত্বের সুখভোগ করার পূর্বে তাঁকে পরশ্রীকাতর বিদ্বেষ্টা ঈর্ষ্যাপূর্ণ আত্মীয়দের সঙ্গে এবং বাইরের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। আবার বলা হয়েছে ত্রিলোকের কোথাও রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের ন্যায় রাজা নেই। তাঁর রাজ্যাভিষেকে প্রচুর দান-ধ্যান করেন তিনি। তাই তিনি শ্রীকীর্তিনারায়ণ আখ্যা লাভ করেন। সমুদ্রবসনা পৃথিবীকে তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর যশ শ্বেত আতপত্র ত্রয়ের মতো শোভা পাচ্ছে। তিনি তাঁর সিংহাসনের সামনে শত্রুদের মস্তক নত করিয়েছিলেন। এই পৃথিবী তাঁর কাছে কল্পলতার ন্যায় ফলপ্রদায়ী হয়েছে। তিনি নরসিংহের ন্যায় শত্রুদের বক্ষোভেদ করেন। তিনি যেমন প্রচুর দান করতেন, তেমনি শত্রুদের প্রতি ছিলেন কৃষ্ণ (প্রতিকূল) আননবিশিষ্ট। রাজ্যাভিষেকোৎসবে তিনি যে দান করেন তা ক্রোধসংমিশ্রিত ছিল না। তিনি সমুদ্রবসনা পৃথিবীকে জয় করে, দেবতা ও প্রজাদের উদ্দেশ্যে দান ধ্যান করে শ্রীকীর্তিনারায়ণ উপাধি লাভ করেন।

দানের অংশে বলা হয়েছে – যাঁর চরণযুগল বিনয়-বিনীত রাজাদের মুকুটের আলোয় আলোকিত হত, যিনি সৌন্দর্য্য-শৌর্য্য-চাতুর্য্য-ঔদার্য্য-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-বীর্য্যাদি মহাগুণাবলীর দ্বারা অনবদ্য-অবিদ্যোতমান- ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হতেন তিনি হলেন রাজা তৃতীয় ইন্দ্র। তিনি বহু রাজার ঐশ্বর্য্য হরণকারী। তিনি অনেক গোদান-ভূমিদান-স্বর্ণাদি দানের দ্বারা প্রজাদের কল্যান করেছিলেন। তাই তিনি শ্রীকীর্তিনারায়ণ নামেও অভিহিত হয়েছেন। এমনকি তাঁকে শ্রীরাজমার্তণ্ড, সৌভাগ্যদর্প্প, শ্রীরট্টকন্দর্প নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর পরাক্রমের কথাও সকলের জ্ঞাত। পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীঅকালবর্ষদেবের পাদানুধ্যাত "পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীমন্নিত্যবর্ষদেব-শ্রীবল্লভনরেন্দ্রদেব" রাজা তৃতীয় ইন্দ্র যখন তাঁর রাজধানী মান্যখেট থেকে পট্টবন্ধ উৎসবের জন্য কুরুন্দকে[১৩] আসেন্ তখন ইহলোকে ও পরলোকে মাতা-পিতা ও নিজের মহিমা গরিমা বৃদ্ধির জন্য ভূমিদান করেন।

রাজা তৃতীয় ইন্দ্র রাষ্ট্রপতি-বিষয়পতি-গ্রামকূট-নিযুক্তক-আধিকারিক-মহত্তর সকলকে জানিয়ে সকল দ্রব্যোৎপত্তি সহিত, একুশ লক্ষ দ্রম্মের সঙ্গে দেবভোগ রূপে ৬৫০ টি গ্রাম দান করেন বলি-চরু-সত্র ও তপস্বীদের তর্পণের জন্য, দেবতা ও গুরুদের পূজার জন্য, উদ্রঙ্গসহিত, উপরিকরসহিত, ধান্য-হিরণ্যাদি সহিত, দণ্ডদশাপরাধসহিত, চাটভটপ্রবেশরহিত, সকল রাজকীয় হস্তক্ষেপরহিত ভাবে গ্রামদুটি দান করা হল। এখন ভট ও চাট বলতে এখানে কন্সটেবল ও প্রধান কন্সটেবলকে দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন। কে.বি.পাঠক মনে করেন চাট ও ভট এরা দুর্বৃত্ত ও মিথ্যাবাদী সেবক। হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে চাট ভটেদের প্রবেশ নিষেধের কথা পাই। এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল এদের কাজ।

প্রথম গ্রামটি হল মালদহ[১৪] গ্রাম। এটি পাড়লাবদ্ধ-৮৪ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। এই গ্রামের পূর্বদিকের ছিল চিংচবল্লীগ্রাম, দক্ষিণে গিরিপর্ণা নদী, পশ্চিমেও গিরিপর্ণা নদী প্রবাহিত হয়েছে, উত্তরে আছে মাহুলি গ্রাম। দ্বিতীয় গ্রামটি হল সীহপুরি[১৫]র কাছে অবস্থিত পারিয়াল[১৬] গ্রাম। পূর্বদিকে আছে নিম্বগ্রাম, দক্ষিণে জম্নপিপ্পলগ্রাম, পশ্চিমে মণিয়াড়া নামক নদী, উত্তরে ভদ্দাবল্লী নামক গ্রাম।

মালদহ ও পারিয়াল দুটি গ্রামই দেওয়া হয়েছিল বর্ধমানগুরুকে। যিনি ছিলেন বীর্গ্গাবংশজাত। দ্রাবিড় সংঘের বীরগণের মধ্যে বিশিষ্ট। তিনি লোকভদ্রের শিষ্য ছিলেন। বলা হয়েছে এই দানের যারা অবমাননা করবে তারা পঞ্চমহাপাতক দোষে দুষ্ট হবে।

এই প্রশস্তির রচয়িতা ছিলেন রাজশেখর। রাজশেখর সমসাময়িক কনোজে প্রতীহারদের রাজসভা অলংকৃত করতেন। রাষ্ট্রকূটরাজা ইন্দ্র যিখন কনৌজ আক্রমণ করেন তখন তিনি ত্রিপুরি আসেন। ঘটনাচক্রে রাজশেখর হয়ত তৃতীয় ইন্দ্রের প্রশস্তি রচনা করেন এইসময়ে এমনটাই অনুমান করা যায় সমকালীন অন্যান্য তথ্যাদির ভিত্তিতে। এই অভিলেখের শেষে ভূমিদাতার প্রশংসা ও ভূমি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় লেখ্য

বডনেরপত্তনে উরিঅম্মবসতযে সোদ্রঙ্গাঃ সপরিকরাঃ সভূতোপাত্তপ্রত্যযা সধান্যহিরণ্যাদেযা দশদণ্ডাপরাধসহিতাঃ সর্ব্বরাজকীযানমহস্তপ্রেক্ষপণীযাঃ সমস্তোৎপত্তিসহিতা আচন্দ্রার্কার্ণ্ণবসরিত্পর্ব্বত সমকালীনা ষট্ গ্রামা নমস্যা দত্তাঃ।। তত্র তাবত্প্রথমঃ রংকাণচতুর্ব্বিংশত্যন্তর্গতরুদ্দাণগ্রামঃ তস্মাত্পূর্ব্বঃ রুদ্রগিরিপাদঃ দক্ষিণঃ স এব রুদ্রগিরিঃ পশ্চিমঃ বারিবাহলগ্রামঃ উত্তরা মোসিনী নদী।। তথা দ্বিতীযঃ ছট্টিযানদ্বাত্রিংশত্যন্তর্গতধন্নউরগ্রামঃ তস্মাত্পূর্ব্বঃ অন্তরবল্লীগ্রামঃ দক্ষিণা গিরিপর্ণ্ণী নদী। পশ্চিমঃ ফেংচগ্রামঃ উত্তরঃ তলবাডগ্রামঃ।। তথা তৃতীয রংকাণচতুর্ব্বিংশত্যন্তর্গততুংগোণীগ্রামঃ।। তস্মাত্পূর্ব্বঃ দশভোইযলিগ্রামঃ দক্ষিণা তুংগভদ্রা নদী। পশ্চিমঃ সাবিণিবাডগ্রামঃ উত্তরঃ কতরবল্লিগ্রামঃ।। তথা চতুর্থঃ বটনগরবিষযান্তর্গতঃ অজ্জলোণীগ্রামঃ। তস্মাত্পূর্ব্বঃ নীলগ্রামঃ দক্ষিণঃ তলবাডগ্রামঃ পশ্চিমঃ ডোঙ্গরগ্রামঃ উত্তরা মোসিনী নদী।। তথা পংচমঃ রুদ্দাণদ্বাদশান্তর্গতচংদুহাণগ্রামঃ তস্মাত্পূর্ব্বঃ অগ্গবলযাণগ্রামঃ দক্ষিণা অমিযারা নদী পশ্চিমঃ কন্হৈনাণগ্রামঃ উত্তরঃ বট্টারগ্রামঃ।। তথা ষষ্ঠঃ উদ্বলউলচতুর্ব্বিংশত্যন্তর্গতদিবারগ্রামঃ।। তস্মাত্ পূর্ব্বঃ পিপ্পলবদ্দগ্রামঃ দক্ষিণঃ সীহগ্রামঃ পশ্চিমঃ বডালীখত্রা। উত্তরতঃ ভোরাগ্রামঃ।।এবং যথাবস্থিতচতুরাঘাটনোপলক্ষিতগ্রামদ্বযসহিতা পূর্ব্বমর্যাদযা ভুক্তভুজ্যমানা যথাবস্থিতচতুরাঘাটোপলক্ষিতা সা বসতির্দ্রবিড়সংঘবিশেষবীরগণবীর্ণ্ণাযান্বযপর্যঙ্কশিষ্যায বর্দ্ধমানগুরবে সমর্প্পিতা। অযং চাস্মদ্ধর্ম্মদাযঃ সমাগামিভির্ভূপতিভিরস্মদ্বংশ্যৈরন্যৈশ্চানুমন্তব্যঃ।। যশ্চাজ্ঞানতিমিরপটলাবৃতমতিরাচ্ছিন্দ্যাদাচ্ছিদ্যমানং বা কদাচিদনুমোদতে স পংভির্ম্মহাপাতকৈরুপপাতকৈশ্চ লিপ্যতে।। উক্তং চ ভগবতা বেদব্যাসেন।।

ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।

আচ্ছেস্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ নরাধিপ।.২২।।

অত্রৈব রামশ্লোকার্থঃ।। রাজশেখরকৃতা প্রশস্তিরিযম্।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার বাজিরখের নামক স্থানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে। এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ হয়েছে তিনিটি তাম্রপট্টের উপর। এতে ৬৯টি লাইন রয়েছে। এখানে সীলমোহরে মুখ্যভাবে গরুড় চিহ্ন রয়েছে।

লিপি – উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীর এই সময়ের (অষ্টম-নবম শতাব্দীর) বিবর্তিত রূপ।

ভাষা – সংস্কৃত। এখানেও দানের অংশটি গদ্যে রচিত।

বিষয়বস্তু – এই অভিলেখটি দুটি তাম্রপট্টে ১-৫১ লাইন আছে যাতে আগের অভিলেখের কথাই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। শুধু প্রথম ও শেষ লাইনে কিছু পরিবর্তন রয়েছে। কেবল ৫২-৬৯ লাইন পর্যন্ত ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

এখানে জৈনমঠ উরিঅম্ম, যেটি বড়নের[১৭] নগরে অবস্থিত, তাকে ছয়টি গ্রাম দান করেছেন রাজা তৃতীয় ইন্দ্র উদ্রঙ্গ-উপরিকর সহিত, ধান্য-হিরণ্যসহিত, দশদণ্ডাপরাধ এবং সকলরাজকীয় হস্তক্ষেপরহিতভাবে।

বর্তমানে উরিঅম্ম নামক জৈনমঠকে যে অনুদান দেওয়া হল তার কন্নড় নাম জ্বালমালিনী। এর থেকে বোঝা যায় যে দ্রাবিড় সঙ্ঘের অনুগামীরা যক্ষিণীকেও পূজা করতেন।

প্রদত্ত গ্রামগুলির মধ্যে প্রথম গ্রামটি হল রুদ্দাণ[১৮] নামক গ্রাম, যেটি রঙ্কাণ-২৪ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। এর পূর্বদিকে রুদ্রগিরিপাদ, দক্ষিণেও রুদ্রগিরিপাদ, পশ্চিমে বারিবাহল গ্রাম, উত্তরে মোসিনী নদী।

দ্বিতীয়টি গ্রামটি হল ধন্নউর[১৯] গ্রাম, যেটি ছট্টিয়ান-৩২ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। এর পূর্বদিকে আছে অন্তরবল্লীগ্রাম, দক্ষিণে গিরিপর্ণী[২০] নদী, পশ্চিমে ফেঞ্চগ্রাম, উত্তরে তলবাড় গ্রাম।

তৃতীয় গ্রামটি হল তুঙ্গোণী[২১] গ্রাম। যেটি রঙ্কাণ-২৪ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। এর পূর্বদিকে আছে দেশভোইয়লি গ্রাম, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী, পশ্চিমে সাবিণিবাড় গ্রাম, উত্তরে কতরবল্লী গ্রাম।

চতুর্থ গ্রামটি হল বটনগর বিষয়ের অন্তর্গত অজ্জলোনী গ্রাম। তার পূর্বদিকে নীলগ্রাম, দক্ষিণে তলবাড়গ্রাম, পশ্চিমে ডোঙ্গর গ্রাম, উত্তরে মোসিনী নদী[২২]।

পঞ্চম গ্রামটি হল চন্দুহাণ[২৩]গ্রাম যেটি রুদ্দাণ-১২ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। তার পূর্বদিকে আছে অজ্ঞবলিয়াণ গ্রাম, দক্ষিণে অমিয়ারা নদী, পশ্চিমে কহ্নৈনাণগ্রাম, উত্তরে বট্টার গ্রাম।

ষষ্ঠ গ্রামটি হল দিবারগ্রাম[২৪], এটি উদ্বলউল-২৪ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। এর পূর্বদিকে আছে পিপ্পলাদবদ্দ গ্রাম, দক্ষিণে সীহগ্রাম, পশ্চিমে বড়ালীখত্রা, উত্তরে ভীরাগ্রাম।

এইভাবে পূর্বমর্যাদার সঙ্গে চতুরঘাটোপলক্ষিত ছয়টি গ্রাম দান করা হল বর্ধমানগুরুকে। যিনি ছিলেন বীর্গ্গাবংশজাত। দ্রাবিড়সংঘের বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি লোকভদ্রের শিষ্য ছিলেন।

বর্তমান অনুদান ও পূর্বের অনুদান এই তথ্যের সাক্ষ্য দেয় যে দ্রাবিড় সংঘের জৈন সন্ন্যাসীরা হয়তো পরিযাণ করেছিলেন। পরে তাঁরা মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলাতে অধিষ্ঠিত হন। এই অনুদানের তারিখ প্রকাশ হবার পূর্বে। তাঁরা পুনরায় রাষ্ট্রকূট রাজাদের থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং অনুদানপ্রাপ্ত হন।

স্থানিক বিভাগ যেগুলির নাম রঙ্কাণ-২৪, ছট্টিয়ান-৩২, রুদ্দাণ-১২, উদ্বলউল-২৪ এবং বটনগরবিষয় – এই তথ্যগুলি থেকে এই বিষয় স্পষ্ট যে সেসময় রাষ্ট্রকূট রাজাদের রাজত্বের সাধারণ কিছু বিভাগ ছিল। এখানে কয়েকটি গ্রামকে একত্রে একটি স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত করা হত। অন্যদিকে শাসন পরিচালনার জন্য বিষয় নামে একটি বৃহৎ বিভাগ করা হত। যেমন – রুদ্দাণ নামক গ্রামটি রঙ্কাণ-২৪ নামক স্থানিক বিভাগের অন্তর্গত। এটি সম্ভবত বৃহত্তম স্থানিক বিভাগ ছিল। এর অন্তর্গত ছিল রুদ্দাণ-১২, যার অন্তর্গত চন্দুহাণ নামক গ্রাম। এর থেকে বোঝা যায় রুদ্দাণ-১২ ছিল রঙ্কাণ-২৪ এর উপবিভাগ। অথবা দুটি গ্রামের একই নাম হতে পারে। এই প্রশস্তির রচয়িতা রাজশেখর।

৭। চতুর্থ গোবিন্দের ৮৫১ শকাব্দীয় অন্দূরা তাম্রপট্ট

সিদ্ধিঃ। জযন্তি ব্রহ্মণঃ সর্গনিষ্পত্তিমুদিতাত্মনঃ।

সরস্বতীকৃতানন্দা মধুরসামগীতযঃ।।১।।

সান্দ্রৈঃ শ্রীস্তনভারভূরিমকরীকাশ্মীরসম্মিশ্রিতৈঃ

প্রোন্মজ্জদ্গজরাজগৈরিকরজঃপুংজদ্রবৈঃ পিংজরাঃ।

ক্ষীরাব্ধেঃ ক্ষুভিতস্য মন্দরগিরিব্যাবর্তনাদুদ্গতাঃ

কল্লোলা জনযন্তি যস্য পুলকং পাযাত্সবঃ কেশবঃ।।২।।

শম্ভোর্যানি শিরস্থিতস্য ফণিনাং পত্যুঃ ফণানাং দশ

দ্যোতন্তে পরিতঃ শতানি সমণিজ্যোতীংষি জূটাটবীম্।

এনস্তান্যুপরিস্রবত্সুরসরিত্সিক্তেন্দুকন্দোল্লস

জ্যোত্স্নাকল্পলতালবালবলয়শ্রেরেভাংজি ভুংজংতু বঃ।।৩।।

তারাচক্রাঙ্গষণ্ডাবৃতগগনসরঃপদ্মিনীরাজহংসাৎ

ত্রৈলোক্যৈকাধিপত্যস্থিতমদনমহারাজশুভ্রাতপত্ত্রাত্।

লাবণ্যক্ষীরসিন্ধোর্দ্যুতিরজতগিরের্দ্দিগ্বধূদংতপত্রা

দ্বংশ সোমাদযং যস্ত্রিভুবনকমলাবাসসৌধাদুপেতঃ।।৪।।

তস্মাচ্ছ্রিয়ঃ কুলগৃহং ভবনং মহিম্নঃ

ক্রীড়াস্পদং স্থিতিমহর্দ্ধিগভীরতানাম্।

আপন্নসত্ত্বপরিপালনলব্ধকীর্তি

র্ব্বংশোবভূব ভুবি সিন্ধুনিভো যদূনাম্।।৫।।

পরিণতপরিমণ্ডলনঃ কলাবান্প্রবিততবহলযশোংশুপূরীতাশঃ।

শশধর ইব দন্তিদুর্জ্জরাজো যদুকুলবিমলবিযত্যথোদিযায।।৬।।

তস্যাদ্যং নৃপতেঃ পিতৃব্যঃ উদয়ী শ্রীবীরসিংহাসনং

মেরোঃ শ্রীঙ্গমিবাধিরুহ্য রবিবশ্চ্ছ্রীকৃষ্ণরাজস্ততঃ।

ধ্বস্তোদ্রিক্তচলুক্যবংশতিমিরঃ পৃথ্বীভৃতাং মস্তকে

ন্যস্তাংঘ্রিঃ সকলং জগত্প্রবিততৈস্তেজোভিরাক্রান্তবান,।।৭।।

তস্মাদ্গোবিন্দরাজোভূদিন্দুবিম্বশিলাতলে।

যস্যারিপ্লোষধূম্রোঙ্কঃ প্রশস্তিরিব লক্ষ্যতে।।৮।।

তস্যাভবদ্ভূবনপালনধীরবুদ্ধি

রুদ্ভূতশক্রুকুলসন্ততিরিদ্ধতেজাঃ।

রাজানুজো নিরুপমাপরনামধেযো

যন্মুদ্রয়াংবুধিরপি প্রথিতঃ সমুদ্রঃ।।৯।।

তদনু জগত্তুঙ্গোজনিপরিহৃতনিজমংডলভোগাঃ।

গতযৌবনবনিতাজনকুচসদৃশা যস্য বৈরিনৃপাঃ।।১০।।

তস্মাচ্চামোঘবর্ষোভবদতুলবলো যেন কোপাদপূর্ব্বে

শ্চালুক্যাভ্যূষখাদ্যৈর্জ্জনিতরতিযমঃ প্রীণিতো বিংগবল্ল্যাম্।

বৈরিঞ্চাণ্ডোদরান্তর্ব্বহিরুপরিতলে যত্র লব্ধাবকাশং

তোযব্যাজাদ্বিশুদ্ধং যশ ইব নিহিতং তজ্জগত্তুংগসিন্ধৌ।।১১।।

তস্মাদকালবর্ষো নৃপতিরভূদ্যত্পরাক্রমত্রস্তৈঃ।

সদ্যঃ সমণ্ডলাগ্রং খেটকমহিতৈঃ পরিত্যক্তম্।।১২।।

সহস্রার্জ্জুনবংশস্য ভূষণং কোক্কলাত্মজা।

তস্যাভবম্মহাদেবী জগত্তুংগস্ততোজনি।।১৩।।

গম্ভীরাদ্রত্ননিধের্ভূভৃত্প্রতিপক্ষরক্ষণক্ষমতঃ।

কোক্কলসুতরণবিগ্রহজলধের্ল্লক্ষ্মীঃ সমুত্পন্না।।১৪।।

সা জাযাজাযতাজাতশত্রোস্তস্য মহীভুজঃ।

ভীমসেনার্জুনোপাত্তযশোভূষণশালিনঃ।।১৫।।

তত্র জগত্তুংগোদযধরণীধরতঃ প্রতাপকলিতাত্মা।

লক্ষ্ম্যা নন্দন উদিতোজনি বিজযী রাজমার্ত্তণ্ডঃ।।১৬।।

স্থিতিচলিতসকলভূভৃত্পক্ষচ্ছেদাভিমুক্তভুওবজ্রঃ।

অনিমিষদর্শনযোগ্যো যঃ সত্যমিহেন্দ্ররাজ ইতি।।১৭।।

যন্মাদ্যদিদ্বপদন্তঘাতবিষমং কালপ্রিযপ্রাঙ্গণং

তীর্ণা যত্তুরগৈরগাধযমুনা সিংধুপ্রতিস্পর্দ্ধিনী।

যেনেদং হি মহোদযারিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং

নাম্নাদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীযতে।।১৮।।

যস্তস্মিন্ দশকণ্ঠদর্প্পদপ্পনে শ্রীহৈহযানাং কুলে

কোক্কল্লঃ প্রতিপাদিতোস্য চ গুণজ্যেষ্ঠোর্জুনোত্সুতঃ।

তত্পুত্রোস্মণদেব ইত্যতিবলস্তস্মাদ্বিজাম্বাভবত্

পদ্মেবাম্বুনিধেরুমেব হিমবত্রাম্রঃ ক্ষমাভৃত্প্রভোঃ।।১৯।।

শ্রীন্দ্রনরেন্দ্রাত্তস্যাং সূনুরভূদ্ভূপতির্ব্বিজাম্বাযাম্।

গোবিন্দরাজনামা কামাধিকরূপসৌন্দর্যঃ।।২০।।

সামর্থ্যে সতি নিন্দিতা প্রবিহিতা নৈবাগ্রজে ক্রূরতা

বন্ধুস্ত্রীগমনাদিভিঃ কুচরিতৈরাবর্জ্জিতং নাযশঃ।

শৌচাশৌচপরাঙ্মুখং ন চ ভিযা পৈশাচ্যমংগীকৃতং

ত্যাগেনাসমসাহসৈশ্চ ভুবনে যস্সাহসাংকোভবত্।।২১।।

বর্ষন্সুবর্ণ্ণবর্ষঃ প্রভূতবর্ষোপি কনকধারাভিঃ।

জগদখিলমেককাঞ্চনমযমকরোদিতি জনৈরুক্তঃ।।২২।।

কঃ কেনার্থী কো দরিদ্রঃ পৃথিব্যা

মিত্থং পৃষ্ঠে দ্বারি লিপ্সোরভাবাত্।

হেলাসিদ্ধৈর্দ্বীপনাথৈঃ প্রণীতো

প্যুচ্চৈঃ কোশঃ প্রীতযে যস্য নাভূত্।।২৩।।

যদধিদিগ্বিজযাবসরে সতি

প্রসভসংভ্রমভাবনযেব ভূঃ।

সপদি নৃত্যতি পালিমহাধ্বজো

ষ্ছ্রিতকরান্যকুনাথবিবর্জ্জিতা।।২৪।।

সহতে ন হি মণ্ডলাধিপং পরমেষোভ্যুদযী সমুদ্ধতম্।

ইতি জাতভিযাবিবাগ্রতো রবিচন্দ্রাবপি যস্য ধাবতঃ।।২৫।।

সহতে সমবাহিনীমযং ন পরেষাং সবিশেষশালিনীম্।

যদনিন্দিতরাজমন্দিরং ননু গঙ্গা যমুনা চ সেবতে।।২৬।।

যস্মিন্ রাজনি সৌরাজ্যং নির্জ্জিতারি বিতন্বতি।

বিমানস্থিতিরিত্যাসীন্ন ভোগেষু কদাচন।।২৭।।

যস্যোদ্দামপ্রতাপানলবহলশিখাকজ্জলং নীলমেঘাঃ

বিস্ফূর্জ্জত্খড়্গধারাস্ফুরণবিসরণান্যেব বিদ্যেদ্বিলাসাঃ।

দুর্ব্বারারীভকুম্ভস্থলদলনগলন্মৌক্তিকান্যেব তারা

শ্চন্দ্রক্ষীরাব্ধিশেষা ভৃতভুবনযশোরাশিনিষ্যন্দিতানি।।২৮।।

যস্মিন্কণ্টকশোধনোত্সুকমনস্যম্ভোজনালৈর্ব্বহিয়যে

বোন্মগ্নং ন পয়সসু কোশবসতির্ল্লক্ষ্মীঃ কৃতোপাযনম্।

কেতক্যা পবনোল্লসন্নিজরজঃপুংজাংধকারোদরে

ভূগর্ভে পনসেন বেত্রলতয়া দ্বার্যাত্মশুদ্ধ্যৈ স্থিতম্।।২৯।।

যত্র সমুপহসিতহরনয়নদহনবিহিতাইত্যকন্দর্প্পরূপসৌন্দর্যদর্প্পঃ শ্রীনিত্যকন্দর্প্পঃ

প্রভুমন্ত্রশক্যয়ুপবৃংহিতোত্সাহশক্তিসমাক্ষিপ্তশতমখসুখশ্চাণক্যচতুর্ম্মুখঃ প্রথিতৈকবিক্রমাক্রান্ত

বসুন্ধরাহিতকরণপরাযণঃ শ্রীবিক্রান্তনারাযণঃ স্বকরকলিত হেতিহলদলিতবিপক্ষবক্ষস্থলক্ষেত্রঃ শ্রীনৃপতিত্রিনেত্রঃ সমভবত্স চ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমন্নিত্যবর্ষদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বর শ্রীমত্সুবর্ণ্ণবর্ষদেবঃ পৃথ্বীবল্লভশ্রীমদ্বল্লভনরেন্দ্রদেবস্য মহাদেব্যাঃ অরশ্চলুক্যবংশমণ্ডনোদ্ভূতস্রীভীমরাজস্তস্য সুতঃ শ্রীতইলপ্পরাজঃ। তস্য চ সুতঃ সকলগুণসংপন্নশ্রীগুণগকরাজঃ তস্য চ রাজ্ঞীশ্রীরেবকব্বাযাং সমুদ্ভূত শ্রীভাগিযব্বা রাজ্ঞী সকলভোগ্যগুণাবনয বসংযোগনির্ম্মিতা বিষ্ণোর্ল্লক্ষ্মীরিব শ্রীসুবর্ণ্ণবর্ষদেবস্য বংশনিজগুণভাগ্যেন ললাটে দ্বাদশভির্ম্মহাসামন্তৈঃ পট্টং বন্ধযিত্বা শ্রীভাগিয়ব্বাযৈ হিরণ্যগর্ভোভয়মুখীগোসহস্র কল্পবৃক্ষদানাদি দত্ত্বা তুলাপুরুষাদনুত্তরতা শ্রীগোবিন্দেশ্বরালযপ্রাঙ্গণে মযা প্রথমকরোদকাতিসর্জ্জেণ শকসংবৎ ৮৫১ প্রবর্ত্তমানে বিকৃতসংবৎসরান্তর্জ্জতপুষ্যবহুলপঞ্চম্যাং বুধে উত্তরাফাল্গুনীনক্ষত্রসমেতে শশিনি প্রথিতোত্তরাযণমহাপর্ব্বণি অষ্টবর্গস্য শাসনমিদং সহিরণ্যং দত্তম্। যত্র প্রথমঃ চন্দ্রপুরিবিনির্গতভারদ্বাজ গোত্রবহ্বৃচসব্রহ্মচারিসত্বৈভট্টঃ মধুবপয্যভট্টসুতঃ। তথা নলগ্রামবিনির্গতকৌশিকগোত্রতৈত্তিরীযসব্রহ্মচারিবাবণক্রমবিৎ তিকপয্য সুতঃ। ধর্ম্মসেল্লুকাবিনির্গতবৎসসগোত্রতৈত্তিরীযব্রহ্মচারিকেশবক্রমবিৎ মাধবৈযসুতঃ। তথা সীসবেবি বিনির্গতকৌশিকগোত্রবহ্বৃচসব্রহ্মচারিপ্রভাকরভট্টঃ শ্রীবৎসভট্টসুতঃ। তথা নলগ্রামবিনির্গতহরিতগোত্রতৈত্তিরীযসব্রহ্মচারিরেবণৈভট্টসুতঃ শ্রীধরভট্টঃ। তথা পুরী বিনির্গতভারদ্বাজগোত্রবহ্বৃচসব্রহ্মচারিতিবকেভট্টঃ বিডপৈসুতঃ। বাবী বিনির্গতগার্গ্যসগোত্রতৈত্তিরীযসব্রহ্মচারিজন্নৈভট্টঃ বিদ্ধপৈয়সুতঃ। তথা চিক্খলীবিনির্গতভারদ্বাজগোত্রবহ্বৃচ সব্রহ্মচারিবাবণৈযঃ রিসিযণ্ণ সুতঃ। এতেষাং বড়নেরত্রিশতান্তর্গত

এলউরিগ্রামঃ সবৃক্ষমালাকুলঃ সধান্যহিরণ্যাদেযঃ সদণ্ডদোষদশাপরাধঃ সর্ব্বোত্পত্তিসহিতঃ পূর্ব্বপ্রসিদ্ধচতুস্সীমাপর্যন্ত আচন্দ্রার্ক্ক নমস্যো দত্তঃ। তস্য চাঘাটা। যস্য পূর্বতঃ দন্তীগ্রামঃ দক্ষিণতঃ নিম্বগ্রামঃ পশ্চিমত কোট্টউরীগ্রামঃ উত্তরতঃ পয়োষ্ণীনদী। এবং চতুরাঘাটবিশুদ্ধং এলউরীগ্রামং অষ্টবর্গস্য ব্রাহ্মণানাং কৃষতঃ কর্ষযতো ভুংজতো ভোজযতো ন কেনচিদ্ব্যাঘাতঃ কার্যঃ। যশ্চাজ্ঞানতিমিরপটলাবৃতমতিরাচ্ছিন্দ্যাদাচ্ছিদ্যমানং বানুমোদতে স পঞ্চভির্ম্মহাপাতকৈরুপপাতকৈশ্চ সংযুক্তং চেদং ব্যাসেন।।

বহুভির্ব্বসুধা ভুক্তা পাথিবৈসসগরাদিভিঃ।

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্।।৩০।।

রামবচনম্।।

সামান্যোযং ধর্ম্মোসেতুর্নৃপাণাং

কালে কালে পালনীযা ভবদ্ভিঃ।

সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্

ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।।৩১।।

হর্ত্তা হারযিতার্ভূমের্ম্মন্দবুদ্ধিস্তমোবৃতঃ।

স বদ্ধো বারুণৈঃ পাশৈঃ তির্যগ্যোনিষু জাযতে।।৩২।।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।

ষষ্ঠিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠাযাং জাযতে কৃমিঃ।।৩৩।।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।

উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিযতৌ স্বর্গগামিনৌ।।৩৪।। ইতি।।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – মহারাষ্ট্রের অকোলা জেলার অন্দুরা নামক স্থানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে। এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ হয়েছে তিনটি তাম্রপট্টে। এতে ৬৯টি লাইন রয়েছে। এখানে সীলমোহরে গরুড়ের চিহ্ন রয়েছে।

লিপি – নাগরী লিপি।

ভাষা – সংস্কৃত। এতে ২৯টি শ্লোক রয়েছে। অনুষ্টুভ্, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক, শালিনী, দ্রুতবিলম্বিত, আর্যা, বিয়োগিনী প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত শ্লোকগুলি। দানের অংশটি স্বভাবত গদ্যে রচিত।

কাল – ৮৫১ শকাব্দে পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বুধবারে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রেভূমিদান করা হয়েছে। কাজেই এই অভিলেখের সময়কাল মোটামুটি ৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়বস্তু – অভিলেখের প্রারম্ভে রাষ্ট্রকূটদের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রকূট রাজাদের গুণাবলী বর্ণনার পর দানের কথা বলা হয়েছে। রাজা চতুর্থ গোবিন্দ তুল্যপুরুষ এবং মহাদান উৎসবে একটি গ্রাম আটজন ব্রাহ্মণকে দান করেন, সেই বর্ণনা রয়েছে এই অভিলেখে। অভিলেখের প্রারম্ভে ‘সিদ্ধম্’ এই স্বস্তি প্রতীক দেওয়া হয়েছে।

অভিলেখের প্রারম্ভেই ব্রহ্মাকে প্রণাম জানানো হয়েছে। যিনি মধুর সামগীতি রচনার দ্বারা আনন্দ প্রদান করেছেন, যিনি জীবের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন করে মঙ্গলবিধান করেছেন সেই ব্রহ্মাকে প্রণাম জানানো হয়েছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হয়েছে আলোড়িত ক্ষীরসমুদ্রে মন্দরপর্বতের ব্যবর্তনের ফলে উদ্ভূত জলাদি থেকে উত্থিত গজরাজের গৈরিক রজঃপুঞ্জের দ্বারা যিনি নীল-পীতবর্ণাশ্রিত হয়েছেন, যার পুলক আনন্দ উৎপাদন করে সেই বিষ্ণুকে প্রণাম। এরপর মহেশ্বরের স্তুতি করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে শম্ভূর মস্তকের জটাস্থিত ফণীসমূহের মণির জ্যোতিতে বনানীর চারিদিক আলোকিত হয়, সেই জটা থেকে প্রবাহিত গঙ্গা চন্দ্রের জ্যোৎস্নার আলোয় সিক্তা, সেই কল্পলতাসদৃশ শম্ভূকে প্রণাম।

এরপর চদ্র থেকে উদ্ভূত যদু বংশের কথা বলা হয়েছে। সেই যদু বংশকে বিস্তারিত করেছেন যিনি, সেই রাজা দন্তিদুর্গর কথা বলা হয়েছে। রাজা দন্তিদুর্গ যিনি পরিণতপরিমণ্ডলবিশিষ্ট, যার শৌর্য বীরত্ব চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সেই চন্দ্রসদৃশ রাজা দন্তিদুর্গ যদুকুলকে আলোকায়িত করেছেন তাঁর নিষ্কলঙ্ক প্রতিভায়। রাজা দন্তিদুর্গের পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ উদয়ী সূর্যের মতো মেরুশৃঙ্গ আরোহণের ন্যায় শ্রীবীরসিংহাসন আরোহণ করেন। চালুক্য বংশের তিমিরকে তিনি গভীরতর করেন এবং তেজের দ্বারা সকল শত্রু বিনাশ করেন। তাঁর পুত্র গোবিন্দরাজ ছিলেন ভারতভূমির চন্দ্রসদৃশ।

গোবিন্দরাজের পুত্র ছিলেন ধ্রুব বা নিরুপম, যিনি তেজ ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুকুলকে সন্তপ্ত করেছেন এবং পৃথিবীকে পালন করেছেন। চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত যাঁর যশ বিস্তৃত হয়েছে তিনিই ধ্রুব। ধ্রুবের পুত্র ছিলেন জগত্তুঙ্গদেব। তাঁর শত্রুদের অবস্থা হয়েছিল গতযৌবনা নারীর স্তনের মতো। জগত্তুঙ্গদেব পুত্র ছিলেন অমোঘবর্ষ। যিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। ক্রোধের দ্বারা তিনি পূর্বের চালুক্যদের খণ্ডীকৃত করে যমকে খুশি করেছিলেন। চালুক্যদের বিঙ্গবলী থেকে নির্মূল করেছিলেন।

অমোঘবর্ষের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন অকালবর্ষদেব। তাঁর পরাক্রমে ভীত-ত্রস্ত হয়ে তাঁর শত্রুরা তরবারি ও ঢাল পরিত্যাগ করেন। অকালবর্ষদেব সহস্রার্জুন বংশের অলঙ্কার স্বরূপ রাজা কোক্কলের কন্যা মহাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন জগত্তুঙ্গদেব। কোক্কলপুত্র সমুদ্রস্বরূপ রণবিগ্রহের কন্যা লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। তেমনি গভীর রত্ননিধি থেকে জাত রত্নস্বরূপ রাজা জগত্তুঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন যিনি প্রতিপক্ষ শত্রুদের রক্ষণব্যবস্থাকে অক্ষম করে দিতে পারেন। এই জগত্তুঙ্গদেব ও লক্ষ্মীর নন্দনরূপে জন্মগ্রহণ করেন রাজমার্তণ্ড রাজা তৃতীয় ইন্দ্র। বলা হয়েছে সকল রাজার তন্দ্রাভাবের কারণ তিনি। তিনি যমুনা সিন্ধুকে অতিক্রম করে মহোদয়াদি (কনৌজ) নগর আক্রমণ করেন। তাঁকে নির্মূলও করেন এবং কালপ্রিয়ের[২৫] অঙ্গনে শিবির নির্মাণ করেন। সেই স্থান আজও সকলের কাছে 'কুশস্থল' নামে পরিচিত। হৈহয় রাজবংশের কোক্কলপুত্র গণশ্রেষ্ঠ অর্জুনের[২৬] পুত্র অতিবলশালী অম্মণদেবের কন্যা বিজাম্বার জন্ম হয়। রাজা তৃতীয় ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী বিজাম্বার সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেন গোবিন্দরাজ। তিনি কামদেবের ন্যায় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ছিলেন।

রাজা চতুর্থ গোবিন্দ বিষয়ে বলা হয়েছে – সামর্থ্যবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি অকলঙ্কিত, যিনি অগ্রজ ভ্রাতার প্রতি ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন হননি, তিনি কখনও নিন্দিত হননি। কখনও ভ্রাতৃজায়া-গমন করেননি, ন্যায়-সততার দ্বারা তিনি স্বাভাবিক মনুষ্য চরিত্রের কুৎসিত দিকগুলিকে বর্জন করেছেন। শৌচ ও অশৌচাদি কর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি কখনও নারকীয় মার্গ অবলম্বন করেননি। দানশীলতা, বদান্যতা এবং অতুলনীয় অনুপম বীরত্বে তিনি এই জগতে 'সাহসাঙ্ক' নামে পরিচিত হয়েছেন।

‘প্রভূতবর্ষ’ নামে প্রসিদ্ধ তিনি অখিল জগতকে কাঞ্চনময় করে তুলেছিলেন। এই জগতে স্বর্ণবর্ষণ করেছিলেন তিনি, তাই তিনি সূবর্ণবর্ষ বলে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রাজপ্রাসাদ গঙ্গা ও যমুনা কর্তৃক সেবিত হত। রাজা চতুর্থ গোবিন্দ নানা পদবীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ‘নিত্যকন্দর্প’, ‘চাণক্যচতুর্মুখ’, ‘বিক্রান্তনারাযণ’, ‘সুবর্ণবর্ষ’ উপাধিতে বিভূষিত হন। দানের অংশে বল হয়েছে – পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীনিত্যবর্ষদেবের পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ সুবর্ণবর্ষদেব রাজা চতুর্থ গোবিন্দের পত্নী ছিলেন চালুক্যবংশোদ্ভব তৈলপ্পের পুত্র ভীমরাজের বংশোদ্ভূতা। ভীমরাজের পুত্র গুণগক, গুণগকের রাজ্ঞী ছিলেন রেবকব্ব। গুণগক ও রেবকব্বের কন্যা ছিলেন ভাগিয়ব্ব। ভগবান বিষ্ণুর পত্নী যেমন লক্ষ্মী তেমনই গোবিন্দরাজের পত্নী হলেন ভাগিয়ব্ব।

রাজা চতুর্থ গোবিন্দ বারোজন মহামাত্যের সঙ্গে ৮৫১ শকাব্দে পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বুধবারে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে অনুত্তরতা ও হিরণ্যাদি সহিত রানী ভাগিয়ব্ব ধর্মাদি দানের জন্য আটজন ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করা হয়েছে। আটজন ব্রাহ্মণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে –প্রথমজন হলেন চন্দ্রপুরী থেকে আগত ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রহ্মচারী ঋগ্বেদাধ্যায়ী মধুবপয্য ভট্টের পুত্র সগ্বৈভট্ট। দ্বিতীয়জন হলেন নলগ্রাম থেকে আগত কৌশিক গোত্রীয় তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী তিক্কপয্য-র পুত্র বাবণ। তৃতীয় জন হলেন ধর্মসেলুকা থেকে আগত বৎসগোত্রীয় তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী মাধবৈয়ের পুত্র কেশব। চতুর্থ ব্রাহ্মণ হলেন সীসবেবি থেকে আগত কৌশিক গোত্রীয় ব্রহ্মচারী ঋগ্বেদীয় প্রভাকর ভট্ট, যিনি ছিলেন শ্রীবৎসভট্টের পুত্র। পঞ্চম জন হলেন নলগ্রাম থেকে আগত হরিৎ গোত্রীয় তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী রেবণৈভট্টের পুত্র শ্রীধরভট্ট। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেন পুরী থেকে আগত ভারদ্বাজ গোত্রীয় ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মচারী তিবকেভট্ট, যিনি ছিলেন বিড়পৈয়ের

পুত্র। সপ্তম ব্রাহ্মণ হলেন বাবী থেকে আগত গার্গ্য গোত্রীয় তৈত্তিরীয় ব্রহ্মচারী বিদ্ধপৈয়ের পুত্র জন্নেভট্ট। অষ্টম ব্রাহ্মণ হলেন চিক্‌খলী থেকে আগত ভারদ্বাজ গোত্রীয় ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মচারী রিসিয়ণ্ণের পুত্র বাবণৈয়।

রাজা চতুর্থ গোবিন্দ হিরণ্যগর্ভমহাদান, উভয়মুখীগোসহস্র[২৭], কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি দানের জন্য উত্তরায়ণ অনুষ্ঠানে আটজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। তিনি এলৌরি[২৮] নামক গ্রাম দান করেন। বড়নের-৩০০-এর অন্তর্গত ছিল এলৌরি গ্রাম। এই গ্রামের পূর্বদিকে ছিল দন্তীগ্রাম, দক্ষিণ দিকে ছিল নিম্বগ্রাম, পশ্চিম দিকে ছিল কোট্টউরী গ্রাম, উত্তরদিকে পয়োষ্ণী[২৯] নদী।

এইভাবে এলৌরি গ্রামটি বৃক্ষফলফুলাদিসহিত, ধান্য-হিরণ্যাদিসহিত, দণ্ডদশাপরাধসহিত, সকলপ্রকার উৎপত্তিসহিত দান করা হয়েছে।

৮। গাঁওরি থেকে প্রাপ্ত তাম্রশাসন

পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমন্নিত্যবর্ষদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বর শ্রীমত্সুবর্ণ্ণবর্ষদেবপৃথ্বীবল্লভশ্রীমদ্বল্লভনরেন্দ্রদেবঃ কুশলী সর্ব্বানেব যথাসংবধ্যমানকান্নাষ্ট্রপতিবিষযপতিগ্রামকূটযুক্তকনিযুক্তকাধিকারিকমহত্তরাদীন্সমাদিশত্যস্তু বঃ সংবিদিতং যথা শ্রীমান্যখেটরাজধানীস্থিরতরাবস্থানেন মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধযে পূর্বলুপ্তমানপি দেবভোগাগ্রহারান্প্রতিপালযতা প্রতিদিনং চ নিরবধিনমস্যগ্রামশাসনানি প্রযচ্ছতা মযা শকনৃপকালাতীতসংবত্সরশতেষ্টস্বেকা পংচাশদধিকেষ্বংকতোপি সম্বত্সরাণাং ৮৫১ প্রবর্ত্তমান বিকৃতসম্বত্সরান্তর্গতমাঘপৌর্ণ্ণমাস্যাং রবৌ আশ্লেষানক্ষত্রস্থানে শশিনি সোমগ্রহণমহাপর্ব্বণি পৃথিবীদানবিদ্যাদানাহারদানকল্পবৃক্ষদানভৈষজ্যদানানি দত্ত্বা তুলাপুরুষাদনুত্তরতা মযা প্রথমং করোদকাতিসর্গেণ সহস্রপ্রমাণমহাজনায সত্রার্থং .. মান্যখেটকর্ণ্ণাটকপ্রমুখব্রাহ্মণানাং ষষ্ঠ্যধিকশতত্রয়ং বাজিকণ্বপ্রমুখব্রাহ্মণানাং শতত্রযং করহাটকপ্রমুখ ব্রাহ্মণানাং দ্বিসপ্ততিঃ সহস্রসামান্যব্রাহ্মণানামষ্টাবিংশতিরেবং সহস্রব্রাহ্মণেভ্যঃ শ্রীমান্যখেটপশ্চিমঘাটব্যবস্থিতপযলীপত্তনং সবৃক্ষমালাকুলং সধান্যহিরণ্যাদেযং সদণ্ডদোষন্দশাপরাধং সমস্তোত্পত্তি শুল্কোত্পত্তিসহিতং পূর্ব্বপ্রসিদ্ধচতুসীমাপর্যন্তমাচন্দ্রার্ক্কক্ষত্রপ্রতিপালনীযংপূর্ব্বপ্রসিদ্ধচতুসীমাপর্যন্তমাচন্দ্রার্ক্কক্ষত্রপ্রতিপালনীযং চাস্য পূর্ব্বদিবসংসাদি প্রাগ্দক্ষিণ্যেন করিগ্রামঃ মণ্ডবকনন্দসুরনন্দল গ্রামশ. . . . . .নাসপুরযমলগ্রামবেল্লবশধম্মণগ্রামসেল্লবিকপিত্থখেডগ্রামাঃ এবং সর্ব্বাঘটবিশুদ্ধপয়লীপত্তনং সহস্রমহাজনস্য কৃষতঃ কর্ষযতো ভুংজতো ভোজযতো বা ন কৈশ্চিদ্ব্যাঘাতে ভূত্বান্যথা কর্ত্তব্যা। ব্রহ্মগ্রামঃ পুণ্যবিধ্যত্র্থকানি চ ভবন্তি।। রামবচনং –

সামান্যোযং ধর্ম্মোসেতুর্নৃপাণাং

কালে কালে পালনীযা ভবদ্ভিঃ।

সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্

ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।।১।।

ব্যবস্থা চাত্র।। শ্রীমত্সুবর্ণ্ণবর্ষদেবস্যাক্ষযপুণ্যমস্ত্বভিপ্রীত্যর্থং সিদ্ধিরস্ত্বিত্যেতেন শ্রেযোর্থব্রহ্মশালাপ্রসাদাং শকবিস্তীর্ণ্ণবাসাং স্বর্দ্ধতো পরিবর্ণ্ণিতবিশেষ. . . . . সহস্রব্রাহ্মণভোজনং প্রতিদিনং প্রবর্ত্তনীযমিতি।। ধর্ম্মাভিবৃদ্ধয়ে তেন যত্র. . . . .মযা. . . . কীযস্য. . . . স নিন চ

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – এই ভগ্ন খণ্ডিত অভিলেখটি পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের পূর্বতন নারোয়াল-এর গাঁওরি নামক স্থানে। এই ভগ্ন অভিলেখটি তিনটি তাম্রপট্ট বিশিষ্ট শাসনের প্রথম পট্টের বহিঃস্থ অংশে পাওয়া গেছে। এখানে একটি ভূমিদানের কথা আছে যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছে পরমার রাজা বাক্পতি মুঞ্জের দ্বারা। তবে এখানে পূর্ববর্তী রাজা চতুর্থ গোবিন্দের কথা আছে। পরমার লিপিকর রাজা বাকপতি মুঞ্জের দানের বর্ণনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী রাজা চতুর্থ গোবিন্দের দানের কথা তাম্রপট্ট থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হন, কেননা কিছুটা লেখা তাও রয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত যা কিছু তথ্যই রয়ে গেছে তাই প্রয়োজনীয়।

লিপি – নাগরী লিপি।

ভাষা – সংস্কৃত। অসম্পূর্ণ এই অভিলেখে ২২টি লাইন রয়েছে। একটি শ্লোক আছে, শালিনী ছন্দে গ্রথিত। সম্ভবত এই অভিলেখের বংশপঞ্জী এবং অভিসম্পাতমূলক অন্তিম অংশটি লুপ্তপ্রায়।

কাল – শককালাতীত ৮৫১ সংবৎসরে মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে অশ্লেষা নক্ষত্রে রবিবারে এই দান করা হয়েছে। ঐদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। এইসকল তথ্যাদি থেকে মনে করা হয় যে দিনটি ছিল সম্ভবত ৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী।

বিষয়বস্তু – এই অভিলেখের শুরুতেই বলা হয়েছে – পরমেশ্বর শ্রীমান্ নিত্যবর্ষদেবের পাদানুধ্যাত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ সুবর্ণবর্ষদেব তাঁর সকল রাষ্ট্রপতি- বিষয়পতি-গ্রামকূট-মহত্তর-আযুক্তক-আধিকারিকদের জানিয়ে গ্রামটি দান করেছেন। রাজা সুবর্ণবর্ষদেব তথা চতুর্থ গোবিন্দ রাজধানী মান্যখেটে অবস্থানকালে মাতা পিতা ও নিজের পুণ্য যশ বৃদ্ধির জন্য পূর্ববর্তী রাজাদের দ্বারা অধিকৃত দেবভোগ ও অগ্রহাররূপ গ্রামগুলিকে পুনরায় অধিকার করে অনায়াসে শত গ্রামে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি সত্র নির্মাণার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র ব্রাহ্মণকে অনুত্তরতাসহিত ভূমিদান-বিদ্যাদান-আহারদান-ভৈষজ্যদান করেন।

সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনশ' ষাটজন কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ, এঁরা মান্যখেটের অধিবাসী। তিনশ'জন ছিলেন কাণ্ব শাখার ব্রাহ্মণ। করহাটক ব্রাহ্মণ ছিলেন ২৪০জন। চতুশ্চারণ ব্রাহ্মণ ছিলেন ৭২জন। সহস্রসামান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন ২৮ জন। মান্যখেটের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত পয়লীপত্তন নামক গ্রামটি দান করা হয়েছে সত্র নির্মাণার্থে। পয়লীপত্তনের চারিদিকে করিগ্রাম, মণ্ডবক, নন্দসুর, নন্দলগ্রাম, নাসপুর, যমলগ্রাম, বেল্লবশগ্রাম, ধম্মণগ্রাম, সেল্লবিকগ্রাম, পিথখেড়গ্রাম প্রভৃতি গ্রামগুলি

ছিল। শ্রীমান্ সুবর্ণবর্ষদেবের অক্ষয়পুণ্যলাভের জন্য এই গ্রাম দান করা হয়েছে। আর এই সত্রে প্রতিদিন সহস্রব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এখানে প্রশস্তিকারের নাম পাওয়া যায় না।

৯। চতুর্থ গোবিন্দের ৮৫২ শকাব্দীয় ক্যাম্বে শাসন

ওঁ।। স বোচ্যাদ্বেধসা ধাম যন্নাভিকমলং কৃতম্।

হরশ্চ যস্য কান্তেন্দুকলযা কমলংকৃতম্।।১।।

জযন্তি ব্রহ্মণঃ সর্জ্জনিষ্পত্তিমুদিতাত্মনঃ।

সরস্বতীকৃতানন্দা মধুরাঃ সামগীতযঃ।.২।।

সান্দ্রৈঃ শ্রীস্তনভারভূরিমকরীকাশ্মীরসম্মিশ্রিতৈঃ

প্রোন্মজ্জদ্গজরাজগৈরিকরজঃপুংজদ্রবৈঃ পিংজরাঃ।

ক্ষীরাব্ধেঃ ক্ষুভিতস্য মন্দরগিরিব্যাবর্তনাদুদ্গতাঃ

কল্লোলা জনযন্তি যস্য পুলকং পাযাত্সবঃ কেশবঃ।।৩।।

শম্ভোর্যানি শিরস্থিতস্য ফণিনাং পত্যুঃ ফণানাং দশ

দ্যোতন্তে পরিতঃ শতানি সমণিজ্যোতীংষি জূটাটবীম্।

এনস্তান্যুপরিস্রবত্সুরসরিত্সিক্তেন্দুকন্দোল্লস

জ্যোত্স্নাকল্পলতালবালবলযশ্ররেভাংজি ভুংজংতু বঃ।।৪।।

তারাচক্রাঙ্গষণ্ডাবৃতগগনসরঃপদ্মিনীরাজহংসাৎ

ত্রৈলোক্যৈকাধিপত্যস্থিতমদনমহারাজশুভ্রাতপত্ত্রাত্।

লাবণ্যক্ষীরসিন্ধোর্দ্যুতিরজতগিরের্দ্দিগ্ধধূদংতপত্রা

দ্বংশ সোমাদযং যস্ত্রিভুবনকমলাবাসসৌধাদুপেতঃ।।৫।।

তস্মাচ্ছ্রিযঃ কুলগৃহং ভবনং মহিম্নঃ

ক্রীড়াস্পদং স্থিতিমহর্দ্ধিগভীরতানাম্।

আপন্নসত্ত্বপরিপালনলব্ধকীর্তির্ব্বংশোবভূব ভুবি সিন্ধুনিভো যদূনাম্।।৬।।

পরিণতপরিমণ্ডলনঃ কলাবান্প্রবিততবহলযশোংশুপূরীতাশঃ।

শশধর ইব দন্তিদুর্জ্জরাজো যদুকুলবিমলবিযত্যথোদিযায।।৭।।

তস্যাদ্যং নৃপতেঃ পিতৃব্যঃ উদযী শ্রীবীরসিংহাসনং

মেরোঃ শ্রীঙ্গমিবাধিরুহ্য রবিবশ্চ্ছ্রীকৃষ্ণরাজস্ততঃ।

ধ্বস্তোদ্রিক্তচলুক্যবংশতিমিরঃ পৃথ্বীভৃতাং মস্তকে

ন্যস্তাংঘ্রিঃ সকলং জগত্প্রবিততৈস্তেজোভিরাক্রান্তবান।।৮।।

তস্মাদ্গোবিন্দরাজোভূদিন্দুবিম্বশিলাতলে।

যস্যারিপ্লোষধূম্রোঙ্কঃ প্রশস্তিরিব লক্ষ্যতে।।৯।।

তস্যাভবদ্ভূবনপালনধীরবুদ্ধি

রুদ্ভূতশক্রুকুলসন্ততিরিদ্ধতেজাঃ।

রাজানুজো নিরুপমাপরনামধেযো

যন্মুদ্রয়াংবুধিরপি প্রথিতঃ সমুদ্রঃ।।১০।।

তদনু জগত্তুঙ্গোজনিপরিহৃতনিজমংডলভোগাঃ।

গতযৌবনবনিতাজনকুচসদৃশা যস্য বৈরিনৃপাঃ।।১১।।

তস্মাচ্চামোঘবর্ষোভবদতুলবলো যেন কোপাদপূর্ব্বে

শ্চালুক্যাভ্যূষখাদ্যৈর্জ্জনিতরতিযমঃ প্রীণিতো বিংগবল্ল্যাম্।

বৈরিঞ্চাণ্ডোদরান্তর্ব্বহিরুপরিতলে যত্র লব্ধাবকাশং

তোযব্যাজাদ্বিশুদ্ধং যশ ইব নিহিতং তজ্জগত্তুংগসিন্ধৌ।।১২।।

তস্মাদকালবর্ষো নৃপতিরভূদ্যত্পরাক্রমত্রস্তৈঃ।

সদ্যঃ সমণ্ডলাগ্রং খেটকমহিতৈঃ পরিত্যক্তম্।।১৩।।

সহস্রার্জ্জুনবংশস্য ভূষণং কোক্কলাত্মজা।

তস্যাভবম্মহাদেবী জগত্তুংগস্ততোজনি।।১৪।।

গম্ভীরাদ্রত্ননিধের্ভূভৃত্প্রতিপক্ষরক্ষণক্ষমতঃ।

কোক্কলসুতরণবিগ্রহজলধের্ল্লক্ষ্মীঃ সমুত্পন্না।।১৫।।

সা জাযাজাযতাজাতশত্রোস্তস্য মহীভুজঃ।

ভীমসেনার্জুনোপাত্তযশোভূষণশালিনঃ।।১৬।।

তত্র জগত্তুংগোদযধরণীধরতঃ প্রতাপকলিতাত্মা।

লক্ষ্ম্যা নন্দন উদিতোজনি বিজযী রাজমার্ত্তণ্ডঃ।।১৭।।

স্থিতিচলিতসকলভূভৃত্পক্ষচ্ছেদাভিমুক্তভ'বজ্রঃ।

অনিমিষদর্শনযোগ্যো যঃ সত্যমিহেন্দ্ররাজ ইতি।।১৮।।

যন্মাদ্যদিদ্বপদন্তঘাতবিষমং কালপ্রিযপ্রাঙ্গণং

তীর্ণা যত্তুরগৈরগাধযমুনা সিংধুপ্রতিস্পর্দ্ধিনী।

যেনেদং হি মহোদযাদিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং

নাম্নাদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীযতে।।১৯।।

যস্তস্মিন্ দশকণ্ঠদর্প্পদপ্পনে শ্রীহৈহযানাং কুলে

কোক্কল্লঃ প্রতিপাদিতোস্য চ গুণজ্যেষ্ঠোর্জুনোত্সুতঃ।

তত্পুত্রোস্মণদেব ইত্যতিবলস্তস্মাদ্বিজাম্বাভবত্

পদ্মেবাম্বুনিধেরুমেব হিমবত্রাম্রঃ ক্ষমাভৃত্প্রভোঃ।।২০।।

শ্রীন্দ্রনরেন্দ্রাত্তস্যাং সূনুরভূদ্ভূপতির্ব্বিজাম্বাযাম্।

গোবিন্দরাজনামা কামাধিকরূপসৌন্দর্যঃ।।২১।।

সামর্থ্যে সতি নিন্দিতা প্রবিহিতা নৈবাগ্রজে ক্রূরতা

বন্ধুস্ত্রীগমনাদিভিঃ কুচরিতৈরাবর্জ্জিতং নাযশঃ।

শৌচাশৌচপরাঙ্মুখং ন চ ভিযা পৈশাচ্যমংগীকৃতং

ত্যাগেনাসমসাহসৈশ্চ ভুবনে যস্সাহসাংকোভবত্।।২২।।

বর্ষন্সুবর্ণ্ণবর্ষঃ প্রভূতবর্ষোপি কনকধারাভিঃ।

জগদখিলমেককাঞ্চনযমকরোদিতি জনৈরুক্তঃ।।২৩।।

কঃ কেনার্থী কো দরিদ্রঃ পৃথিব্যা

মিথং পৃষ্ঠে দ্বারি লিপ্সোরভাবাত্।

হেলাসিদ্ধৈর্দ্বীপনাথৈঃ প্রণীতো

প্যুচ্চৈঃ কোশঃ প্রীতযে যস্য নাভূত্।।২৪।।

যদধিদিগ্বিজযাবসরে সতি

প্রসভসংভ্রমভাবনয়েব ভূঃ

সপদি নৃত্যতি পালিমহাধ্বজো

চ্ছ্রিতকরান্যকুনাথবিবর্জ্জিতা।।২৫।।

সহতে ন হি মণ্ডলাধিপং পরমেষোভ্যুদযী সমুদ্ধতম্।

ইতি জাতভিযাবিবাগ্রতো রবিচন্দ্রাবপি যস্য ধাবতঃ।।২৬।।

অবনতপরমণ্ডলেশ্বরং সহবিজযশ্র্যভিবেশ্ম শোভিতম্।

সমহিমকরতোরণং চিরং নিজতেজস্তুতি যস্য রাজতে।।২৭।।

সহতে সমবাহিনীমযং ন পরেষাং সবিশেষশালিনীম্।

যদনিন্দিতরাজমন্দিরং ননু গঙ্গা যমুনা চ সেবতে।।২৮।।

যস্মিন্ রাজনি সৌরাজ্যং নির্জ্জিতারি বিতন্বতি।

বিমানস্থিতিরিত্যাসীন্ন ভোগেষু কদাচন।।২৯।।

যস্যোদ্দামপ্রতাপানলবহলশিখাকজ্জলং নীলমেঘাঃ

বিস্ফূর্জ্জত্খড্গধারাস্ফুরণবিসরণান্যেব বিদ্যেদ্বিলাসাঃ।

দুর্ব্বারারীভকুম্ভস্থলদলনগলন্মৌক্তিকান্যেব তারা

শ্চন্দ্রক্ষীরাব্ধিশেষা ভৃতভুবনযশোরাশিনিষ্যন্দিতানি।.৩০।।

যস্মিন্কণ্টকশোধনোত্সুকমনস্যম্ভোজনালৈর্ব্বহিয়যে

বোন্মগ্নং ন পয়স্তু কোশবসতির্ল্লক্ষ্মীঃ কৃতোপাযনম্।

কেতক্যা পবনোল্লসন্নিজরজঃপুংজাংধকারোদরে

ভূগর্ভে পনসেন বেত্রলতযা দ্বার্যাত্মশুদ্ধ্যৈ স্থিতম্।।২৯।।

যত্র সমুপহসিতহরনযনদহনবিহিতাইত্যকন্দর্প্পরূপসৌন্দর্যদর্প্পঃ শ্রীনিত্যকন্দর্প্পঃ। প্রভুমন্ত্রশক্যযুপবৃংহিতোৎসাহশক্তিসমাক্ষিপ্তশতমখসুখশ্চাণক্যচতুর্ম্মুখঃ। প্রথিতৈকবিক্রমাক্রান্ত বসুন্ধরাহিতকরণপরাযণঃ শ্রীবিক্রান্তনারাযণঃ। স্বকরকলিত হেতিহলদলিতবিপক্ষবক্ষস্থলক্ষেত্রঃ শ্রীনৃপতিত্রিনেত্রঃ সমভবত্।। স চ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমন্নিত্যবর্ষদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বর শ্রীমত্সুবর্ণ্ণবর্ষদেবপৃথ্বীবল্লভশ্রীমদ্বল্লভনরেন্দ্রদেবঃ কুশলী। সর্ব্বানেব যথাসংবধ্যমানকান্নাষ্ট্রপতিবিষযপতিগ্রামকূটযুক্তকনিযুক্তকাধিকারিকমহত্তরাদীন্সমাদিশত্যস্তু বঃ সংবিদিতং যথা শ্রীমান্যখেটরাজধানীস্থিরতরাবস্থানেন মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধযে পূর্বলুপ্তমানপি দেবভোগাগ্রহারান্প্রতিপালযতা প্ততিদিনং চ নিরবধিনমস্যগ্রামশাসনানি প্রযচ্ছতা মযা শকনৃপকালাতীতসংবত্সরশতেষ্বষ্টসু দ্বাপঞ্চাশদধিকেষ্বঙ্কতোপি শকসংবত্ ৮৫২ প্রবর্ত্তমানখরসংবত্সরান্তর্জ্জতজ্যেষ্ঠশুদ্ধপঞ্চম্যাং সোমদিনে হস্তসমীপস্থে চন্দ্রমসি গোদাবরীতটসমীপস্থে কোপিত্থকগ্রামে পট্টবন্ধমহোত্সবে তুলাপুরুষমারুহ্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ ষট্ছতান্যগ্রহারাণাং সুবর্ণ্ণলক্ষত্যসমেতানি বলিচরুবৈশ্বদেবাতিথিতর্প্পনার্থং দত্ত্বা। দেবভোগার্থং চ দেবকুলেভ্যঃ খণ্ডস্ফুটিতাদিনিমিত্তং গন্ধধূপপুষ্পদীপনৈবেদ্যাদ্যুপচারার্থং তপোধনস্য সত্রোত্তরাসঙ্গদানাদ্যর্থঞ্চ গ্রামাণামষ্টশতানি সুবর্ণ্ণলক্ষচতুষ্টয়ং দ্রম্মলক্ষদ্বাত্রিংশতং চ দত্ত্বা। তদনন্তরং চ তুলাপুরুষাদনুত্তরতৈব। মযা প্রথমকরোকোত্সর্গেণ লাটদেশখেটকমণ্ডলান্তর্গতকাবিকামহাস্থানবিনির্গতায়ৈহৈব মান্যখেটে বাস্তব্যায় শ্রীমদ্বল্লভনরেন্দ্রদেবপাদপদ্মোপজীবিনে মাঠরস্য গোত্রবাজিকাণ্বসব্রহ্মচারিণে মহাদেবয্যসুতায নাগমার্য্যায লাটদেশান্তর্ব্বর্ত্তিখেটকমণ্ডলান্তর্গতঃ কেবঞ্জনামা গ্রামঃ কাবিকামহাস্থাননিকটবর্তী। সবৃক্ষমালাকুলশ্চতুঃসীমাপর্যন্তঃ সকর্মান্তঃ সোদ্রঙ্গো

ধান্যাযহিরণ্যযাযদণ্ডদোষদশাপরাধাদিসমস্তোত্পত্তিসহিতো দত্তঃ। বলিচরুবৈশ্বদেবাতিথিতর্প্পণার্থঞ্চাম্যনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মোপযোগনিমিত্তং দর্শপূর্ণ্ণমাস - চাতুর্মাস্যাষ্টকাগ্রয়ণপক্ষাদিশ্রাদ্ধকর্ম্মেষ্টিক্রিয়াপ্রবৃত্তযে চরুপুরোডাশস্থালীপাকশ্রপণাদিকর্ম্মনিমিত্তং হোমনিযমস্বাধ্যাযাধ্যযনোপাসনদানদক্ষিণার্থং রাজসূয়- বাজসনেযাগ্নিষ্টোমাদিসপ্তসোমসংস্থাক্রতূপকরণ্রথং মৈত্রাবরুণাধ্বর্যুহোতৃ- ব্রাহ্মণাচ্ছংগ্রাবস্তদগ্নীত্প্রভৃতীনামৃ ত্বিজাং বস্ত্রালঙ্কারসত্কারদানদক্ষিণাদিনিমিত্তং সত্রপ্রপাপ্রতিশ্রযবৃষোত্সর্গবাপী কূপতডাগারামদেবালয়াদিকরণোপকরণার্থঞ্চ।। যস্য চ গ্রামস্যাঘাটাঃ। পূর্ব্বতঃ কাবিকামহাস্থানসীমান্তো দক্ষিণতঃ সামগং নাম গ্রামঃ পশ্চিমতঃ সীহুকগ্রামঃ। উত্তরতোপ্যস্যৈব কাবিকামহাস্থানস্য স্থানস্য সম্বন্ধী তলসীমান্তঃ।। এবমমুং চতুরাঘাটবিশুদ্ধং কেবঞ্জনামানং গ্রামং নাগযার্য্যস্য কৃষতঃ কর্ষযতো বা ভোজযতো বা ন কেনচিদ্ব্যাঘাতঃ কর্ত্তব্যঃ।।

সামান্যোযং ধর্ম্মোসেতুর্নৃপাণাং

কালে কালে পালনীযা ভবদ্ভিঃ।

সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্

ভূযো ভূযো যাচতে রামভদ্রঃ।।৩২।।

আগামিভূমিপতিভিঃ পরিরক্ষ্য এষ

ধর্ম্মং প্রতি প্রতিনিবিষ্টতমৈস্তথান্যৈঃ।

লক্ষ্ম্যাস্তডিঙ্গুত্তুলিতবুদ্বুদচঞ্চলাযা

দানং ফলং পরযশঃপ্রতিপালনং চ।।৩৩।।

বহুভির্ব্বসুধা ভুক্তা পাথিবৈসসগরাদিভিঃ।

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্।।৩৪।।

তথা চোক্তং বেদব্যাসেন।।

ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।

আচ্ছেস্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ নরাধ।।৩৫।।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ নরাধিপ।

মহীম্মহীভৃতাং শ্রেষ্ঠ দানাচ্ছ্রেযোনুপালনম্।।৩৬।।

গঙ্গাধরার্য্যতনযেন কৃতধিযা নাগবর্ম্মণা লিখিতম্।

শাসনমিদং প্রশস্তং শ্রীমদ্গোবিন্দরাজস্য।।৩৭।।

মঙ্গলং মহাশ্রীঃ।।

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান – এই অভিলেখটি গুজরাটের কৈরা জেলার ক্যাম্বে নামক স্থানে পাওয়া গেছে। এই অভিলেখের বেশীরভাগ লেখাই অন্দুরা তাম্রশাসনের অনুরূপ, কেবল দানের অংশটি আলাদা।

লিপি – নাগরী লিপি।

ভাষা – সংস্কৃত। এই অভিলেখে রাষ্ট্রকূট রাজাদের উৎপত্তি ও রাজাদের প্রশংসামূলক শ্লোকগুলি অনুষ্টুভ্, স্রগ্ধরা, দ্রুতবিলম্বিত, বিয়োগিনী ছন্দে গ্রথিত। দানের অংশটি স্বভাবতঃ গদ্যে রচিত।

কাল – ৮৫২ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে শুদ্ধদশমীতে সোমবারে পূর্ণিমা তিথিতে এখানে ভূমিদান করা হয়েছে। ৮৫২ শকাব্দ=৯৩০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়বস্তু – এই অভিলেখে মঙ্গলাচরণ শ্লোক থেকে রাজা চতুর্থ গোবিন্দের প্রশংসা পর্যন্ত সব শ্লোকই অন্দূরা তাম্রশাসনের অনুরূপ। দানের অংশে এখানে বলা হয়েছে –

রাজা চতুর্থ গোবিন্দ হলেন নিত্যকন্দর্প। কেননা তিনি তাঁর রূপের দ্বারা হরনয়নের বহ্নিতে দগ্ধ কামদেবকেও উপহাস করতেন। তিনি আবার বিক্রান্তনারায়ণ আখ্যায় আখ্যায়িত। কেননা তিনি পরাক্রমের দ্বারা বসুন্ধরাকে শত্রুমুক্ত করেছেন। বুদ্ধি, সাহস সবদিক থেকেই সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি চাণক্য চতুর্মুখ নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি-বিষয়পতি-গ্রামকূট-মহত্তর-যুক্তক-আধিকারিক সকলকে জানিয়ে মাতা-পিতা ও নিজের পুণ্য যশ বৃদ্ধির জন্য পূর্বলুপ্ত দেবভোগ ও অগ্রহারসহিত ভূমিদান করেন। রাজা সুবর্ণবর্ষদেব রাজধানী মান্যখেট থেকে যখন গোদাবরী তীরে অবস্থিত কপিত্থক গ্রামে আসেন পট্টবন্ধ উৎসবের জন্য তখন তিনি এই দানাদি করেছিলেন।

তিনি ব্রাহ্মণদের ৬০০ অগ্রহার এবং তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন বলি-চরু-সত্র-অতিথিতর্পণাদির জন্য। আর মন্দিরের জন্য ৮০০ গ্রাম, চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বত্রিশ লক্ষ দ্রম্মসহিত দান করলেন দেবভোগার্থে, গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্য-উপাচারের জন্য, তপস্বীদের সত্রের জন্য, সঙ্ঘ ও অন্যান্য দানাদির জন্য। তিনি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মাদি সম্পাদনের জন্য, দর্শপূর্ণমাস-চাতুর্মাস্য যাগাদির জন্য, হোম-নিয়ম-স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন-উপাসনা-দান-দাক্ষিণ্যাদির জন্য, রাজসূয়-

বাজসনেয়-অগ্নিষ্টোম-সপ্তসোম-সংস্থা সম্পন্ন করার জন্য- মৈত্রাবরুণ-অধ্বর্যু-হোতৃ-ব্রাহ্মণচ্ছংসি-গ্রাবস্তুৎ– এঁদের বস্ত্র অলঙ্কার দান দাক্ষিণ্যের জন্য, কূপ তড়াগের নির্মাণের জন্য তিনি এই ভূমিদান করেন। এছাড়াও এই ভূমিদানের উদ্দেশ্য ছিল প্রপা-সত্র-প্রতিশ্রয়-বৃষোৎসর্গ-কূপ- তড়াগ-মন্দিরাদি অতাবশ্যক উপকরণ প্রতিবিধান করা। রাজা এই দানগুলিতে অনুত্তরতা ও তুল্যপুরুষতা প্রদান করেন। রাজা সুবর্ণবর্ষদেবের পাদসেবী মাঠর গোত্রান্তর্গত বাজি-কাণ্ব শাখার ব্রহ্মচারী মহাদেবয্য-এর পুত্র নাগমার্য্যকে লাটপ্রদেশের অন্তর্গত খেটক[৩০] মণ্ডলের কেবঞ্জ[৩১] গ্রামটি দান করেন, যেটি কাবিকা মহাস্থানের[৩২] অন্তর্গত। এই গ্রামের পূর্বদিকে কাবিকামহাস্থানের সীমান্ত, দক্ষিণে সামগং গ্রাম, পশ্চিমে সীহুক গ্রাম, উত্তরে কাবিকা মহাস্থানের অন্তর্গত তলসীমান্ত অবস্থিত।

এই অভিলেখটি লিখেছেন গঙ্গাধরাচার্য্যের পুত্র নাগবর্মন্। নাগবর্মন্ গোবিন্দরাজের এই প্রশস্তির রচয়িতা। এই অভিলেখের শেষেও ভূমিদাতার প্রশংসা ও ভূমি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে।

অন্ত্যটীকাঃ

১। স্তম্বনগরী – স্তম্বনগরীকে বর্তমান তাম্রলিপ্ত হিসেবে সনাক্ত করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের তমলুকের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তই তৎকালীন স্তম্বনগরী।

২। মান্যখেট - বর্তমান মহারাষ্ট্রের গুলবার্গ জেলার মালখেড়-ই হল তৎকালীন মান্যখেট।

৩। কুরুন্দক – কুরুন্দক হল বর্তমান মহারাষ্ট্রের কুরুন্দাড়।

৪। কম্মনিজ্জ – কম্মনিজ্জ হল বর্তমান কামরেজ, যেটি গুজরাটের অন্তর্গত।

৫। উম্বরা – উম্বরা হল বর্তমান বাগুমরা, যেখানে এই অভিলেখটি পাওয়া গেছে।

৬। পাটলিপুত্র – পাটলিপুত্র হল বর্তমান পাটনা।

৭। তেন্ন – তেন্ন হল বর্তমান তেন, গুজরাটের অন্তর্গত।

৮। বারডপল্লিকা – বারডপল্লিকা হল বর্তমান বারডোলি, গুজরাটের অন্তর্গত।

৯। নাম্ভীতটাক- নাম্ভীতটাক হল গুজরাটের অন্তর্গত বর্তমান নদিদ।

১০। বব্বিয়ণ- বব্বিয়ণ হল গুজরাটের ববেন।

১১। বল্লীশা – বল্লীশা হল গুজরাটের ববেন।

১২। শঙ্করগণ – শঙ্করগণ হলেন কোক্কলের পুত্র। বাগুমরা অভিলেখে উল্লিখিত রণবিগ্রহই তিনি এমন মনে করা হয়।

১৩। কুরুন্দক - কুরুন্দক হল বর্তমান কুরুন্দা গ্রাম, যেটি মহারাষ্ট্রের পর্ভানি জেলার অন্তর্গত।

১৪। মালদহ – মালদহ হল বর্তমান মলধা, যেটি মহারাষ্ট্রের মালেগাওর কাছে অবস্থিত।

১৫। সীহপুরি – সীহপুরি হল পারলার কাছে অবস্থিত সিউর নামক স্থান।

১৬। পারিয়াল – পারিয়াল হল পারলার কাছে অবস্থিত সিউর নামক স্থান।

১৭। বড়নের – বড়নের হল বর্তমান মহারাষ্ট্রের মালেগাও-র কাছে অবস্থিত বাড়নের।

১৮। রুদ্দাণ – রুদ্দাণ হল বাড়নের কাছে অবস্থিত বর্তমান উতরান, মহারাষ্ট্রের জলেগাঁও জেলার কাছে অবস্থিত।

১৯। ধন্নউর – ধন্নউর হল বর্তমান গির্ণা নদীর কাছে অবস্থিত ধন্নর।

২০। গিরিপর্ণী – গিরিপর্ণী হল বর্তমানে গির্ণা নদী।

২১। তুঙ্গোণী – তুঙ্গোণী হল বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার অন্তর্গত তুঙ্গণ।

২২। মোসিনী – বর্তমানে মোসাম নদী।

২৩। চন্দুহাণ – চন্দুহাণ হল বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার অন্তর্গত চউন্ধানে।

২৪। দিবারগ্রাম – দিবারগ্রাম হল বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার অন্তর্গত দেবরগাও।

২৫। কালপ্রিয় – কালপ্রিয় হলেন সূর্য দেবতা, যার মন্দিরস্থাপন করা হয়েছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

২৬। অর্জুন – অর্জুন ছিলেন রণবিগ্রহের ভ্রাতা এবং কোক্কলের পুত্র। যদিও জগত্তুঙ্গদেবের পত্নী লক্ষ্মী ছিলেন রণবিগ্রহের কন্যা, তাই অর্জুন ছিলেন জগত্তুঙ্গদেবের কাকাশ্বশুর।

২৭। উভয়মুখী গোসহস্র – এটি হল একপ্রকার গোদান, এমন গাভী দান যে কিনা গোবৎস দিতে চলেছে।

২৮। এলৌরি – এটি বর্তমানে মহারাষ্ট্রের বুল্‌দন জেলার পূর্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত য়েরলি নামক স্থান।

২৯। পয়োষ্ণী – পয়োষ্ণী হল বর্তমানে পূর্ণা নদী।

৩০। খেটক – খেটক হল বর্তমানে কৈরা।

৩১। কেবঞ্জ – কেবঞ্জ হল বর্তমানে কিমোজ বা কিমাজ নামে পরিচিত স্থান।

৩২। কাবিকা – কাবিকা বর্তমানে কবি নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখের আলোকে তৎকালীন রাষ্ট্রসংগঠনের পর্যালোচনা

- **রাষ্ট্রকূট বংশের উদ্ভব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ**

অভিলেখগুলিতে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে দন্তিদুর্গের উল্লেখ করা হয়েছে। বাগুমরা, বাজিরখেড়, অন্দুরা অভিলেখে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে যে দন্তিদুর্গের কথা পাই তার পূর্বেও এই রাজবংশের অন্য এক রাজা দন্তিদুর্গের কথা পাই ইলোরা গুহার দশাবতার মন্দিরের অভিলেখে। বাগুমরা অভিলেখাদিতে প্রাপ্ত এই দন্তিদুর্গ হলেন দ্বিতীয় দন্তিদুর্গ। দ্বিতীয় দন্তিদুর্গের পূর্বে রাষ্ট্রকূট রাজাদের বংশানুক্রম হল এই প্রকার – দন্তিদুর্গ-১ – ইন্দ্ররাজ-১ – গোবিন্দরাজ-১ – কর্করাজ-১ – ইন্দ্ররাজ-২। দশাবতার অভিলেখে প্রথম ইন্দ্ররাজের কথা পাই। প্রথম গোবিন্দরাজের বর্ণনা আমরা পাই দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে –

লব্ধ্বা কালং ভুবমুপগতে জেতুমাপ্পাযিকাখ্যে গোবিন্দে চ দ্বিরদনিকরৈরুত্তরাং ভৈমরথ্যাঃ।

যস্যানীকৈর্যুধি ভযরসজ্ঞত্বমেকঃ প্রযাতস্তত্রাবাপ্তং ফলমুপকৃতস্যাপরেণাপি সদ্যঃ।।

কীর্তিবর্মা যখন মারা যান তখন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী হিলেন নাবালক। তখন তাঁর ভ্রাতা মঙ্গলেশ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গোবিন্দরাজ পুলকেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন, যদিও গোবিন্দরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। প্রথম গোবিন্দ সোলাঙ্কিদের দুর্বলতার সুযোগে তাঁর পূর্বপুরুষদের হৃত সাম্রাজ্যকে পুনরায় উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি বলে অবশেষে সন্ধির পথ বেছে নেন। এরপর কর্করাজ ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয়

ইন্দ্ররাজের কথা পাই। দ্বিতীয় ইন্দ্র চালুক্য রাজবংশের কন্যাকে বিবাহ করেন। রাষ্ট্রকূট রাজবংশের ইতিহাস মূলত যুরু হয়েছে দ্বিতীয় দন্তিদুর্গ থেকে, অভিলেখগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয়। বাগুমরা অভিলেখে বলা হয়েছে –

চালুক্যরাজবংশজলধেঃ স্বযমেব লক্ষ্মী

র্যং শঙ্খচক্রকরলাঞ্ছনমাজগাম।।

. . . . . .

যস্যাসমস্য সমরে বসুধাঙ্গনাযাঃ

কাংচীপদে পদমকারি করেণ ভূযঃ।।

এই শ্লোকে দন্তিদুর্গ যে কাঞ্চী নগরী হস্তগত করেন সেকথা বর্ণনা করা হয়েছে। দন্তিদুর্গ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসন আরোহণকারী দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করে সমগ্র চালুক্যরাজ্য দখল করেন এবং দন্তিদুর্গের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই বাতাপির চালুক্য বংশের অবসান ঘটে। চালুক্য রাজাদের উপাধি ছিল পৃথিবীবল্লভ। আর তাই বল্লভরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করে দ্বিতীয় দন্তিদুর্গ রাজাধিরাজ ও পরমেশ্বর উপাধি লাভ করেন। এরপরবলা হয়েছে রাজা দন্তিদুর্গ দক্ষিণের দেশগুলিকে দেশগুলির শক্তিক্ষয় করেন। দক্ষিণের দেশ বলতে চোল-পাণ্ড্য-কেরল-কাঞ্চী। রাজা দন্তিদুর্গ যে অল্প সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে এই সাম্রাজ্যগুলিকে অধিকার করেন তা জানা যায় প্রথম কৃষ্ণরাজের তালেগাঁও অভিলেখ থেকে। তৃতীয় গোবিন্দের ঝারিকা অভিলেখে বলা হয়েছে –

কাঞ্চীশকেরলনরাধিপচোলপাণ্ড্য

শ্রীহর্ষবজ্রাটবিভেদবিধানদক্ষম্।

কার্ণাটকম্ বলমনন্তমজেযমন্যৈ

র্ভূত্যৈঃ কিযদ্ভিরপি যঃ সহসা জিগায।।

বাগুমরা অভিলেখেও বলা হয়েছে যে – তিনি মধ্যদেশের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারিত করেন। দশাবতার অভিলেখে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি সিন্ধু ভূপাধিপকে পরাজিত করেছিলেন। সেতু ও কৈলাস পর্বতের মধ্যবর্তী প্রদেশের রাজারা দন্তিদুর্গের আদেশ মানতে বাধ্য হন। সেতু বলতে এখানে বোঝাচ্ছে রামেশ্বরমের কথা। অর্থ্যাৎ কলিঙ্গ-কোশল-মালব-লাট সব জায়গা তাঁর অধীনস্থ হয়। দন্তিদুর্গ কাঞ্চী-শ্রীহর্ষ-বজ্রাটের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন।

দন্তিদুর্গের পর আমরা প্রথম কৃষ্ণের কথা পাই। তাঁর তালেগাঁও অভিলেখে আমরা তাঁর বীরত্বের কথা পাই। তৃতীয় গোবিন্দের নন্দীগ্রাম অভিলেখে বলা হয়েছে –

যশ্চালুক্যকুলাদনূনবিবুধব্রাতাশ্রযাদ্বারিধেঃ।

লক্ষ্মীং মন্দরবৎসলীল্মচিরাদাকৃষ্টবান্ বল্লভঃ।।

রাজা প্রথম কৃষ্ণ সকল রাজাদের মধ্যে ছিলেন সিংহস্বরূপ। যেমনভাবে সিংহ হরিণকে বিনা আয়াসেই নিজের হস্তগত করতে পারে ঠিক তেমনই সিংহস্বরূপ তিনি সহজেই হরিণস্বরূপ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে নির্মূল করেন। কীর্তিবর্মা তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে তাঁকে পরিপূর্ণরূপে বিনাশ করেন রাজা প্রথম কৃষ্ণ।

প্রথম কৃষ্ণের পুত্র ছিলেন ধ্রুবরাজ তথা নিরুপম। বাগুমরা অভিলেখে বলা হয়েছে যে তিনি শ্বেত আতপত্র লাভ করেন উত্তরের কোনো রাজার থেকে এবং কোশলরাজের থেকে। আবার দেওলি অভিলেখে বলা হয়েছে যে তিনি তিনটি শ্বেত আতপত্র লাভ করেন – দুটি বৎসরাজের থেকে এবং অন্যটি কোশলরাজের থেকে।

কান্যকুব্জ বা কনৌজের আধিপত্যের জন্য যে ত্রৈপাক্ষিক বা চাতুষ্পাক্ষিক (রাষ্ট্রকূট, গুর্জরপ্রতীহার, পাল অথবা আয়ুধ) যুদ্ধ খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে ভারত ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে, ধ্রুব তার একটি অন্যতম অংশ ছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকাল থেকেই কনৌজ উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কনৌজ মহোদয়শ্রী নামে অভিহিত হয়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের উদীয়মান তিন শক্তি – বাংলা-বিহারের পালরাজাগণ, মালব-রাজপুতনার প্রতিহারগণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ প্রত্যেকে কনৌজ অধিকার করে উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় কনৌজের অধিকার নিয়ে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন পাল ও প্রতিহার রাজারা। সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল পালরাজ ধর্মপাল ও প্রতিহাররাজ বৎসের মধ্যে। বৎসরাজ রাজপুতনা হতে ক্রমশ পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন, এর ফলে পালরাজ ধর্মপাল বিরোধিতা করতে থাকেন। কারণ ধর্মপাল পূর্ব ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পশ্চিমভারতের দিকে অভিযান করে কনৌজ অধিকার করার আশা পোষণ করতেন। উভয়ের মধ্যে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং ধর্মপাল যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপর বিজয়ী প্রতিহাররাজ বৎস কনৌজ অধিকার করে কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী ইন্দ্রায়ুধকে বসিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব

উত্তরভারতে শক্তিসাম্য বজায় রক্ষার্থে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান করে বান্দ্রার যুদ্ধে বৎসরাজাকে পরাজিত করেন। এরফলে বৎসরাজ রাজপুতনার মরুভূমিতে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুবও এই সময় আর্যাবর্তে অধিকার বিস্তার করতে চাইছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে এসে বৎসরাজকে নিদারুণভাবে পরাজিত করলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনে সাড়ম্বরে এই পরাজয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব নাকি অবহেলাভরে গৌড়রাজ্যজয়ের অহঙ্কারে মত্ত বৎসরাজকে দুর্গম মরুর মধ্যে বিতাড়িত করে তাঁর গৌড়জয়লব্ধ দুটি শরদিন্দুধবল রাজচ্ছত্রই কেড়ে নিয়েছিলেন। এই ভাবে প্রথমে জয়ী হয়েও বৎসরাজের সাম্রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন পরিণতিতে ব্যর্থ হল। এদিকে সুযোগ পেয়ে ধর্মপাল আবার কান্যকুব্জ আক্রমণ করলেন। এবার ইন্দ্রায়ুধ ধ্রুবের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। ফলে ধ্রুব ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ধর্মপাল ইতোমধ্যে মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করেছেন। এই সময় তিনি গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে এগোচ্ছিলেন। এইখানে ধ্রুবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। ধ্রুবের প্রপৌত্র অমোঘবর্ষের সঞ্জান শাসন অনুসারে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে ধ্রুবের কাছে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু ধ্রুবের নিজের বা তাঁর পুত্রের প্রচারিত কোনো অভিলেখে তা দাবি করা হয়নি। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন ধর্মপাল-জয়ী বৎসরাজকে পরাজিত করার জন্যই পরম্পরা-সম্বন্ধে পাল-রাজাকেও পরাজিত করার এক অস্পষ্ট দাবি করা হয়েছে। (দেবার্চনা সরকার ও অন্যান্য, ভারতীয় অভিলেখ ও প্রত্নলিপি, পৃপৃ. ১৪৯-১৫১)। ধ্রুব ইচ্ছা করলে কনৌজ অধিকার করে উত্তর ভারতে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। আর্যাবর্তে তখন ধর্মপালের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। ফলে ধর্মপাল

ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। ধ্রুবের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ।

ধ্রুব মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের নন্দীগ্রাম অভিলেখে সেকথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় গোবিন্দের ঝারিকা অভিলেখ থেকে জানা যায় ধ্রুবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন দ্বিতীয় গোবিন্দ। Wardha Inscription –এ বলা হয়েছে গোবিন্দরাজ নারীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন-

গোবিন্দরাজ ইতি তস্য বভূব নাম্না সূনু সভোগ.....

দ্বিতীয় গোবিন্দ মালব-কাঞ্চী-বেঙ্গীর রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার ভ্রাঁতা ধ্রুবের কাছ থেকে রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। এরপর রাজা হন তৃতীয় গোবিন্দ। তিনি রাজসিংহ রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন এমনটাই বলা হয়েছে ঝারিকা অভিলেখে –

গোবিন্দরাজ ইতি রাজসু রাজসিংহঃ।

পরাক্রমশালী তৃতীয় গোবিন্দ মিত্র ইন্দ্রায়ুধকে সাহায্য করার জন্য আর্যাবর্তে আসেন নবম শতাব্দীতে। অতঃপর তৃতীয় গোবিন্দের পরাক্রমের কাছে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ বশ্যতা স্বীকার করেন। সঞ্জান তাম্রশাসনে বলা হয়েছে-

বৎসরাজের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট আর্যাবর্ত জয়ে উদ্যোগী হন। ধর্মপালের অনুরোধে তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাস্ত করেন এবং পুনরায় দক্ষিণ ভারতে ফিরে যান।

ধর্মপাল পুনরায় তৃতীয় গোবিন্দের সহায়তায় কনৌজ দখল করেন। রাষ্ট্রকূটদের আবির্ভাবের পূর্বে দক্ষিণভারত উত্তরভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজারাই দাক্ষিণাত্যের প্রথম শক্তি যারা দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করার সময়েই উত্তর ভারতেও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সফলতা পান। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন (৭৮০-৯৩ খ্রিস্টাব্দে)। অন্যদিকে তৃতীয় গোবিন্দ পিতার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আর্যাবর্তের রাজাদের পরাজিত করে হিমালয় পর্যন্ত অগ্রসর হন।

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন প্রথম অমোঘবর্ষ। বাগুমরা অভিলেখে বলা হয়েছে তিনি রট্টের গৌরবকে উত্তলিত করেছেন। তিনি নাসিক থেকে রাজধানী মান্যখেটে স্থানান্তরিত করেন। তিনি বেঙ্গির চালুক্যদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাই তিনি বীরনারায়ণ উপাধিও লাভ করেন। তাই বলা হয়েছে –

নিমগ্না যশ্চলুক্যাব্ধৌ রট্টরাজ্যশ্রিযং পুনঃ।

পৃথ্বীমিবোদ্ধরন্ধীরো বীরনারাযণোভবত্।।

স্তম্বনগরীকে বিধ্বস্ত করেন তিনি। সঞ্জান তাম্রশাসনে বলা হয়েছে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পরাক্রম কেরল-পাণ্ড্য-চোল-কলিঙ্গ-মাগধ-গুজরাটের রাজাদের মন থেকে সন্ত্রাস দূর করেছিল। তিনি চালুক্যদের বিঙ্গবল্লী থেকে উচ্ছেদ করেছেন, অন্দুরা অভিলেখে তার বর্ণনা পাই। প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র ছিলেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ। তিনি গুর্জরদের সঙ্গে যুদ্ধকরে তাদের পরাস্ত করেন। বাগুমরা অভিলেখে তার বর্ণনা পাই। তাঁর রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে প্রতিহার শক্তির দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। প্রতিহাররাজ ভোজ রাষ্ট্রকূটদের যুদ্ধে পরাজিত করে মালব ও গুজরাট দখল করেন। তিনি বেঙ্গির

পূর্ব চালুক্যরাজ ভীমকে পরাস্ত করে সামন্তে পরিণত করেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র ছিলেন জগত্তুঙ্গদেব। বাজিরখের অভিলেখে বলা হয়েছে জগত্তুঙ্গদেব গুর্জরদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করেন –

হতদোষা বিমুঞ্চন্তি গুর্জরা ন ভযজ্বরম্।

রাষ্ট্রকূটরাজ জগত্তুঙ্গদেব ও লক্ষ্মীর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় ইন্দ্র। তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করে কনৌজ নগরী ধ্বংস করেন। তৃতীয় ইন্দ্রের বাগুমরা অভিলেখে বলা হয়েছে যে তিনি মেরু মহোদয়কে উৎখাত করেন। তৃতীয় ইন্দ্র দাক্ষিণাত্য প্রত্যাবর্তনের পথে উজ্জয়িনী দখল করেন। দক্ষিণে চালুক্যরাজ তাঁর কাছে পরাজিত হন। অন্দুরা অভিলেখে বলা হয়েছে –

যেনেদং হি মহোদযাদিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং

নাম্নাদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীযতে।।

রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের দুই পুত্র – দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ এবং চতুর্থ গোবিন্দ। যদিও চতুর্থ গোবিন্দ বেঙ্গির পূর্ব রাজাকে ধ্বংস করেছিলেন বলে জানা যায়। এরপর রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অন্যতম নৃপতি রূপে তৃতীয় কৃষ্ণের কথা পাই। তৃতীয় কৃষ্ণ চোলদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর সমসাময়িক চোল নরপতি প্রথম পরান্তককে তিনি পরাজিত করবেন বলে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি মহীশূর পুনর্বার দখল করেন। উত্তরে প্রতীহার রাজ মহীপালকে পরাজিত করে তিনি কালাঞ্জর ও চিত্রকূট দখল করেন। কেরল ও পাণ্ড্যদের পরাজিত করে রামেশ্বর সেতুবন্ধে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। পল্লবরাজ অন্নিগকে তিনি পরাজিত করেন। দেওলি অভিলেখে বলা হয়েছে –

পরিমলিতান্নিগপল্লববিপত্তিরাসীন্ন বিস্ময়স্থানম্।

বিস্ফুরতি যত্প্রতাপে শোষিতবিদ্বেষি গাঙ্গৌঘে ব।।

পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সিংহলদ্বীপের সকল সামন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তবে তৃতীয় কৃষ্ণ উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সার্থকতা লাভ করতে পারেননি। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জুড়ে তৃতীয় কৃষ্ণের অভূতপূর্ব প্রভুত্ব স্থাপনের দৃষ্টান্তের জন্য তাঁকে 'সকল দক্ষিণ দিক্পতি' বা 'দাক্ষিণাত্যের প্রভু' বলা হয়েছে। তবে জানা যায় তৃতীয় কৃষ্ণ উত্তরভারতে বুন্দেলখণ্ড, মালব ও উজ্জয়িনী দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজবংশের পতন হয়। প্রাপ্ত অভিলেখাদিতে ও অন্যান্য তথ্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকূটদের সময়কালে রাষ্ট্রকূট বংশের উদ্ভব ও তাদের রাজনৈতিক অভ্যুদনের পরিচয় পাওয়া যায়।

- **অভিলেখে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থব্যবস্থা পর্যালোচনাঃ**

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত এবং পুরাণসমূহে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের পদ্ধতির বর্ণনা পাই। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে 'ভূমিদানপ্রশংসা' নামক অধ্যায়ে ভূমিদানের প্রশংসা করা হয়েছে, পাশাপাশি দানের অপহর্তা ও অমান্যকারীর প্রতি অভিসম্পাতমূলক শ্লোকও রচিত হয়েছে। ভূমিদাতা রাজার উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন বিপুল পরিমাণ ভূমিদানের ফলে ব্রাহ্মণেরা ভূসম্পত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। যত তাঁরা ভূসম্পদে সমৃদ্ধ হলেন

ততই নিজেদের বৃত্তি অর্থাৎ পৌরোহিত্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করে মনো্যোগ এবং কর্মশক্তি প্রধানতঃ ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেই নিয়োগ করতে থাকলেন। ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপ বেশী প্রাধান্য পেতে শুরু করল তাঁদের কাছে। ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত গ্রামগুলিকে বলা হত ব্রহ্মদেয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কর ও জরিমানা থেকে অব্যাহতিমূলক ব্রহ্মদেয় নামক স্বত্বের কথা পাই। ভারতবর্ষে মৌর্যোত্তরকালে বিশেষত গুপ্তরাজাদের সময়কালে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের বর্ণনা পাই যা তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের অভিমুখী করেছিল।

রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়কালে সামন্ততান্ত্রিক রাজব্যবস্থা কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাপ্ত অভিলেখগুলি থেকে। রাষ্ট্রকূট রাজারা বিভিন্ন মন্দিরগুলিকে ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। আর এই ভূমিদানের বিষয়টি জানান হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়পতি, গ্রামকূট, যুক্তক, নিযুক্তক, মহাসামন্তাধিপতি সকলকে। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক শ্রীমান্দল্ল পঞ্চবাদ্যের অধিকারসম্পন্ন সামন্ত ছিলেন। প্রাদেশিকশাসকদের মহাসামন্ত বা মহামণ্ডলেশ্বর উপাধি দেওয়া হত। ভুক্তির প্রধান ভোগকারী ভোগপতিরাও কখনও কখনও সামন্তরাজাদের উপাধি ধারণ করতেন। কর্ণাটকস্থিত সোরতুরের শাসক কুপেপ প্রথম অমোঘবর্ষের মহাসামন্ত ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের মহাসামন্তরূপে প্রচণ্ডের উল্লেখ পাই গুজরাটের কাপড়ভণজে প্রাপ্ত অভিলেখে। প্রচণ্ড ৭৫০টি গ্রামের দেখাশোনা করতেন, যার রাজধানী ছিল শ্রীহর্ষপুর। রাজা চতুর্থ গোবিন্দের অধীনস্থ ছিলেন বিসোত্তর নামক এক দণ্ডনায়ক, তাঁকে রাজা চতুর্থ গোবিন্দ রাজকীয় বস্ত্র ও ছত্র দিয়েছিলেন এবং হাতি ও রথ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে রাষ্ট্রকূট শাসনকালে সামরিক বা অসামরিক পদাধিকারীদের কোনো না কোনো সামন্তের মর্যাদা দেওয়া হত। হতে পারে তাঁরা যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো সামন্ত উপাধিতে ভূষিত হতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর গৌরব প্রকাশ পেত না। যেসব সামন্ত

পঞ্চমহাশব্দ প্রাপ্ত হতেন তাঁরা সম্মানজনক পদ লাভ করতেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের সামন্ত প্রচণ্ড পঞ্চমহাশব্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। এদের আবার উপসামন্তও থাকত, যেমন গুজরাটের রাষ্ট্রকূট সামন্ত উদ্ধবস। রাজারা তাদের বিপুল সাম্রাজ্যকে উপযুক্তভাবে শাসন করার জন্য সামন্তদের নিয়োগ করলেও সামন্ত রাজাদের উপর বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। রাজা নিজের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দেবার জন্য কখনও কখনও সামন্তদের অধীনস্থ গ্রাম দান করে দিতেন কোনো প্রিয় ব্যক্তিকে বা কোনো ব্রাহ্মণকে বা কোনো জৈন মঠকে। যেমন রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ মহাসামন্ত প্রচণ্ডের অধীনস্থ ব্যাঘ্রাস বা বল্লূরিক গ্রামটি দান করেছিলেন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভট্টকে। তবে সামন্তরাজাদের নিজস্ব ক্ষমতাও ছিল। তাঁরা রাজার উত্থান পতনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। যেমন – মুলগুন্দ অভিলেখে বর্ণিত হয়েছে যে ৩৬০টি গ্রামের শাসনকারী সামন্তগণ বল্ লগেরে নামক ক্ষেত্রটি যখন দান করেন জৈন মন্দিরকে, তখন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ। এছাড়াও রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের অধীনে বনবাসীর প্রশাসক ছিলেন বঙ্কেয়, যিনি একটি জৈন মন্দিরকে ভূমিদানের জন্য রাজা প্রথম অমোঘবর্ষের অনুমতি চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলি থেকে সামন্তদের ভূমিদানের কথা সেভাবে জানা যায়না, তবে তাঁদের বেতনের পরিবর্তে অনেকসময় নিষ্কর ভূমিদান করা হত অলে মনে করা হয়। যেমন রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ কর্ককে নর্মদা ও তাপ্তী মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রদান করেছিলেন পুরস্কারস্বরুপ। রাষ্ট্রকূট শাসনকালে ধর্মীয় অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছামতো উপসামন্ত নিয়োগ করতে পারতেন। কেননা বেশীরভাগ রাষ্ট্রকূট অভিলেখেই বলা হয়েছে যে –

. . . . ব্রহ্মদায়স্থিত্যা ভুঞ্জতো ভোজযতঃ কৃষতঃ কর্ষযতঃ প্রতিদিশতো বান্যস্মৈ ন কেনচিদল্পাপি পরিপংথনা কার্যা।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের জাম্বগাও অভিলেখে উল্লিখিত এই গদ্যাংশে বলা হয়েছে যে দানগ্রহীতা স্বয়ং এই ভূমি ভোগ করবেন বা অন্যকে ভোগ করতে দিতে পারবেন। তিনি ভূমিতে নিজে কৃষিকাজ করতে পারবেন বা অন্যকে দিয়ে করাতে পারবেন। অন্য কোনো ব্যক্তি এইবিষয়ে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। এইভাবে দানগ্রহীতার পক্ষে উপসামন্ত নিয়োগের সুন্দর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরাজাদের সমসাময়িক প্রতীহার রাজবংশের রাজাদের রাজত্বকালে সামন্তরা গ্রামবাসীদের থেকে কর আদায় করত, এই প্রথাকে বলা হত বিষ্টি। বাগুমরা, বাজিরখের প্রভৃতি অভিলেখে আমরা সোৎপদ্যমানবিষ্টিক কথাটি পাই। অর্থশাস্ত্রে বিষ্টি কথাটির অর্থ বেতনবিহীন শ্রম। অর্থ্যাৎ রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ অনুদানভোগীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বেগার আদায়ের অধিকার পেত। কাজেই অভিলেখে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বোঝা যায় রাষ্ট্রকূট শাসনকালে সামন্তপ্রথা, উপসামন্তীকরণ, ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ হয়েছিল।

- **অভিলেখে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তৎকালীন প্রশাসনিক বিভাগঃ**

দক্ষিণভারতে একটি সুন্দর-সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন রাষ্ট্রকূটেরা। শাসনব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য ছিল দ্বিধা বিভক্ত – সামন্তশাসিত অঞ্চল এবং রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল। রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল রাষ্ট্র, বিষয়, ভুক্তি, গ্রাম – এই ভাবে উচ্চ নীচ পর্যায়ক্রমে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনা করতেন রাষ্ট্রপতি। স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়াও তিনি সামন্তদের কার্যকলাপ দেখাশোনা করতেন। রাষ্ট্রগুলি ছিল বিষয়ে বিভক্ত। বিষয় অর্থাৎ জেলা। বিষয়ের শাসনভার অর্পিত থাকত বিষয়পতির উপর। বিষয়গুলি ছিল আবার ভুক্তিতে বিভক্ত। ভুক্তির শাসনকার্য পরিচালনা করতেন ভোগপতি। ভুক্তি

গঠিত হত ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে। গ্রামের শাসনকার্য যিনি পরিচালনা করতেন সেই গ্রামপ্রধানকে বলা হত গ্রামকূট। তাঁকে যারা সাহায্য করত তাদের বলা হত গ্রাম-মহত্তর। অভিলেখগুলিতে দানের অংশে এইসকল পদাধিকারীদের নাম জানা যায় এবং তা থেকেই তৎকালীন প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে সমকালীন অন্যান্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে সেসময় প্রদেশগুলিকে বলা হত মণ্ডল। আর মণ্ডলগুলিকে ভাগ করা হত কোট্টাম্ বা জেলায়। কোট্টাম্গুলিকে ভাগ করা হত নাড়ু বা অঞ্চলে। নাড়ুর অধীনে থাকত কুর্‌রম, যা কিছু সংখ্যক গ্রাম নিয়ে গঠিত। বড় গ্রামগুলিকে বলা হত তানিয়ুর, যেগুলি ছিল ব্রাহ্মণদের গ্রাম। বাজিরখের অভিলেখে বেশ কিছু স্থানিক বিভাগের উল্লেখ পাই। সেসময় বণিকদের সভার নাম ছিল নগরম। তৎকালীন ইতিহাস ও অন্যান্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় কর্ণাটক তামিলনাড়ুতে নগরকে বলা হত পত্তনম্ বা ব্যবসায়িক কেন্দ্র যেগুলি উপকূলবর্তী ছিল তাদেরও পত্তনম্ (বন্দর) বলা হত। আবার অনেকসময় পেশা অনুযায়ী জায়গার নামকরণ করা হত। যেমন বনজুপত্তন অর্থ্যাৎ ব্যবসায়ীদের নগর।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখের আলোকে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র

ভারতবর্ষের সমাজজীবন-সামাজিক ইতিহাস বৈদিক যুগ থেকেই একই ধারায় বয়ে চলেছে। বৈদিক মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদে যেসকল প্রথা-আচার-রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে তা পরবর্তীকালেও অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় ভারতীয়সমাজ বৈদিক যুগ থেকেই যে উত্তরাধিকার বহন করে এনেছিল তা পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রকূটদের শাসনকালে নবম শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজাদের শাসনকাল ছিল ৭০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়। এই সময়টি মোটামুটিভাবে আদি যুগের শেষ ও আদিমধ্যকালীন যুগের শুরু। যদিও এসময় সামাজিক অবয়ব একই ছিল, তবে রাষ্ট্রকূট রাজারা সমাজতন্ত্রে কিছু নতুন উন্নয়নের সাক্ষী হন। রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়কালে লৌকিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত হয়ে নতুন নতুন মত গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি এসময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল তার সরলতা ও অনাড়ম্বর বিচারের জন্য। চিরায়ত বিশ্বাস ও মতের এই পরিবর্তন মানুষের জীবনযাপন, তার লোকাচার, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

জাতিবর্ণপ্রথা

রাষ্ট্রকূট রাজাদের অভিলেখে জাতি-বর্ণ প্রথার এক সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। সমাজে বর্ণব্যবস্থা স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ রাজ্যের হিতার্থে চার বর্ণের বিভাগ করেছিলেন। গুজরাটের কৈরা জেলার কাপডভণজ-এ প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তার বর্ণনা আছে –

কৃষ্ণচরিতঃ স এব হি হিতকৃতযে যো বিভর্ত্তি বর্ণানাম্।

এছাড়া ইলোরা গুহার দশাবতার মন্দিরে প্রাপ্ত অভিলেখে শুদ্ধচরিত্র-স্বাধীনচেতা-দয়াবান প্রথম দন্তিদুর্গকে বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষক বলা হয়েছে। কাজেই রাষ্ট্রকূট শাসনকালেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র – এইপ্রকার চতুর্বর্ণবিভাগ ছিল। এই মুখ্য চতুর্বর্ণবিভাগও করা হয়েছে পঠন-পাঠন-দান-যজন ইত্যাদি ঐতিহ্যগত কর্মসমূহের ভিত্তিতে। এই মুখ্য চতুর্বর্ণকে ঐসময়ের অভিলেখে ও অন্যন্য বিবরণীতে 'নালকুজাতি' বলা হয়েছে। এই চতুর্বর্ণের পাশাপাশি সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য বর্ণ ছিল, যাদের বলা হয়েছে হোরহিনবরু। এই অস্পৃশ্যগণ মূলত তারা যারা নালকুজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা বিতাড়িত হয়েছে।

ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস অনুসারে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য বর্ণসম্প্রদায় কর্তৃক সম্মানিত হতেন। সাধারণত ব্রাহ্মণেরা বর্ণিত হন তাঁদের গোত্র, প্রবর, সূত্র ও শাখার দ্বারা। কিন্তু প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট অভিলেখে ব্রাহ্মণেরা বর্ণিত হয়েছেন তাঁদের গোত্র ও শাখার দ্বারা। অভিলেখে যেসকল ব্রাহ্মণদের কথা পাই তাতে তাঁদের পিতা-গোত্র-শাখা প্রভৃতি বর্ণনা সারণী আকারে প্রস্তুত করা হল –

অভিলেখের নাম	দানগ্রাহক ব্রাহ্মণের নাম	পিতার নাম	গোত্র	শাখা

১. বাগুমরা অভিলেখ	প্রভাকর ভট্ট	রাণপভট্ট	লক্ষ্মণ	বাজি-মাধ্যন্দিন
২. বাগুমরাঅভিলেখ	সিদ্ধপট্ট	বেন্নপভট্ট	লক্ষ্মণ	বাজি-মাধ্যন্দিন
৩. জাম্বগাও অভিলেখ	দামোদর ভট্ট	ভীমাশীত ভট্ট	ভারদ্বাজ	বাজি-মাধ্যন্দিন
৪. কাম্বে অভিলেখ	নাগমার্য্য	মহাদেবয্য	মাঠর	বাজি-কাণ্ব
৫. দেওলি অভিলেখ	রিষিয়প্প	ভাইল্ল	ভারদ্বাজ	বাজি-কাণ্ব
৬. সঙ্গলি অভিলেখ	কেশব দীক্ষিত	দামোদর ভট্ট	কৌশিক	বাজি-কাণ্ব
৭.কাপডভণজ অভিলেখ	ব্রহ্মভট্ট	বব্ব	ভরদ্বাজ	বাজি-মাধ্যন্দিন

এছাড়াও কিছু গোত্রের নাম জানা যায় – গালব, অগস্তি, আত্রেয়, পরাশর, পিপ্পলাদ, শাণ্ডিল্য, কুৎস, হারীত, দর্ভ, বশিষ্ঠ, কৌণ্ডিন্য, কাশ্যপ, গৌণ্য ইত্যাদি। এছাড়া বেশ কিছু অন্ত্যনাম বা পদবীর কথা জানা যায় –শর্মন্, দ্বিবেদী, ত্রৈবিদ্য, ত্রিপাঠী, মিশ্র, পণ্ডিত ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণেরা সাধারণত বাস করতেন নিজের নিজের অগ্রহারে। যেমন – বাজিরখের অভিলেখে বলা হয়েছে যে রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভট্টকে অগ্রহারস্বরূপ ব্যাঘ্রাস নামক গ্রামটি দান করেছেন। পাশাপাশি অভিলেখগুলিতে যেসকল ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে সেইসব ভূমিগুলিকে

বলা হয়েছে ব্রহ্মদেয়। জাম্বগাও অভিলেখে তার বর্ণনা পাই। সাধারণত ব্রাহ্মণেরা সেসময় বেশী সম্মা

নিত হতেন রাজাদের দ্বারা। অভিলেখে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় যে রাষ্ট্রকূট রাজারা যে সকল ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বেদ শাখ্যয় অভিজ্ঞ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রশংসা করে মনুসংহিতা গ্রন্থের রাজধর্ম নামক সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রবে।

প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে।।

এমনকি দানের ক্ষেত্রে করছাড় প্রযুক্ত ছিল শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের জন্য। মনুসংহিতার রাজধর্ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে –

ম্রিযমাণো'প্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিযাত্ করম্।

ন চ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিযো বিষযে বসন্।।

ব্রহ্মদেয় ভূমির মালিকানা পেতেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা। আর এই ব্রহ্মদেয় ভূমি থেকে রাজা পূর্বে যেসব কর পেতেন তা পরে ভোগ করতেন ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু সাধারণ অ-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইসব সুযোগ পেতেন না। তৃতীয় কৃষ্ণের টুপ্পড কুরহট্টি অভিলেখে দেখা যায় রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি সম্পূর্ণ করমুক্ত ছিলনা। এর থেকে বোঝা যায় প্রতিগ্রাহক সকল ব্রাহ্মণ কর মুক্ত ছিলেন না। অভিলেখে কোথাও ব্রাহ্মণদের শাস্তিবিধানের কথা বলা হয়নি। অভিলেখে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাহাযজানা

যায় ব্রাহ্মণেরা এইসময় একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিযাণ করতেন। নিম্নে সারণীতে সেই তথ্যাদি প্রস্তুত করা হল –

অভিলেখের নাম	দানগ্রাহক ব্রাহ্মণের নাম	পিতার নাম	গোত্র	শাখা	আদি নিবাস
১. বাগুমরা	সিদ্ধপট্ট	বেন্নপভট্ট	লক্ষ্মণ	বাজি-মাধ্যন্দিন	পাটলিপুত্র
২. সঙ্গলি	কেশব দীক্ষিত	দামোদর ভট্ট	কৌশিক	বাজি-কাণ্ব	পুণ্ড্রবর্ধন
৩. অন্দূরা	সণ্বৈভট্ট	মধুবপ্পয্যভট্ট	ভারদ্বাজ	ঋগ্বেদ	চন্দ্রপুরী
৪. অন্দূরা	তিক্কেভট্ট	বিড়পৈয়	ভারদ্বাজ	ঋগ্বেদ	পুরি
৫. অন্দূরা	বাবণৈয়	রিসিয়ণ্ণ	ভারদ্বাজ	ঋগ্বেদ	চিক্খলী
৬. অন্দূরা	প্রভাকরভট্ট	শ্রীবৎসভট্ট	কৌশিক	ঋগ্বেদ	সীসবেবি
৭. অন্দূরা	শ্রীধরভট্ট	রেবণৈভট্ট	হরিত	তৈত্তিরীয়	নলগ্রাম
৮. অন্দূরা	জন্নৈভট্ট	বিদ্ধপৈয়	গার্গ্য	তৈত্তিরীয়	বাবী
৯. অন্দূরা	কেশব	মাধবৈয়	বৎস	তৈত্তিরীয়	ধর্মসেল্লুকা
১০. অন্দূরা	বাবণ	তিক্কপয্য	কৌশিক	তৈত্তিরীয়	নলগ্রাম

বাগুমরা অভিলেখে উক্ত ব্রাহ্মণ সিদ্ধপট্ট পাটলিপুত্র থেকে লাটপ্রদেশে আসেন। সঙ্গলি অভিলেখে উক্ত ব্রাহ্মণ কেশবদীক্ষিত পুণ্ড্রবর্ধন থেকে লোহগ্রামে আসেন। অত্রিসংহিতাতে বলা

হয়েছে মগধের ব্রাহ্মণেরা শিক্ষিত হলেও সমাদর পান না। কিন্তু রাষ্ট্রকূট শাসনকালে এমন অবস্থা দেখা যায় না। বরং আমরা দেখি বাগুমরা অভিলেখে ব্রাহ্মণ ছিলেন মাগধীয়। কাজেই সেসময় সামাজিক সংস্কারাদি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় ব্রাহ্মণদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের দ্বারা। রাজা চতুর্থ গোবিন্দের গাঁওরি অভিলেখে সত্র নির্মাণের জন্য রাজা ভূমিদান করেছেন। তার মধ্যে ২৪০ জন ছিলেন করহাটক ব্রাহ্মণ। পি.কে.গোড়ে বলেছেন রাষ্ট্রকূট শাসনকালে যেসকল করহাটক ব্রাহ্মণ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করেছেন একথা বলা হয়েছে তাঁদের বর্তমান মহারাষ্ট্রের করহার বা কনহাড় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।তৎকালীন সাহিত্য ও অভিলেখাদির ভিত্তিতে বলা যায় যে ব্রাহ্মণেরা এসময় কেবল যাগ-যজ্ঞাদি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না, প্রশাসনিক কার্যক্ষেত্রের পাশাপাশি তাঁরা রাজসভায় কবি-জ্যোতির্বিদ-দার্শনিক-দৈবজ্ঞ রূপেও নিযুক্ত ছিলেন।

রাষ্ট্রকূটরাজারা ক্ষত্রিয় কিনা সে বিষয়ে অভিলেখে সেভাবে কিছুই বলা হয়নি। রাষ্ট্রকূটরাজারা মনে হয় প্রচলিত বৈদিক বাতাবরণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। বরং তাঁদের কাছে পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনা হয়ে উঠেছিল মুখ্য। বেশীরভাগ অভিলেখে রাজারা নিজেদের চন্দ্র থেকে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করে বংশের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। যদিও রাজাদের দৈব উৎপত্তির বর্ণনা অনেক অভিলেখেই দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পরেই সমাজের তৃতীয় স্থানে রয়েছে বৈশ্যরা। বৈশ্যরা মহাজন, নগরশ্রেষ্ঠী নানা নামে অভিহিত হয়েছেন। তারা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ছিলেন। মুলগুন্দ অভিলেখে বলা হয়েছে চন্দ্রার্য্যের পুত্র শ্রীকার্য্যের কথা, যিনি শ্রেষ্ঠ বৈশ্যজাতিজাত ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করেন। এছাড়াও নকুলার্য্য-কলিয়ম্ম-এরেণবক নামক তিনজন নগরমহাজনদের কথা জানা যায়। এদের থেকে ভূমি ক্রয় করে অরসার্য্য সেই ভূমি পুরোহিত কনকসেনকে দান

করেন। এর দ্বারা তৎকালীনসমাজে বৈশ্যদের উন্নতপর্যায়ে অবস্থান বা আর্থিক দিক দিয়ে উন্নীত হবার কথা পাই। এহাড়াও তৃতীয় কৃষ্ণের চিঞ্চনি তাম্রশাসনে বলা হয়েছে সঞ্জনে রাজস্থানের ভিমল বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ীগণ ছিলেন। তাঁরা কোনো এক বৈষ্ণব দেবতাকে প্রতিস্থাপিত করেন ও তারপর তাঁদের আদি বাসস্থানের নামানুযায়ী তার নামকরণ করেন ভিল্লমলদেব। তৃতীয় কৃষ্ণের কান্ধার অভিলেখে গুজ্জর-অপন বলে একটি শব্দের উল্লেখ পাই। এই শব্দটিকে মহারাষ্ট্রের গূর্জর বণিকদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বৈশ্যরা এসময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ সঙ্ঘে ও জৈন মঠে ভূমি দান করেছেন।

বর্ণব্যবস্থার নিম্নতম স্থানে অবস্থান করত শূদ্ররা। যদিও অভিলেখে শূদ্রদের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়না, তবে সমকালীন তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা যায় শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান উন্নতি লাভ করেছিল সেসময়। তখন তামিল প্রদেশে নয়নর এবং অলভরম্-এর দ্বারা যে ভক্তি আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে প্রচারিত হয়েছিল সকল মানুষের সাম্যের বার্তা। তবে একথা সত্য যে গোষ্ঠীগতভাবে শূদ্ররা ছিল স্বাধীন। নবম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আরব লেখক তৎকালীন সময়ের সাতটি বর্ণের কথা বলেছেন – ১. সুবকুফ্রিয়া ২. ব্রাহ্মণ ৩. কেসর্য বা ক্ষত্রিয় ৪. সৌদর্য্য বা শূদ্র ৫. মৈসেরা বা বৈশ্য ৬. সণ্ডল্য বা চণ্ডাল ৭. জেন্য বা সঙ্গীতশিল্পী বা জাদুকর।

বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক সমাজে নির্ধারিত জাতিব্যবস্থা ও বর্ণব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিল। শূদ্রদের বিচার করার ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছিল। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিবর্তনজনিত কারণে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তন সমকালীন সমাজের সংস্কৃতিকেও পরিবর্তিত করেছিল, যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

নারীর সামাজিক অবস্থান

রাষ্ট্রকূট অভিলেখে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রকূটরাজাদের সময়কালে নারীরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পেতেন, তাঁদের ইচ্ছার গুরুত্ব দেওয়া হত, সম্মান করা হত তাঁদের। যেমন – অন্দুরা অভিলেখে রাষ্ট্রকূটরাজ চতুর্থ গোবিন্দ তাঁর পত্নী ভাগিয়ব্বের ধর্মাদি দানের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আটজন ব্রাহ্মণকে এলৌরি নামক গ্রাম দান করেন। পাশাপাশি ভাগিয়ব্বের ইচ্ছা পূরণার্থে হিরণ্যগর্ভ মহাদান, উভয়মুখী গোসহস্র মহাদান করেছিলেন। আবার জানা যায় প্রথম অমোঘবর্ষ কোনো এক ভট্টারিকার অনুরোধে জবখের নামক ভূমিদান করেন ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালীন সময়েও নারীরা যে সমাজের প্রশাসনিক কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেনতার প্রমান পাওয়া যায় অভিলেখসমূহে। ৭০৮ শকাব্দে উৎকীর্ণ একটি অভিলেখে (Jethwal Plates of The Rashtrakuta Queen Silamahadevi, Saka-708) এ রানী শীলমহাদেবীর নামে অভিলেখের নামকরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পত্নী ছিলেন শীলমহাদেবী বা শিলভট্টারিকা। তিনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই অভিলেখটি পাওয়া গাছে ইন্দোরের নিমার জেলায়। শীলমহাদেবী নান্দিপুরদ্বারির নিকটবর্তী কোলাপাদ্রা নামক ভূমি দুজন ব্রাহ্মণকে দান করেছেন। একজন হলেন ভট্টনারায়ণের পুত্র দুর্গাদিত্য, অন্যজন হলেন মারচ্ছ নামক ব্রাহ্মণ। শীলমহাদেবী প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক কর্মে কুশলী নারীদের মধ্যে একজন। রানী শীলমহাদেবীর হয়ত প্রশাসনিক আদেশাদি প্রয়োগে সক্ষম ছিলেন। স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তিনি হয়ত প্রশাসনিক কার্য করতে পারতেন বা তাঁর স্বামী হয়ত তাকে রাজকীয় অনুদান প্রদানের রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। অভিলেখের দানের অংশে বলা হয়েছে –

. . . . . তস্য পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমদকালবর্ষদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরধারাবর্ষশ্রীধ্রুবরাজদেবস্য মহাদেবী সর্বালোকাশ্রযবিষ্ণুবর্দ্ধনশ্রীবিট্টরসরাজদুহিতাপরমেশ্বরী পরমভট্টারিকা শ্রীশীলমহাদেবী।

পরমেশ্বরী, পরমভট্টারিকা মহাদেবী এইসকল উপাধি থেকে বোঝা যায় তিনি প্রধানা মহিষী ছিলেন ও প্রশাসনেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। শুধু শীলমহাদেবী নন, রাজা প্রথম অমোঘবর্ষের কন্যা এবং এরেয়ঙ্গের পত্নী রেবকনিম্মডি ছিলেন প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত। তিনি এড়াটোরের শাসনকার্য দেখাশোনা করতেন। রাষ্ট্রকূটরাজ খোট্টিগের হালগার অভিলেখে বলা হয়েছে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের জায়গীরদার ছিলেন দ্বিতীয় মারসিংহ (৯৬৩-৯৯৭ খ্রি.)। তিনি গঙ্গাকন্দর্প নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন পূর্ব চালুক্যরাজ দানর্ণব কন্যা অঙ্কব্বরসি। ইনি গঙ্গামহাদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি পল্লুঙ্গুর-এর শাসনকার্য দেখতেন। অঙ্কব্বরসি ছয়টি বাগান, ২৪টি গ্রাম দান করেছিলেন জারামুখম নামক উৎসবে।

পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাব সেখানে বর্ণিত নারীরাও কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষিতা। যশস্তিলকচম্পূ গ্রন্থে সোমদেব একজন লিপিকরের কথা বলেছেন যাঁর নাম রচ্ছুক। তাঁকে লেখক শিরোমণি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় সেসময় নারীরা শিক্ষার দিকেও যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন। সর্বোপরি বলা যায় রাষ্ট্রকূট শাসনকালে নারীরা পরিবার-সমাজ-প্রশাসন সকল দিকেই সমাজে সম্মানার্হ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিবাহ

বিবাহ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন যে বিবাহ সকলের সন্তোষবিধান করে সেই বিবাহ বৈধ। স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আটপ্রকার বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় - ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ।

সঞ্জান তাম্রশাসনে বলা হয়েছে তৃতীয় ইন্দ্র চালুক্য রাজকন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে এনে বিবাহ করেন। বলা হয়েছে –

ইন্দ্ররাজস্ততোগৃহ্নাদ্যশ্চালুক্যনৃপাত্মজাম্।

রাক্ষসেন বিবাহেন রণে খেটকমণ্ডপে।।

এটি একপ্রকার রাক্ষস বিবাহ তা অভিলেখেই বলা হয়েছে। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ চেদির রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন প্রাজাপত্যমতে। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের শ্যালক ছিলেন শঙ্করগণ। শঙ্করগণ ছিলেন চেদির রাজা। তাঁর ও অর্য্যম্মের কন্যা ছিলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গদেব। ধর্মশাস্ত্রে এই প্রকার বিবাহকে বৈধ বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। অলবেরুণির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে রাজারা একাধিক বিবাহ করতে পারতেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গদেব লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মী ছিলেন চেদি রাজকন্যা আবার তিনি গোবিন্দাম্বাকে বিবাহ করেন, যিনি কলচুরি বংশজা। কৌটিল্য বলেছিলেন – কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিবাহ করার পর সেই নারী যদি সন্তান প্রদানে অক্ষম হন সেক্ষেত্রে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহে কোনো বাধা থাকত না। অর্থাৎ এই ধরনের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। সমকালীন শাস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারাও জানা যায় যে এসময় এক নারীর বহু স্বামী থাকত। যশস্তিলকচম্পূ-তে বর্ণিত

পারোমারোদারের পিতা ছিলেন তৈলবিক্রেতা এবং মাতা নিম্নজাতীয়া নারী, যাঁর পাঁচজন স্বামী ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় সমাজের নিম্নশ্রেণীতে এই ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল। ৯১৮ খৃস্টাব্দে দণ্ডপুর অভিলেখে রাজা চতুর্থ গোবিন্দ তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, শূদ্রদের করপ্রদান করেছেন। এসময় রাজারা বৈবাহিক করপ্রদান করতেন বলে জানা যায়। তবে এই করের পরিমাণ সবার ক্ষেত্রে এক নয়। ব্রাহ্মণকে দেওয়া হত তিন দ্রম্ম এবং শূদ্ররা পেতেন এক দ্রম্ম। রাষ্ট্রকূটরাজারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরীর দ্বারা রাজনৈতিক শত্রুদের সঙ্গে, প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুর্লভ নয়। তৃতীয় কৃষ্ণ এক কলচুরি রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। আর একথা জানা যায় দেওলি অভিলেখ থেকে। চালুক্যরাজ তৈলপ্পের পৌত্র গুণগকের কন্যা ভাগিয়ব্বকে বিবাহ করেন চতুর্থ গোবিন্দ। যদিও এইপ্রকার বৈবাহিক সম্পর্কের কুটুম্বিতা হেতু পরপরের উপকার হত, পাশাপাশি শান্তি বজায় থাকত।

উৎসবাদি

রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়কালে প্রাপ্ত অভিলেখাদির সাহায্যে বেশ কিছু উৎসবের কথা জানা যায় যেগুলি অত্যন্ত ধুমধাম এবং জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হত।

সংক্রান্তি – রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়কালে সংক্রান্তির দিনগুলিকে উৎসবের দিন বলে মনে করা হত। এই দিনগুলিতে রাজা বিভিন্ন দান ধ্যান করতেন। ৭২৭ শকাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজা তৃতীয় গোবিন্দ পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ভূমিদান করেছিলেন। তিনি ছন্দগড়ে অবস্থিত নেসারিকা নামক গ্রামটি দান করেন। এই গ্রামের পূর্বে ছিল তারা নদী, দক্ষিণে হেমগিরি, পশ্চিমে দর্ব্বণ নামক প্রস্রবণ এবং

উত্তরে কৃষ্ণগিরি নামক গ্রাম। নেসারিকা অভিলেখে প্রাপ্ত এই সকল তথ্যাদি থেকে আর জানা যায় রাজা তৃতীয় গোবিন্দ পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তারণ বর্ষচক্রে সংক্রান্তির দিনে উৎসব পালন করেন। রাজা এই দান করেন শিবনাগভট্টকে, তিনি ছিলেন পরিবচ্ছর চতুর্বেদের পুত্র এবং ভারিদাস চতুর্বেদের পৌত্র। এছাড়াও রাষ্ট্রকূট রাজারা উত্তরায়ণের দিনগুলিতেও বিভিন্ন ভূমিদান অর্থদান করতেন।

পট্টবন্ধ উৎসব – বেশীরভাগ রাষ্ট্রকূট অভিলেখে পট্টবন্ধ উৎসব উদ্‌যাপনের কথা পাই। এই উৎসবে রাজারা ভূমিদান করতেন, অর্থদান করতেন। অনেকে বলেন পট্টবন্ধ হল রাজ্যাভিষেক উৎসব। কিন্তু বাজিরখের অভিলেখের দানের অংশে রাজ্যাভিষেক ও পট্টবন্ধের আলাদা বিবরণ থেকে বোঝা যায় দুটি উৎসবই আলাদা, স্বতন্ত্র। বাগুমরা অভিলেখে রাজা তৃতীয় ইন্দ্র রাজধানী মান্যখেট থেকে কুরুন্দকে আসেন পট্টবন্ধ উৎসবের জন্য। তখন তিনি লাটপ্রদেশের উম্বরা নামক গ্রামটি দান করেছেন ব্রাহ্মণ প্রভাকর ভট্টকে। এমনকি ব্রাহ্মণদের কুড়ি লক্ষ দ্রম্মও দান করেন। বাজিরখের অভিলেখে রাজা তৃতীয় ইন্দ্র পট্টবন্ধ উৎসবে জৈন মঠকে একুশ লক্ষ উৎপদ্যমান দ্রব্যসহিত ৬৫০টি গ্রাম দান করেন। এই পট্টবন্ধ উৎসব উপলক্ষ্যে রাজা তৃতীয় ইন্দ্র ভীমাশীতভট্টের পুত্র দামোদরভট্টকে খইরোণটী নামক গ্রাম দান করেন, পাঁচ লক্ষ দ্রম্মের সঙ্গে। জাম্বগাও অভিলেখে এর বর্ণনা পাই। কাজেই বলা যায় এই উৎসব রাষ্ট্রকূট শাসনকালে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হত।

দীপোৎসব – রাষ্ট্রকূটরাজা তৃতীয় কৃষ্ণের চিঞ্চনি আম্রশাসনে আমরা এই উৎসবের কথা পাই। সেখানে বলা হয়েছে –

. . . তৎসম্বন্ধে মঠিকাযাস্মাকং প্রতি-দীপ-উৎসব-ভঙ্গম্ ব্যবহারশ্রেষ্ঠঃ গম্ভুবকদ্রম্মঃ শ্রোতকে. . .

এই অভিলেখে বলা হয়েছে ভিল্লমালদেব তথা মধুসূদন বা বিষ্ণুর কোনো এক ভিল্লমালনিবাসী বণিকের দ্বারা দেবতারূপে পূজিত হন। যেখানে মধুসূদনের মন্দির স্থাপিত হয় সেখানেই আবার অন্য একটি মঠিকা ছিল যেটি কৌটুকের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। সেখানে দেবীরূপে পূজিত হন ভাগবতী। এই দুটি মন্দিরই কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। এই ভাগবতীর মন্দিরের সঙ্গে অনঘপর্ষদ বা মহাপর্ষদ যুক্ত ছিল। এখানে বলা হয়েছে ভাগবতী মন্দির ও মহাপর্ষদের ঐ বিষ্ণুমন্দির ও মন্দিরের করিকা বা পাণ্ডাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলেছিল ব্যবস্থা। ব্যবস্থা ঘোষণা করেছিল যে মঠিকা অর্থ্যাৎ পার্বতীর মন্দির চল্লিশ দ্রম্ম দেবে বিষ্ণু মন্দির ও তাদের পাণ্ডাদের শ্রোতক হিসেবে। শ্রোতক মূলত এক প্রকারের কর। কারণ কিছুটা ভূমি যেটা বিষ্ণু মন্দিরের অন্তর্গত সেটা কোনো কারণে ভাগবতীর মন্দিরের উত্তরের দিকের প্রাচীরের দ্বারা আটকা পড়ে গিয়েছিল, মন্দিরের সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এই চল্লিশ দ্রম্ম দেওয়া হবে দীপোৎসব ভঙ্গ হবার পর, বা আলোক উৎসব শেষ হবার পর। এখন এখানের এই দীপোৎসব শব্দটি দীপাবলিকে ইঙ্গিত করছে। দীপাবলি মূলত আশ্বিন বা কার্তিকের প্রতিপদে দেবী পার্বতীকে পূজার্থে পালন করা হত। সোমদেব তাঁর গ্রন্থে দীপোৎসবের উল্লেখ করেছেন এবং একে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব বলেছেন।

ধর্ম

রাষ্ট্রকূটরাজারা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা দেখতে পাই যেহেতু সেসময় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ পারস্পরিক শত্রুতাকে বাদ দিয়ে সহানুভূতিশীল হয়ে একত্রে বাস করতেন। মুলগুন্দ অভিলেখতে যে তৃতীয় দানের কথা বলা হয়েছে

সেখানে একশ'কুড়িজন মহাজন ও বেল্লালকুলের ব্রাহ্মণদের অনুমোদনে কন্দর্বমাল নামক জায়গার ক্ষেত্রদান হচ্ছে জৈনমন্দিরের উদ্দেশ্যে। এখানে এই দানটি ব্রাহ্মণদের উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ ও জৈনদের মধ্যে পারস্পরিক ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের অভিলেখের প্রারম্ভে শিব, বিষ্ণুর, ব্রহ্মাকে স্তুতি করা হয়েছে (বাগুমরা, কাপডভণজ, কাম্বে ইত্যাদি অভিলেখে), আবার মুলগুন্দ, বাজিরখের অভিলেখে জিনেন্দ্রশাসনের প্রশংসা করা হয়েছে। কাজেই রাষ্ট্রকূটরাজারা কেবলমাত্র শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয়, তাঁরা জৈন ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ, তৃতীয় ইন্দ্র প্রমুখ জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দীতে প্রথম কৃষ্ণ ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মাণ করেন। আবার রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়, তবে তিনি দেবী মহালক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন বলেও জানা যায়। এমনকি রাষ্ট্রকূটরাজারা মুসলিম ব্যবসায়ীদের তাঁদের রাজ্যে বসবাসের এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। ড: সতীশ চন্দ্র তাঁর 'Medieval India' গ্রন্থে বলেছেন - "The Rashtrakuta rulers were tolerant in their religious views". কাজেই ধর্মীয় গোঁড়ামি তাদের ছিলনা বরং সকল ধর্মের প্রতি তারা সৌহার্দ্যপরায়ণ ছিলেন একথা বলা যায়।

নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখসমূহের কাব্যসম্পদ

নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলি মূলতঃ প্রশস্তিমূলক। অভিলেখ সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অভিলেখ সাহিত্যের এক বৃহত্তর অংশ জুড়ে বিরাজ করছে প্রশস্তি।

অন্যান্য প্রশস্তিমূলক অভিলেখের মতো এখানেও প্রশস্তিকার দাতার স্তুতি, দানের প্রশংসা করেছেন। প্রশস্তিগুলি প্রত্যেকটিই ছন্দোবদ্ধ, সালংকার এবং সমকালীন কাব্যের প্রতিনিধিস্বরূপ। বেশীরভাগ রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলিই গদ্যপদ্যময়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত এই অঞ্চলের শাসনগুলিতেও রাজপ্রশস্তির অংশ পদ্যে এবং দানের অংশ গদ্যে লেখা। সেক্ষেত্রে প্রশস্তি অংশটি কাব্যপদবাচ্য হলেও দানের অংশটি নিতান্তই প্রাশাসনিক লেখ্য। এর পূর্বে অনেক অভিলেখে, যেমন সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি ইত্যাদিতে, গদ্য-পদ্যময় কাব্য রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। গদ্য-পদ্যময় রচনাকে অলংকারের পরিভাষায় চম্পূকাব্য বলা হয়। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চম্পূকাব্যের লক্ষণবিষয়ে বলেছেন- গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীযতে।।

তবে গদ্য-পদ্যময়ী রাজস্তুতিকে বিরুদ আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন –

গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতির্বিরুদমুচ্যতে।

টীকাকার হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ কুসুমপ্রতিমা টীকায় বলেছেন –

গদ্যপদ্যময়ী তদুভযাত্মিকা রাজ্ঞঃ স্তুতির্গুণবর্ণনা বিরুদং নাম কাব্যমুচ্যতে।

বিরুদের লক্ষণে উক্ত রাজস্তুতি শব্দটি এখানে উপলক্ষণাত্মক। আলোচ্য নির্বাচিত অভিলেখগুলির মতোই গদ্য পদ্যময় রচনা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে উপলব্ধ। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, প্রশ্নোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ-এ গদ্য-পদ্যময় রচনার প্রভাব অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতেও কোথাও কোথাও গদ্য-পদ্যময় রচনা লক্ষণীয়। বৌদ্ধগ্রন্থ আর্যশূরের জাতকমালা, জৈনকবি হরিভদ্রসূরির সমরাইচ্চকহা-তেও গদ্যপদ্যমিশ্রণ লক্ষণীয়। তবে কেবল গদ্যপদ্যময়তাকেই চম্পূকাব্যের লক্ষণ বলা যায়না। সাধারণত

চমৎকারপূর্ণ শব্দাবলী, সুন্দর সরস কল্পনা, বিশেষণের বহুলতা, অলংকারের সমুচিত বিন্যাস হল চম্পূকাব্যের বিশেষতা। পরবর্তীকালে মহামহোপাধ্যায় হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ কুসুমপ্রতিমা টীকায় চম্পূশব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন – চমৎকৃত্য পুনাতি সহৃদয়ান্ বিস্মিতীকৃত্য প্রমাদযতীতি চম্পূঃ পৃষোদরাদিত্বাত্ সাধুঃ। চম্পূকাব্যের এইসকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় নলচম্পূ কাব্যে। নলচম্পূ কাব্যের রচয়িতা হলেন ত্রিবিক্রমভট্ট। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তৃতীয় ইন্দ্রের সময়কালীন বাগুমরা, জাম্বগাও, নৌসারি অভিলেখে প্রশস্তিকার রূপে ত্রিবিক্রমভট্টের নাম পাই। অভিলেখে তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নেমাদিত্যপুত্র রূপে বর্ণিত হয়েছেন। এমনকি বাগুমরা অভিলেখেও বলা হয়েছে –

শ্রীত্রিবিক্রমভট্টেন নেমাদিত্যস্য সূনুনা।

কৃতা শাস্তা প্রশস্তেযমিন্দ্ররাজাংঘ্রিসেবিনা।।

সাধারণত মূলসাহিত্যধারার কবিরা রাজসভায় যেমন শ্রেষ্ঠকবিপদ অলংকৃত করতেন। তাঁরাই আবার সেই রাজার প্রশস্তি রচনা করতেন যা শিলা বা তাম্রে উট্টঙ্কিত হত। তাঁদের কাব্যের ন্যায় প্রশস্তি রচনার মধ্যেও বিদ্যমান থাকত সেই কাব্যগুণ। এমনি একজন অন্যতম কবি ও প্রশস্তিকার হলেন ত্রিবিক্রমভট্ট। তিনি নলচম্পূকাব্যের ন্যায় প্রশস্তিগুলিতেও নিপুণতার সঙ্গে ছন্দ-অলংকার-রীতি-রস –এর প্রয়োগে সুসামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। নৌসারি অভিলেখে রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের সভাকবি ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত বেশ কিছু শ্লোক রয়েছে যেখানে নলচম্পূকাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। নৌসারি অভিলেখে বলা হয়েছে –

জযতি বিবুধবন্ধুর্বিন্ধ্য বিস্তারিবক্ষা

স্থল বিমল বিলোলত্কৌস্তুভঃ কংসকেতুঃ।

মুখসরসিজরঙ্গে যস্য নৃত্যন্তি লক্ষ্ম্যাঃ

স্মর মর পরিতাভ্যতার কাস্তে কটাক্ষাঃ।।

অন্যদিকে নলচম্পূকাব্যে বলা হয়েছে –

জযত্যমলকৌস্তুভদ্যুতিবিরাজিতোরঃ স্থলঃ

সহেলহতদানবো নবতমালনীলদ্যুতিঃ।

বিনম্রসুরমস্তকবিকাসিপুষ্পাবলী

বিকীর্ণ মধুসীকরস্নপিতপীঠো হরিঃ।

এই দুটি শ্লোকের কেবল কাব্যযোজনাই এক নয়, এদের ভাবসাম্যও বিদ্যমান। তাছাড়াও (অমল-বিমল-কৌস্তুভ-স্থল-বক্ষস্থল ইত্যাদি) শব্দসাম্যও বিদ্যমান। কেবল ভাব-শব্দসাম্য নয় নলচম্পূ কাব্যের মাতোই অভিলেখে শ্লোকগুলির ছন্দোমাধুর্য সকলকে বিস্মিত করে। বৃত্ত ও জাতি উভয়ের প্রয়োগই লক্ষণীয়। তবে কবি অক্ষরবৃত্ত ব্যবহারে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন। অধিকাংশ শ্লোকে অনুষ্টুভ্ ছন্দের ছন্দোময়তা বজায় রেখেছেন। আর্যা, আর্যাগীতি প্রভৃতি মাত্রা ছন্দের প্রয়োগ নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। কবি পুষ্পিতাগ্রা নামক অর্ধসমবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও ইন্দ্রবজ্রা, স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত, শালিনী, বসন্ততিলক ছন্দের প্রয়োগই সর্বাধিক। বিয়োগিনী, অপরবক্ত্র ছন্দের প্রয়োগও তিনি করেছেন সুনিপুণভাবে। একাদশাক্ষর উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, শালিনী, বংশস্থবিল ছন্দের অধিক প্রয়োগও দেখে বোঝা যায় ত্রিবিক্রমভট্ট প্রশস্তি রচনার ক্ষেত্রেও মধ্যমাক্ষরবিশিষ্ট ছন্দকে

প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি দ্রুতবিলম্বিত, চতুর্দশাক্ষরাবৃত্তি বসন্ততিলক, একবিংশত্যক্ষরা স্রগ্ধরা, ঊনবিংশত্যক্ষরা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দেরও প্রয়োগ করেছেন সুললিতভাবে। নিম্নে এবিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল –

ছন্দের নাম	অভিলেখের নাম	শ্লোকসংখ্যা
১। অনুষ্টুপ্	মুলগুন্দ	১
	কাপডভণজ	১,২,৮,১৭,১৮,১৯,২১,২৩,২৬,২৮,৩০,৩১
	বাগুমরা	১,১১,১২,১৩,২৩,২৫
	বাজিরখের	২,৯,১৪,১৫,২২,২৩
	জাম্বগাঁও	১,১১,১৩,১৪,১৫,২৫,২৭,৩২,৩৩,৩৫,৩৬,৩৯
	অন্দূরা	১,২,৮,১৩,১৫,২৭,৩০,৩২,৩৩,৩৪
	কাম্বে	১,২,৯,১৪,১৬,২৯,৩৪,৩৫,৩৬
	সাঙ্গলি	১,৬,১১,১৩,২৮,২৯,৩০,৩১
২। আর্যা	সাঙ্গলি	৪,৮,১০,১২,১৪,১৫,১৭,১৯
	কাম্বে	১১,১৩,১৫,১৭,১৮,২১,২৩,২৭

	অন্দূরা	১০,১২,১৪,১৬,১৭,২০,২২
৩। আর্যগীতি	মুলগুন্দ	২,৩,৪,৫
৪। পুষ্পিতাগ্রা	বাগুমরা	৩
	জাম্বগাও	৩,৩৮
৫। স্রগ্ধরা	বাগুমরা	৪,৭
	বাজিরখের	৭,১২,১৩
	জাম্বগাও	৪,৭,১২
	অন্দূরা	৪,১১,২৮
	সাঙ্গলি	২,৯,২৫
৬। বসন্ততিলক	বাগুমরা	৫,৬,৮,৯,১৪
	বাজিরখের	৬
	জাম্বগাও	৫,৬,৮,৯,১৫
	কাম্বে	৬,১০,৩৩
৭। শার্দূলবিক্রীড়িত	বাগুমরা	১০,১৫,১৭,১৮,২২
	বাজিরখের	৩,৪,৫,১০,১১,১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১
	অন্দূরা	২,৩,৭,১৮,১৯,২১,২৯
	জাম্বগাও	১০,১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২৪,২৯,৩০
	কাম্বে	৩,৪,৮,১৯,২০,২২,,৩১

৮। ইন্দ্রবজ্রা	জাম্বগাও	৩৪
৯। মালিনী	জাম্বগাও	২,১৮,২১,২২,২৩,২৬,২৮,৩১
১০। দ্রুতবিলম্বিত	অন্দূরা	১৪
	কাম্বে	২৫
	সাঙ্গলি	২০
১১। বিয়োগিনী	অন্দূরা	২৫,২৬
	কাম্বে	২৬,২৮
	সাঙ্গলি	২২,২৩
১২। অপরবক্ত্র	কাম্বে	২৭
	সাঙ্গলি	২৪
১৩। শালিনী	বাগুমরা	২৬
	কাম্বে	২৪,৩২
	বাজিরখের	২৪
	জাম্বগাও	৩৭
	অন্দুরা	২৩,৩১

অনুপম ছন্দোমাধুর্যে তাঁর রাজপ্রশস্তি সকলের কাছে কাব্য বলেই প্রতিভাত হয়েছে।

এই প্রশস্তিগুলিতে এমন বেশ কিছু শব্দ ও বানানের দেখা পাওয়া যায় যেগুলিকে পাণিনিসম্মত বলা চলেনা। যেমন- ধর্মানুরাগেন (অন্দুরা) ইত্যাদি। তবে কয়েকটি জায়গা ছাড়া প্রশস্তিতে ব্যাকরণগত ত্রুটি খুবই কম। ওজোগুণান্বিত দীর্ঘ সমাসবহুল গদ্যে রচিত এই প্রশস্তিগুলি।

কেবল ছন্দোমাধূর্য্যেই নয় অলঙ্কারের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে প্রশস্তিগুলি হয়ে উঠেছে অলঙ্কৃত কাব্যহর্ম্য। আচার্য দণ্ডী অলঙ্কারকে কাব্যের শোভাকারক বলেছেন। তিনি বলেছেন –

কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।

কাব্যের ন্যায় প্রশস্তি রচনার ক্ষেত্রেও কবি ত্রিবিক্রমভট্ট ছিলেন অলঙ্কার সচেতন। তিনি তাঁর কাব্যের ন্যায় প্রশস্তিগুলিতে শ্লেষের প্রয়োগ করেছেন। কবি কাব্যে সভঙ্গশ্লেষ প্রয়োগে কঠিনতার তথা দুরূহতার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে তাকে দোষমুক্ত করে বলেছেন –

বাচঃ কাঠিন্যমাযান্তি ভগ্নশ্লেষবিশেষতঃ।

নোদ্বেগস্তত্র কর্তব্যো যস্মান্নৈকো রসঃ কবেঃ।।

বাগুমরা অভিলেখে সভঙ্গশ্লেষ দ্বারা অলঙ্কৃত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

কৃতগোবর্দ্ধনোদ্ধারং হেলোন্মূলিতমেরুণা।

উপেন্দ্রমিন্দ্ররাজেন জিত্বা যেন ন বিস্মিতম্।।

এখানে বলা হয়েছে – মেরুকে উৎখাত তথা উৎপাটিত করা যেমন একদিকে উপেন্দ্রের পক্ষে অন্যদিকে রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের পক্ষে সভঙ্গশ্লেষের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে উপেন্দ্র তথা কৃষ্ণ যেমন মেরু পর্বতকে উৎপাটিত করে যেমন গর্ববোধ করেননি তেমনি রাজা তৃতীয় ইন্দ্র

মেরুর কোনো এক রাজাকে উৎখাত করেও কোনো গর্ববোধ করেননি। কাপডভণজ অভিলেখে তিনি বলেছেন –

আসীন্মুরারিসংকাশঃ কৃষ্ণরাজঃ ক্ষিতেঃ পতিঃ ।

এখানে কৃষ্ণরাজ পদে সভঙ্গশ্লেষ অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে। কৃষ্ণ বলতে একদিকে যেমন ভগবান কৃষ্ণকে বোঝায়, তেমনি অন্যদিকে রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণকে বোঝান হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ যেমন পৃথিবীপতি, তেমনি সমুদ্রবসনা এই ভারতভূমির অধিপতি ছিলেন রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ। আবার বলা হয়েছে –

চালুক্যবংশজলধেঃ স্বযমেব লক্ষ্মী

র্যং শঙ্খচক্রকরমাঞ্জনমাজগাম।।

এখানে কবি ত্রিবিক্রমভট্ট লক্ষ্মী ও শঙ্খচক্রকর শব্দে সভঙ্গশ্লেষ-এর প্রয়োগ করেছেন। লক্ষ্মী বলতে একদিকে চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী অন্যদিকে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীকে বোঝাচ্ছে। আবার শঙ্খচক্রকর বলতে একদিকে রাজা দন্তিদুর্গ অন্যদিকে ভগবান কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে। এখানে মূলত রাজা দন্তিদুর্গের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে এই শ্লোকের অবতারণা। কবি অসামান্য কাব্যিক বর্ণনায় বোঝাতে চেয়েছেন যে লক্ষ্মী যেমন নিজে থেকেই শঙ্খচক্রধারী কৃষ্ণের প্রতি গমন করেছিলেন তেমনি চালুক্যদের রাজলক্ষ্মীও নিজেই দন্তিদুর্গের দিকে গমন করেছেন অর্থ্যাৎ চালুক্য সাম্রাজ্য যেন বিনা আয়াসে দন্তিদুর্গের হস্তগত হয়েছিল।

কবি ত্রিবিক্রমভট্টও তাঁর নলচম্পূকাব্যে এই ধরনের শাব্দী ক্রীড়া করেছেন। নলচম্পূ কাব্যের প্রথম উচ্ছ্বাসে আর্যাবর্তবর্ণনম্ নামক অংশে এই ধরনের সভঙ্গ শ্লেষ দেখা যায় –

...ন চ বিনাযক কশ্চিত্। এখানে আর্যাবর্ত ও স্বর্গের তুলনা প্রসঙ্গে কবি একথা বলেছেন। বিনাযক শব্দে এখানে শ্লেষ হয়েছে বলা যায়। যদি স্বর্গের ক্ষেত্রে ধরি তাহলে বিনাযক অর্থ্যাত্ গণেশ। আর আর্যাবর্তের ক্ষেত্রে এর অর্থ হল বি-নাযক অর্থ্যাত্ রাজার বিরুদ্ধাচরণকারী। অর্থ্যাত্ স্বর্গে বিনাযক দণেশ আছেন কিন্তু আর্যাবর্তে রাজার কোনো বিরুদ্ধাচরণকারী নেই।

কাজেই প্রশস্তিতে এইধরনের প্রয়োগ করে কবি পুনরায় সভঙ্গশ্লেষের সরল প্রস্তুতিতে তার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্যত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাগুমরা অভিলেখের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

গর্জ্জদ্গুর্জ্জরসঙ্গরব্যতিকরং জীর্ণ্ণো জনঃ শংসতি।।

এখানে গুর্জ্জর-সঙ্গর-ব্যতিকর–এখানে র-এর উচ্চারণে সাম্য রয়েছে, পাশাপাশি গর্জ্জদ্-গুর্জ্জর এখানে র্জ্জ বর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয়ে সাম্য সৃষ্টি করেছে। এই শ্লোকাংশে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। আবার বাগুমরা অভিলেখের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

আ সেতোঃ সানুবপ্রপ্রবলকপিকুলোল্লূনফুল্লল্লবঙ্গা...

এখানে বপ্র ও প্রব এই দুটি শব্দে প্র ও ব এর সমতা রয়েছে কিন্তু এই সাম্য ক্রমাগত সাম্য নয়। অন্যদিকে এই বাক্যে ল-লো-ল্লূ-ল্ল –এই ল বর্ণের অনেকবার আবৃত্তির দ্বারা সাম্যসৃষ্টি হয়েছে। এখানে বৃত্ত্যনুপাস অলঙ্কার হয়েছে। বাগুমরা অভিলেখের অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

উচ্চৈশ্চলুক্যকুলকদলকালকেতো

এখানেও কুল-কদল-কাল –তে ক ও ল বর্ণের একাধিকবার উচ্চারণে সাম্য সৃষ্টির জন্য বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। আবার অন্দূরা অভিলেখেও একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

জ্যোত্স্নাকল্পলতালবালবলযশ্রীভাংজি ভুংজংতু বঃ।

এখানেও বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কারের লক্ষণসঙ্গতি ঘটেছে। কেননা এখানেও ল-ব-ভ-জ ইত্যাদি বর্ণের অনেকবার আবৃত্তির দ্বারা সাম্য হয়েছে। যেমন ভাংজি-ভুংজং এখানে ভ ও জ-এর ক্রমাগত সাম্য না হলেও একধা বা স্বরূপত সাম্য হয়েছে। অন্দুরা অভিলেখের অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

সা জাযাজাযতাজাতশত্রোস্তস্য মহীভুজঃ।

এখানে জায়া-জায়তা-জাত এখানেও জ-য বর্ণের একাধিক আবৃত্তি হেতুও এখানে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। বাগুমরা অভিলেখের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

সকলগুণগণাব্ধের্বিস্ফুরিদ্ধামধাম্নঃ

এখানে গুণ-গণা, ধাম-ধাম্ন এই স্থলে গ-ন এবং ধ-ম ক্রমানুসারে আছে দুটি স্থলেই। এভাবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলির একবারমাত্র আবৃত্তি হয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে বলে এখানে ছেকানুপ্রাস হয়েছে। আবার কাপডভণজ অভিলেখের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে –

শুভতুঙ্গতুঙ্গতুরগপ্রবৃদ্ধ...

এখানে তুঙ্গ শব্দের একবার উচারণের পরই আবার ক্রমানুসারে পুনরুচ্চারণ করা হয়েছে। প্রথমে শুভতুঙ্গ বলতে রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং পরের তুঙ্গ শব্দের অর্থ হল উঁচু। ভিন্নার্থক হলেও

ক্রমানুসারে উচ্চারিত হওয়ায় এখানে যমক অলঙ্কার হয়েছে। আবার বাগুমরা অভিলেখে বলা হয়েছে যে-

...রাজরাজমজীজনত্।

এখানে রাজ শব্দেরও ক্রমানুসারে পুনরুচ্চারিত হয়েছে এবং এখানেও যমক অলঙ্কার হয়েছে। কেবল যমক, অনুপ্রাস নয় রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলিতে অন্যান্য অলঙ্কারের মূর্চ্ছনাও রয়েছে। বাগুমরা অভিলেখে বলা হয়েছে –

অপহৃতবলিমণ্ডলো নৃসিংহঃ

সততমুপেন্দ্র ইব ইন্দ্ররাজদেবঃ।

এখানে উপমেয় রাজা তৃতীয় ইন্দ্র, উপমান উপেন্দ্র তথা কৃষ্ণ, সাদৃশ্যবাচক শব্দ এখানে ইব, সাধারণ ধর্ম হল বীরত্ব। উপেন্দ্র তথা কৃষ্ণ যেমন নৃসিংহরূপ ধারণ করে, কখনও বামনাবতার ধারণকরে বলির ন্যায় শত্রুদের বিনাশ করেছেন বীরত্বের সঙ্গে তেমনি ইন্দ্ররাজদেব ছিলেন নরসিংহস্বরূপ। তিনিও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সকল শত্রুদের বিনাশ করেছিলেন। তাই এখানে উপেন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্ররাজদেবের তুলনা করা হয়েছে। কাজেই এখানে পূর্ণোপমা অলঙ্কার হয়েছে। এছাড়াও উপমার একটি অবান্তরভেদ রয়েছে যার নাম প্রশংসোপমা। এখানে রাজা তৃতীয় ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের প্রশংসা করা হয়েছে উপমা অলঙ্কারের সাহায্যে, তাই একে প্রশংসোপমা অলঙ্কার বলা যায়। অন্দুরা অভিলেখে বলা হয়েছে-

তস্যাদ্যং নৃপতেঃ পিতৃব্য উদযী শ্রীবীরসিংহাসনং

মেরোঃ শৃঙ্গমিবাধিরুহ্য রবিবশ্চছ্রীকৃষ্ণরাজস্ততঃ।

এখানে বলা হয়েছে উদয়ী সূর্য যেমন মেরুশৃঙ্গ আরোহণ করে তেমনি রাজা দন্তিদুর্গের পিতৃব্য কৃষ্ণরাজও বীরসিংহাসন আরোহণ করেছেন। যেমন সূর্যদেব বীরত্বের সঙ্গে মেরুপর্বত আরোহণ করে সকল অন্ধকার বিনাশ করেন, তেমনি রাজা প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসন আরোহণ চালুক্যবংশের মতো তিমিরকে বিনাশ করেছেন। এখানে সূর্যদেব ও প্রথম কৃষ্ণের বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উপমেয় হল প্রথম কৃষ্ণ, উপমান হল সূর্য, সাদৃশ্যবাচক শব্দ হল ইব, সাধারণ ধর্ম হল বীরত্ব। এখানে কবি পূর্ণোপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন একথা বলা যায়। অন্দুরা অভিলেখে বলা হয়েছে –

সামর্থ্যে সতি নিন্দিতা প্রবিহিতা নৈবাগ্রজে ক্রূরতা

বন্ধুস্ত্রীগমনাদিভিঃ কুচরিতৈরাবর্জ্জিতং নাযশঃ।

এখানে বলা হয়েছে রাজা চতুর্থ গোবিন্দ সামর্থ্যবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি অকলঙ্কিত, তিনি অগ্রজ ভ্রাতার প্রতি ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন হননি, কখনো নিন্দিত হননি, কখনো ভ্রাতৃস্ত্রীর প্রতি গমন করেননি, ন্যায় সততার দ্বারা তিনি স্বাভাবিক মনুষ্য চরিত্রের কুৎসিত দিকগুলিকে বর্জন করেছেন। এখানে রাজা চতুর্থ গোবিন্দের সামর্থ্যকে কারণ হিসেবে প্রদর্শন করানো হয়েছে। সামর্থ্য থাকলে কলঙ্কিত কার্যাদি করেন অনেকেই, কিন্তু তিনি কলঙ্কিত কার্যাদি যেমন অগজভ্রাতার প্রতি ক্রূর হওয়া ইত্যাদি কার্য করেননি। কারণের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কার্যের উপস্থিতি বর্ণিত না হওয়ায় এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলি এমনই সালঙ্কার পদ্যে ও গদ্যে রচিত। শ্লেষ অলঙ্কারপ্রিয় কবি ত্রিবিক্রমভট্ট এই প্রশস্তিগুলিকে অনুপ্রাস ও যমক অলঙ্কারের প্রয়োগদ্বারা শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন। কবি প্রশস্তির দানের অংশে যে গদ্য রচনা করেছেন তাতেও কবি শাব্দীক্রীড়া করেছেন। কবি রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন -

সৌন্দর্য্যশৌর্য্যচাতুর্য্যৌদার্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যবীর্য্যাদিধিরখিলজনাশ্চর্য্যকারিভিরহিতবহুনৃপৈশ্বর্য্যহারিভির্ম্মহাগুণৈ রুপার্জিতানবদ্যবিদ্যোতমানবিবিধনামধেয়ঃ অর্থ্যাৎ রাজা তৃতীয় ইন্দ্র অনবদ্য বা অবিদ্যোতন নামে অভিহিত, তার সৌন্দর্য্য-শৌর্য্য-চাতুর্য্য-ঔদার্য্য-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-বীর্য্যাদির কারণে। এখানেও কবি সুন্দর-সুললিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা রাজার প্রশংসা করেছেন। শব্দগুলি শ্রুতিমধুর এমনকি উচ্চারণেও সাম্য রয়েছে, যা আমাদের অনুপ্রাস অলঙ্কারের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি পুনরায় রাজার প্রশংসা করে সুন্দর সুললিত শব্দে বলেছেন- বিনয়বিনতানেকভূপালমৌলিমালালালিতচরণারবিন্দযুগলঃ অর্থ্যাৎ রাজার পাদপদ্মে অন্যান্য ভূপতিদের মস্তক থাকত বিনয়ে বিনীত। এখানেও শব্দের প্রয়োগে কবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কবি বিশেষণ প্রয়োগেও অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি বিশেষণ অর্থবিশিষ্ট এবং সেসব বিশেষণ রাজাদের কৃতিত্ব বা অবদানকে বা কখনো তাদের গুণাবলীকে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে। নিম্নে সারণীতে বিশেষণ ও তার অর্থ প্রস্তুত করা হল -

রাজার নাম	বিশেষণ	বিশেষণের অর্থ
১। দন্তিদুর্গ	পৃথিবীবল্লভ	পৃথিবীপতি বা রাজা
	সাহসতুঙ্গ	যিনি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করেছেন অসামান্য

		উদ্যোগে
২। প্রথম কৃষ্ণ	অকালবর্ষ	যিনি প্রয়োজন ব্যতীত দানাদি করেন
	শুভতুঙ্গ	অতীব সমৃদ্ধশালী
৩। দ্বিতীয় গোবিন্দ	প্রভূতবর্ষ	যিনি প্রচুর দানাদি করেছেন
	প্রভুতুঙ্গ	মহান রাজা
৪। ধ্রুব	ধারাবর্ষ	যিনি অবিরত দানাদি করেছেন
	শ্রীবল্লভ	সৌভাগ্যবান
	নিরুপম	অতুলনীয়
৫। তৃতীয় গোবিন্দ	জগত্তুঙ্গ	অতি মহিমান্বিত, মহান
	কীর্তিনারাযণ	যিনি নারায়ণের ন্যায় কীর্তিসম্পন্ন
	ত্রিভুবনধবল	অকলঙ্কিত মহিমাসম্পন্ন
	জনবল্লভ	রাজা বা সকলের প্রভু
৬। প্রথম অমোঘবর্ষ	নৃপতুঙ্গ	সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা
	বীরনারাযণ	যিনি নারায়ণের ন্যায় শৌর্যশালী
	মহারাজষণ্ড	সকল রাজাদের মধ্যে উত্তম
	অতিশযধবল	অতিশয় অনঘ বা পবিত্র
৭। তৃতীয় ইন্দ্র	নিত্যবর্ষ	যিনি অবিরাম দানাদি কার্য করতেন
	রট্টকন্দর্প	সুদর্শন

	রাজমার্তণ্ড	রাজাদের মধ্যে সূর্যস্বরূপ

ত্রিবিক্রমভট্টই কেবল নন রাষ্ট্রকূট রাজাদের রাজত্বকালেই আবির্ভূত হন কবি সোমদেবসূরি, যিনি নেমিদেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি ত্রিবিক্রমভট্টকে অনুসরণ করে চম্পূকাব্য লেখেন যার নাম যশস্তিলকচম্পূ। এইসময় আবির্ভূত হন জিনসেন যিনি রাজা অমোঘবর্ষের বন্ধু ছিলেন, তিনি আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ রচনা করেন। অসাধারণ জৈনসাহিত্য এই রাজাদের শাসনকালেই বহুলাংশে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। হলায়ুধ যিনি অভিধানরত্নমালা, কবিরহস্য রচনা করেছিলেন, তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রাককথনে স্পষ্টরূপে রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি রাজনৈতিক একটি গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম নীতিকাব্যামৃত, গ্রন্থটি অনেকটাই অর্থশাস্ত্রের অনুকরণে রচিত। তিনি বলেছেন- অথ ধর্মার্থকামফলায রাজ্যায নমঃ। রাজা প্রথম কৃষ্ণের সময়কালেই নির্মিত ইলোরা গুহাইয় চিত্রিত ‘কালিদাসভাবনা’ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সেসময় চিত্রকল্প বেশ উন্নত ছিল। কেবল সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থ নয় সেসময়ে প্রাপ্ত এই অভিলেখগুলি নিঃসন্দেহে অসামান্য কাব্যবৈভবে সমৃদ্ধ। অলঙ্কারে-রসে-গুণে এই কবিকৃতি যেন এক পরমা রূপবতী নারীর মতোই হৃদয়হারিণী। কবির শব্দচয়ন, ছন্দের ঝংকার, অলঙ্কারের নির্বাচন এই প্রশস্তিগুলিকে গদ্যপদ্যময় কাব্যে পরিণত করেছে যা পাঠকের কাছে কেবল শ্রুতিমধুর নয়, হৃদয়গ্রাহীও বটে।

উপসংহার

শোধপত্রের অন্তিম পর্যায়ে এসে বলা যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়কালীন অভিলেখগুলির অধ্যয়নের দ্বারা রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়কালীন ঐতিহাসিক তথ্যাদি কেবল উপলব্ধ হয়নি বরং অভিলেখগুলি যে এক উন্নততম কাব্যতত্ত্বের নিদর্শন বলা যায়। প্রথম অধ্যায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলির অধ্যয়ন ও তার আলোচনার দ্বারা রাষ্ট্রকূট অভিলেখসমূহের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলির প্রকৃত পাঠ্যাংশে তথা মূল পাঠে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তারিত তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। বেশ কিছু অভিলেখ যেমন মুলগুন্দ অভিলেখ ভগ্ন হলেও তাতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বেশ স্বচ্ছ ও তথ্যবহুল। দ্বিতীয়ত প্রতিটি অভিলেখে দানের সময়কাল স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি সময় উল্লেখ করা হয়েছে শকসংবত্ শব্দের দ্বারা। এমনকি কিছু কিছু অভিলেখে মাস-তিথি-নক্ষত্র ও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বাজিরখের অভিলেখে কালের উল্লেখ করে বলা হয়েছে- ৮৩৬ শকাব্দে ফাল্গুন মাসের শুদ্ধ পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবারে মৃগশিরা নক্ষত্রে রাজা তৃতীয় ইন্দ্র দানাদি কার্য করেছেন। অভিলেখগুলির দানের অংশ অর্থ্যাত্ গদ্যাংশ বেশ বিস্তৃত এবং প্রতিটি দানের বিষয়কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে – এগুলিই রাষ্ট্রকূট অভিলেখের মূল বৈশিষ্ট্য। প্রথমাধ্যায়ে অভিলেখগুলির অধ্যয়ন করে, তার অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে আমরা রাষ্ট্রকূট রাজাদের উদ্ভব ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অভিলেখেপ্রাপ্ত ও অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজাদের রাজনৈতিক স্থিতি প্রশস্তিকার কাব্যিক ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রকূটরাজ

দন্তিদুর্গ কর্তৃক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার পরাজয় কিংবা কাঞ্চী দখল-এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কবি বর্ণনা করেছেন কাব্যিক ভঙ্গীতে-

কাংচীপদে পদমকারি করেণ ভূয।

বাগুমরা, অন্দূরা, কাপডভণজ ইত্যাদি অভিলেখে রাষ্ট্রকূট রাজাদের উত্তরভারতেও আধিপত্য বিস্তারের কথা আছে। কাপডভণজ অভিলেখে মহাসামন্ত প্রচণ্ড ও তার অধিকারের বর্ণনা থেকে তত্ কালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। রাষ্ট্রকূট রাজারা কেবল যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং বিজিত অঞ্চলগুলিতে তারা যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা জানা যায় অভিলেখগুলিতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাই এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় ঘটনা। তৃতীয় অধ্যায়ে অভিলৈখিক তথ্যাদির ভিত্তিতেই তত্ কালীন সমাজের চতুর্বর্ণবিভাগ, ধর্ম, সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের সামাজিক স্থিতিতেও এখানে সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রকূটরাজারা কেবল নয়, রানীরাও নিজেদের নামে প্রশস্তি উত্কীর্ণ করাতেন। তারা শিলভট্টারিকা, মহাদেবী নামে সম্বোধিত হয়েছেন। সমাজে চতুর্বর্ণের স্থিতিবিষয়েও এখানে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে। অতঃপর এই অধ্যায়েই অভিলেগুলির কাব্যগুণসমৃদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বেশীরভাগ অভিলেখগুলিরই রচয়িতা হলেন *নলচম্পূ* কাব্যের রচয়িতা কবি ত্রিবিক্রমভট্ট। তিনি *নলচম্পূ* কাব্যের ন্যায় প্রশস্তিগুলিও গদ্য-পদ্যের মিশ্রনে রচনা করেছেন। একে বিরুদ জাতীয় কাব্য বলা হলেও প্রশস্তিগুলি যে নিতান্তই চম্পূকাব্যের ন্যায় কাব্যগুণসমৃদ্ধ তা অনুভব করা সহজসাধ্য। এখানে কবি অনুষ্টুপ্ ছন্দ কেবল নয়, বরং ইন্দ্রবজ্রা-মালিনী-শার্দূলবিক্রীডিত-স্রগ্ধরা-পুষ্পিতাগ্রা ছন্দের মূর্ছনায় পদ্যগুলিকে তার *নলচম্পূ* কাব্যের ন্যায়

হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এমনকি *নলচম্পূ* কাব্যে যেমন তিনি মঙ্গলশ্লোকে চন্দ্রমৌলি তথা শিবের স্তুতি করেছেন তেমনি প্রশস্তিগুলির শুরুতেই মঙ্গলশ্লোকে শিবের স্তুতি করেছেন -

হরশ্চ যস্য কান্তেন্দুকলযা কমলংকৃতম্।

কবির শ্লেষ অলংকারের প্রতি অনুরাগের কথা পাই তার কাব্যে তেমনি এখানেও তিনি অনেক শ্লেষ বহুল শ্লোকে রাজাদের গুণকীর্তন করেছেন। কখনোও বা অনুপ্রাস, যমক, বিশেষোক্তি, উপমা অলঙ্কারের অনুপম প্রয়োগ সকলকে অভিভূত করার মতোই। দানের অংশে আবার সমাসবহুল ওজোগুণের সমাবেশ দেখা যায়। রাজাদের বিশেষণ প্রয়োগেও তিনি যে শব্দসৌষ্ঠব দেখিয়েছেন তা অসামান্য। জানা যায় সকল রাজাদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিলেন রাজা তৃতীয় ইন্দ্র। তিনি সাম্রাজ্যকে বিস্তারিত করেন অনেক রাজাকে পরাস্ত করে যারা কিনা রাষ্ট্রকূট বংশের অন্ধকারস্বরূপ। আর তাই কবি তার বিশেষণ দিয়েছেন রাজমার্তণ্ড। এমনি রাজা ধ্রুব যার বীরত্ব-পরাক্রম-সাহস ছিল অতুলনীয়, তাই কবি তাকে বলেছেন নিরুপম। নলচম্পূ কাব্যের কাব্যভাব এমনকি একই শব্দাবলীর প্রয়োগ লক্ষণীয় অভিলেখগুলিতে। রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলি বাণ ও ভারবির রচনার ন্যায় চারুতা, অলঙ্কারসৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রশংসনীয় গুণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। কাজেই পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকূট অভিলেখগুলিকে সালঙ্কার-ছন্দোময়-শব্দগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ কাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্রকূট রাজারা এইসকল সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রাষ্ট্রকূটরাজাদের শাসনকাল এই অপূর্ব সাহিত্যচর্চার জন্যই মহিমান্বিত।

গ্রন্থপঞ্জী

Altekar, Anant Sadashiv. *The Position of Women in Hindu Civilization*. Delhi: Motilal Benarasidass, 1987. (6th ed.; 1st ed. 1956).

Bandyopadhyay, Dhirendranath. *Samskrita Alamkarasastra Tattva O Samiksa*. Kolkata: Pashcimabanga Rajya Pustaka Parshat, 2012.

Bandyopadhyay, Udayachandra and Anita Bandyopadhyay. *Sahityadarpana*. Kolkata: Sankrit Book Depot, 2012. (Rpt. of 2000).

Bandyopadhyaya, Narayan Chandra. *Economic Life and Progress In Ancient India*. Calcutta (now Kolkata): Motilal Benarasidass, 1945. (Rpt. Of 1925).

Bhandarkar, Ramkrishna Gopal. *Early History of Dekkan*. Calcutta (now Kolkata): Chuckerverty. Chatterjee& Co. Ltd., 1928. (1st ed. 1895).

Gode, P.K.. *Studies in Indian Cultural History*, Vol. III. Poona: B.O.R. Institute, 1969.

Gopal, B.R.. *The Rashtrakutas of Malkhed*. Mysore: Geeta Book House, 1994.

Handiqui, Krishna Kanta. *Yaśastilaka and Indian Culture*. Sholapur: Jaina Samskriti Samraksha Sangha: 1949.

Majumdar, R.C. and K.K. Dasgupta (ed.). *A Comprehensive History of India*, Vol. III. New Delhi: People's Publishing House, 1982.

Manusaṁhitā. Ed. Pañcānana-Tarkaratna. with Beng. Trans. and comm. of Kullūkabhaṭṭa. Calcutta (now Kolkata): Sankrit Pustaka Bhandar, 1993.

Mishra, Jayashri. *Social and Economic Condition Under The Imperial Rashtrakutas*. New Delhi: Commonwealth Publisher, 1992.

Ramesh, K.V.. *A History of South Kanara*. Dharwar: Karnatak University, 1970.

Reddy, Krishna. *Indian History*. New Delhi: McGraw Hill Education Private Limited, 2015.

Reu, Bisheswar Nath. *History of The Rāshṭrakūṭas (Rāṭhōḍas*). Jaipur: Publication Scheme, 1997.

Sachau, Dr. Edward O (ed.). *Alberuni's India*, Vol. I. London: Trench, Turner & Co. Ltd., 1914. (1st ed. 1910).

Sarkar, Debarchana. *Bhāratiya Abhilekha Sāhityer Rūparekhā*. Kolkata: Sadesh, 2005.

—,—. *Nityakāler Tui Purātan*. Kolkata: Pashcimabanga Rajya Pustaka Parshat, 2013.

Sarkar, Debarchana et al. *Bhāratiya Abhilekha O Pratnalipi*. Kolkata: Pashcimabanga Rajya Pustaka Parshat, 2019.

Singh, Ram Bhusan Prasad. *Jainism In Early Medieval Karnataka*. New Delhi: Motilal Banarasidass, 1975.

Sircar, D.C. *Indian Epigraphy*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1996.

Sundaram, J and K.M. Bhadari (ed.). *Uttankita Sanskrit Vidya Aranya Epigraphs*, vol. VI. Mysore: Uttankita Vidya Aranya Trust, 2010.

Thapar, Romila. *Early India*. Haryana: Penguin Books India, 2015. (2nd rpt. 2003, 1st 2002)

Trivikramabhatta, Nalachampū. ed. with comm. by N.K. Sharma. Varanasi: Saddarsan Prakashan, 1932.